মাকামে আওলীয়া

কোরান ও হাদীসের আলোকে

লেখকঃ হজরত আল্লামা মওলানা মুফতি গোলাম মুস্তারশীদ আলকাদরী সাহেব

শাহযাদা এ শাহেনশাহে খিদীরপুর বুলবুলে বাঙ্গাল ওলী ইবনে ওলী হজরত সৈয়দ শাহ কুতুবুদ্দিন আখতার আলি আলকাদরী রহঃ ও শাগির্দে ফাকিহুন্নাফস মুনাজীর এ আহলে সুন্নত মুনাযীর এ আজাম হিন্দ মুফতি মতিউর রহমান মুজতার পুর্নাওই সাহেব কিবলা মাদ্দাজিল্লাহুল আলি

ঠিকানাঃ- ১৭/বি মওলানা মোহাম্মদ আলি রোড কলঃ- ৭০০০২৩

পশ্চিমবঙ্গ, ভারত

ফোন নংঃ- ৭৪০৭৯৯৩৫২২/৮২৫০৩৭৩৭৯২

ইমেলঃ- golammustarshid@gmail.com

-:প্রকাশক:-

নিউ কালিমিয়া বুক ডিপো

৫ তলা মসজিদ রোড , সোনালী মার্কেট

কালিয়াচক , মালদা , পিন- ৭৩২২০১

Mob.-9733417841

পুস্তকের নামঃ- মাকামে আওলীয়া কোরান ও হাদীসের আলোকে

লেখকের নামঃ- পীরে ত্বরিকত হজরত আল্লামা মুফতি সৈয়দ শাহ গোলাম মুস্তারশিদ আলক্বাদেরী।

(খিদিরপুর দরবার শরীফ কলকাতা)

১৭ বি এম এম আলি রোড কোলকাতা ৭০০০২৩

ফোন নংঃ- ৭৪০৭৯৯৩৫২২/৮২৫০৩৭৩৭৯২

পৃষ্ঠাঃ- ১৮৫

মুল্যঃ-১৬০ টাকা মাত্র

প্রাপ্তি স্থান

১ মুসলিম বুক ডিপো, কালিয়াচক, মালদা

২ মুফতি বুক ডিপো, রঘুনাথগঞ্জ, মুর্শিদাবাদ

৩ তাজ বুক ডিপো, কলুটোলা, কলকাতা

নিউ কালিমিয়া বুক ডিপো

৫ তলা মসজিদ রোড , সোনালী মার্কেট

কালিয়াচক , মালদা , পিন- ৭৩২২০১

Mob.-9733417841

উৎসর্গ

এই কেতাব ওয়েলায়াতের সারতাজ মওলায়ে কায়েনাত মওলা মুশকিল কুশা হায়দারে কাররার আলী ইবনে আবি তালিব কাররামাল্লাহু ওয়াজহাহুল কারিম এবং ওয়ালি কুল শিরোমণি গওসে আজম দাস্তাগীর পীরানে পীর আব্দুল ক্বাদের জিলানী ও গওস ইবনুল গওস মুরিদানের সাহারা মওলা পাক সৈয়দ শাহ আলি আব্দুল ক্বাদের শামসুল ক্বাদেরী উরফে মুরশিদ আলী আলক্বাদেরী আলা জাদ্দেহি নাবিয়েনা আলাইহিস সালাম পাকের পবিত্র কদমে নজর করলাম।

মতামত

الحمد بوليه والتقوىٰ لاوليائه و الصلوٰة على نبيه محمد صلى الله تعالىٰ عليه و سلم اما بعد

প্রীয় ও সম্মানিত হজরত মওলানা মুফতি গোলাম মুস্তারশিদ আলক্বাদেরী পীরে ত্বরিকত রাহবারে শরিয়ত হজরত আল্লামা মুফতি কুতুবুদ্দিন আলক্বাদেরী রহঃ এর সুযোগ্য সেজ সাহেবজাদার কেতাব মাকামে আওলীয়া মোটামোটি পড়লাম কেতাবটি কে উত্তম পেয়েছি এতে বিরুদ্ধাচারনকারিদের বহু প্রশ্নের উত্তর দালিলিক ভাবে দেওয়া হয়েছে যাতে পাঠক সহজেই বুঝতে পারে এবং আওলীয়ায়ে কেরামের মহাব্বত দ্বারা নিজের হৃদয় কে পরিপূর্ণ করতে পারে।

আল্লাহ তাবারাক ওয়া তালার নিকট দুয়া যেন আল্লাহ এই কেতাবের উদ্দেশ্য কে সফল করেন এবং সর্বসাধারণে নিকট গ্রহণযোগ্য করে তোলেন এবং লেখকের

হায়াত বৃদ্ধি করেনে এবং আরো বেশি বেশি করে লেখার তৌফিক দান করেন

আমিন বেযাহে সৈয়দিল মুরসালিন সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম

ফক্বির মোহাম্মাদ মোমতাজ হুসাইন আল ক্বাদেরী গাফারালাহু ঃ- ২৫/১২/২০২২

লেখকের নিবেদন

বর্তমান যুগে মানুষ আওলিয়া এ কেরামদের নিয়ে নানান অপ প্রচার করে থাকেন এবং আল্লাহ তালার নিকট যে তাদের বিশেষ মর্যাদা আছে এবং সেই মর্যাদার কারনে তারা বিশেষ ক্ষমতার অধিকারী সেই বিষয় গুলি ও অস্বীকার করে। এবং মানুষের মাঝে ফেতনা ছড়িয়ে থাকে। তাই সেই সকল ফেতনার নিরসনের উদ্দেশ্যে এবং আওলিয়ায়ে কেরামের শান মান মানুষের মাঝে তুলে ধরার খাতিরে অনেক চেষ্টা করে এই কেতাব লেখা হয়েছে। লেখার মধ্যে যদি কোনো ভুল ত্রুটি হয় পাঠকগণ অবগত করবেন পরবর্তী সংস্করণে সেগুলি ঠিক করে নেওয়া হবে ইন শা আল্লাহ।

আল্লাহ তাবারাক ওয়া তালার কাছে নিবেদন অধমের এই প্রচেষ্টা কে কবুল করুন এবং তার মাহবুব বান্দাদের ওয়াসিলায় এই কেতাব কে পাঠকের নিকট স্বিকৃত করুন আমিন বে জাহে সৈয়দুল মুরসালিন

ইতি

অধম গোলাম মুস্তারশিদ আলক্বাদেরী

সূচীপত্র

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

اَلحَمدُ لله على اِحسَانِه لِاَنَّ خَالِقَ الجَسَدِ و الجَانِ مَالِكَ الكَونِ والمَكَانِ بَعَثَ انبياءه و اولياءه عليهم السلام اِلى يَومِ القِيَامِ في الدُنيا هاديا مهديا و مرشداً بالتِوفِيقِ والصلواة والسلام علي مَن كان نوراً عند الله قبلَ خلقِ كلِّ شيٍ و اسمُه احمدُ في السماء و محمدٌ في الارضِ و علي اصحابه و آله وبارك و سلم وعلي سيدنا غوث الاعظم و علي ولده سيدنا مرشدنا المكرم

আল্লাহ তাবারাক ওয়া তা'লার অশেষ রহমত যে তিনি আমাদের মত গোনাহগার বান্দাদের উদ্ধার তথা :হেদায়েতের জন্য প্রথমে তার প্রীয়তম হাবীব কে এই ধরার বুকে প্রেরন করেন ও পরে তাঁরই ওয়ারিস আওলীয়া আল্লাহ গন কে আমাদের জন্য পথ প্রদর্শক ও মুরশিদে বারহাক করে প্রেরন করেছেন। তাই সুন্নি মুসলমান গন সকল আওলীয়া আল্লাহর মহফিলে বসার চেষ্টা করেন বা তাঁদের মাধ্যমে খোদা পর্যন্ত পৌছাবার রাস্তা খোজেন। আর তাঁদের মাধ্যমে সাহায্য প্রার্থনা করেন এবং ইহকাল ও পরকালের মুক্তি অন্বেষণ করেন। কিন্তু বড়ই আফসোসের বিষয় হল কিছু মতাদর্শের লোক আছেন যারা এই সকল সরল মনা সুন্নি মুসলমান কে বিভ্রান্ত করে, আওলীয়া আল্লাহদের চরন থেকে দুরে করার চেষ্টা করে এবং আওলীয়া আল্লাহ গন কে অস্বীকার ও কটুক্তি করে থাকেন। তাই সরলমনা সুন্নি মুসলমান দের অন্তরের শান্তির জন্য ও সেই সকল বিরোধী ব্যাক্তিদের জবাব দেবার উদ্দেশ্যেই এই কিতাব লেখা হয়েছে

প্রথম অধ্যায়

উক্ত আলোচনার বিষয় বস্তু হলো, আল্লাহর ওলীগনের পরিচয় কি কিংবা তাদের চেনার উপায় কি? তাদের সংসর্গের ফজিলতই বা কি? কেনই বা আওলীয়া গনের সহিত মোমিনগন সম্পর্ক রাখতে পছন্দ করেন? এবং তাদের বিরোধিতার পরিনাম কি?

তাই তো সৈয়দি মুরশিদী গওস ইবনে গওস ইবনে গওস আওলাদে গওসে আযম আলি আব্দুল কাদীর শামসুল কাদরী উরফ মুরসীদ আলি আলকাদরী রহঃ মওলা পাক তার পবিত্র দেওয়ানে বলেন

আর্শ পার রেহতা হ্যায় চারচা আওলীয়া আল্লাহ কা,
এ ফালাক হ্যায় বোল বালা আওলীয়া আল্লাহ কা

উম্মতি লোগোন কো কেয়া মালুম উনকা মার্তাবা,
আম্বিয়া সে পুছো রুতবা আওলীয়া আল্লাহ কা

আল্লাহর ওলীগনের পরিচয়

আমরা জানি আল্লাহর ওলীগনকে নিজে থেকে চেনা সম্ভব নয়, যদি আল্লাহ চেনানোর ব্যাবস্থা না করে দেন। তিনিই একমাত্র যিনি তার ওলীগনের চেনানোর জন্য দায়িত্ব নেন যার প্রমাণ পাওয়া যায় উল্লেখিত হাদীস দ্বারা।

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلاَمٍ، أَخْبَرَنَا مَخْلَدٌ، أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ أَخْبَرَنِي مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ، عَنْ نَافِعٍ، قَالَ قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ - رضى الله عنه -

عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم. وَتَابَعَهُ أَبُو عَاصِمٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ أَخْبَرَنِي مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ " إِذَا أَحَبَّ اللَّهُ الْعَبْدَ نَادَى جِبْرِيلَ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ فُلاَنًا فَأَحْبِبْهُ. فَيُحِبُّهُ جِبْرِيلُ، فَيُنَادِي جِبْرِيلُ فِي أَهْلِ السَّمَاءِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ فُلاَنًا فَأَحِبُّوهُ. فَيُحِبُّهُ أَهْلُ السَّمَاءِ، ثُمَّ يُوضَعُ لَهُ الْقَبُولُ فِي الأَرْضِ

আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, আল্লাহ যখন কোন বান্দাকে মহব্বত করেন জিবরাঈলকে ডেকে বলেন,আমি অমুক বান্দাকে মহব্বত করি অতএব তুমিও তাকে মহব্বত কর ফলে জিবরাঈল তাকে মহব্বত করেন। অতঃপর জিবরাঈল আসমানবাসীদের মধ্যে ঘোষণা করেন, আল্লাহ অমুককে মহব্বত করেন অতএব তোমরা তাকে মহব্বত কর ফলে আসমানবাসীরা তাকে মহব্বত করে, অতঃপর জমিনে তার জনপ্রিয়তা রাখা হয়"।

(১) বুখারি শরীফ,কিতাবুল আদাব, হাদীস নং-৫৬৯৩(২) সহী মুসলিম, কিতাবুল বারি ওয়াসস্বালাত ওয়াল আদাব,হাদীস নং-২৬৩৭(৩) সুনানে তিরমিযি, তাফসীরুল কোরান, হাদীস নং-৩১৬১(৪) ইমাম তাবরানী, মুজামুল আওসাত,হাদীস নং-২৮২১(৫) মুসান্নাফে আব্দুররাযযাক হাদীস নং-১৯৬৭৩(৬) মুসনাদে ইবনে আহমদ ,হাদীস নং-৭৫৭০

আলোচনাঃ উপরিউক্ত হাদীসটি আমার আলোচনার সমর্থনের অন্যতম দলিল যার দ্বারা বোঝা যায়, প্রথমে আল্লাহ তার প্রিয় বান্দাগনকে বা ওলীগনকে মহব্বত করতে শুরু করেন ।তারপর জিবরাঈলকে আদেশ করেন, হে! জিবরাঈল যাও আমার ওমুক মাহবুব বান্দাকে তুমিও মহব্বত করো।আর চিনে ফেলো এরা তোমার রবের আওলীয়া। এইভাবে জিবরাঈল আলাইহিস সালাম আল্লাহর ওলীগনকে চিনে ফেলেন।তিনিও আল্লাহর ওলীগনকে মহব্বত করতে শুরু করেন।

তারপর আল্লাহর আদেশানুসারে, জিবরাঈল আলাইহিস সালামও আসমানের অন্যান্য মালায়েকাদের কে, তাদের(আওলীয়া)পরিচয় করিয়ে দেন।তাদেরকেও মহব্বত করার বার্তা পৌঁছে দেন।তারপর সেই সমস্ত মালেয়াকাগনও আল্লাহর ওলীগনকে মহববত করতে শুরু করেন,তারাও তাদেরকে চিনে ফেলেন। সর্বশেষ পৃথিবীর বুকে তারা আল্লাহর ওলীগনের জনপ্রিয়তা প্রকাশ করার জন্য বা তাদের পরিচয় করিয়ে দেওয়ার ব্যবস্থা করে দেন। এইভাবে আল্লাহ তার ওলীগনকে চিনিয়ে বা পরিচয় করিয়ে দেওয়ার ব্যবস্থা করেন। এবং কিছু চিহ্ন প্রকাশ করেন যাতে করে তাদের চেনা সম্ভব হয় । সেই চিহ্নগুলি কি, তা একে একে কোরানের কিছু আয়াত ও হাদীসে রসুলের মাধ্যমে লক্ষ করবো। আল্লাহ তার কোরানে ওলীগনকে চিনিয়ে দেওয়ার জন্য যে চিহ্নগুলি উল্লেখ করেছেন তার মধ্যে নিম্নোক্ত আয়াতটি উল্লেখযোগ্য।

أَلَا إِنَّ أَوْلِيَاءَ اللَّهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُون

সাবধান নিশ্চই আল্লাহর ওলীগন তাদের না কোন ভয় ভীতি আছে, না তারা দুঃখিত হন। যারা ঈমান এনেছে এবং তাকওয়া অবলম্বন করেছে।সুরা -ইউনুস, আয়াত-৬২ -৬৩

উপরিউক্ত আয়াতে করিমায় আল্লাহর ওলীগনের দুটি চিহ্ন বর্ণিত হয়েছে যার দ্বারা বোঝা যায়, আল্লাহর ওলীগন পার্থিব কোন বিষয়ে ভীত নন। আর না পার্থিব কোন বিষয় বা জিনিশকে নিয়ে দুঃখিত হন। তারা শুধু তাকওয়া অবলম্বন করতে থাকেন বা শুধু

আল্লাহকেই ভয় করেন। অতএব এককথায় বলা যায় আল্লাহর ওলীগনের চিহ্ন হলো মুত্তাকি হওয়া।আর শুধু আল্লাহরই মুখাপেক্ষী হওয়া। যে কারণে পার্থিব কোন বিষয়ে দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হন না।

আল্লাহ তার ওলীর পরিচয় দিতে গিয়ে, নিজের কালামের মধ্যে আরো একটি চিহ্ন উল্লেখ করতে গিয়ে বলেনঃ

مَنْ ءَامَنَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْأَخِرِ وَعَمِلَ صَـٰلِحًا فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُون

অর্থঃ যারা ইমান এনেছে আল্লাহ ও আখেরা্তের উপর এবং সৎকাজ করে, তাদের জন্য পুরস্কার তাদের প্রতিপালকের নিকট আছে, তাদের কোন ভয় নেই এবং তারা দুঃখিত হন না।সুরা বাকারা,আয়াত-৬২

আলোচনাঃ উপরিউক্ত আয়াতেও আল্লাহ তার ওলীদের আরো একটি চিহ্ন বর্ণনা করেছেন যার দ্বারা বোঝা যায়, আল্লাহর ওলীগনের আরো একটি চিহ্ন হলো তারা নেক আমল করে বেড়ান। এবং পুর্বেই যেমন দেখেছি তারা না তো পার্থিব কোন বিষয়ে ভীত হন, না,দুঃখিত হয়ে পড়েন উক্ত আয়াতেও একি চিহ্ন লক্ষ করা যায়।এইবার বিষয় হলো কেণ তারা ভীত ও দুঃখিত হন না। এই বিষয়ে জানার আগে আমাদের জানা উচিৎ ভয় কাকে বলে এবং দুঃখ বলতে কি বোঝায়। তাই প্রথমে জানি ভয়টা কি দুঃখটাই বা কি। আমরা জানি ভবিষ্যতের আগন্তুক কোন বিষয়ে দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হয়ে পড়ার নাম ভয়।অর্থাৎ আগে থেকে অশুভ ঘটনার বিষয়ে ভেবে দুশ্চিন্তায় পড়লে তাকে ভয় বলে। আর দুঃখের সম্পর্ক হলো অতীতের সাথে। কোন

অশুভ ঘটনা ঘটে যাওয়ার পর দুশ্চিন্তায় পতিত হওয়ার নাম দুঃখ। কোরান অনুযায়ী আল্লাহর ওলীগনের দুটোই নেই। তার কারণ হলো তারা আল্লাহর প্রতি রাজি।আগন্তুক দুশ্চিন্তার বিষয়টিও আল্লাহর উপর ছেড়ে দেন, যা হবে হবে আল্লাহ দেখে নেবেন ।আর দুঃখ এই জন্য করেননা, যা হয়েছে আল্লাহর ইচ্ছা ছিল তাই হয়েছে।নিশ্চই আল্লাহর কোন হিকমত ছিল তাই হয়েছে। অর্থাৎ বলা যায় তারা আল্লাহর ইচ্ছার উপর সব কিছু ছেড়ে দেন।আল্লাহর ইচ্ছাতে তাদের ইচ্ছা আর আল্লাহর সন্তষ্টিতে তাদের সন্তষ্টি যেমনটি আল্লাহ তার কোরানে বর্ণনা করতে গিয়ে বলেনঃ

رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ ۚ أُولَٰئِكَ حِزْبُ اللَّهِ ۚ أَلَا إِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

আল্লাহ তাদের প্রতি রাজি এবং তারা আল্লাহর প্রতি রাজি। তারাই আল্লাহর দল। জেনে রাখ, আল্লাহর দলই সফলকাম হবে।

সুরা -মুজাদিল্লাহ, আয়াত-২২

যদিও উক্ত আয়াতে হিজবুল্লাহ শব্দটির উল্লেখ আছে তবুও এখানে উদ্দেশ্য হলো আওলীয়া আল্লাহ। যেমনটি হজরত কাতাদা উক্ত আয়াতের তাফসীরে বলেন।

أُولَٰئِكَ حِزْبُ اللَّهِ (يقول: أولئك الذين هذه صفتهم جند الله وأولياؤه) أَلَا إِنَّ حِزْبَ اللَّهِ (يقول: ألا إن جند الله وأولياءه

অর্থঃ(ঐসব লোক হলেন আল্লাহর দল)এর তাফসীরে তিনি বলেন এরা হলো ঐসব লোক, যাদের মধ্যে আল্লাহর যোদ্ধাগন ও

আওলীয়াগনের সিফাত বর্তমান।(জেনে রাখো নিশ্চই তারা আল্লাহর দল) এর তাফসীরে বলেন,সাবধান নিশ্চই এরা আল্লাহর যোদ্ধা ও তার আওলীয়া। তাফসীরে তাবরী, সুরা মুজাদিলাহ, আয়াত-২২

তাফসীরের আলোকে উপরিউক্ত আয়াত দ্বারা বোঝা যায়, উক্ত আয়াতের উদ্দেশ্য হলেন আল্লাহর ওলীগন। অতএব উপরিউক্ত আয়াতে করিমায় বোঝা গেলো, আল্লাহর ওলীগন তাতেই সন্তুষ্ট যাতে আল্লাহর সন্তুষ্টি রয়েছে। তারা আল্লাহর চাওয়াকে নিজের চাওয়া বানিয়ে নেন। আল্লাহর সন্তুষ্টি বা চাওয়ার উপর নিজেদের সবকিছুকে বিলীন করে দেন। যে কারণে না তাদের কোন ভয় আছে, না তারা দুঃখিত হন ।কারণ তারা আল্লাহর সন্তুষ্টির উপর সন্তুষ্ট এবং তারা তাকওয়া অবলম্বনকারী। তবে তাকওয়া অবলম্বন করতে গেলে তাকওয়া সম্বন্ধে জ্ঞানও থাকা দরকার,যে তাকওয়াটা কি।তাই বলা যায় আলেম না হলে আল্লাহর ওলী হওয়া সম্ভব নয়।আল্লাহর ওলীগনের চিহ্নগুলির মধ্যে একটি অন্যতম চিহ্ন হলো আলেম হওয়া। তাই আল্লাহ তার ওলীগনের এই চিহ্ন বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন ذَٰلِكَ ٱلۡكِتَٰبُ لَا رَيۡبَۛ فِيهِۛ هُدًى لِّلۡمُتَّقِينَ - অর্থ এই সেই কিতাব যাহাতে কোন সন্দেহ নেই, যাতে রয়েছে মুত্তাকিদের জন্য হেদায়াত। উক্ত আয়াত প্রমাণ করে আল্লাহর ওলীগন গভীর জ্ঞানের অধিকারি হন যা هُدًى لِّلۡمُتَّقِينَ শব্দাংশটি দেখলে বোঝা যায়। যার অর্থ হেদায়াত রয়েছে মুত্তাকিনদের জন্য।অতএব বলা যায় যারা মুত্তাকি তারাই যারা কোরানে মধ্যে হেদায়াত খুঁজে পান। তাই কেও যদি হেদায়াত পেতে চান তাহলে আওলীয়াএ কেরামদের সংসর্গ লাভ করুন। কারণ পুর্বেই আমরা জেনেছি আল্লাহর ওলীগনের একটি চিহ্ন হলো মুত্তাকি হওয়া।কোরানের প্রকৃত জ্ঞানী কেও যদি হন, তারা হলেন আল্লাহর

ওলীগন। যেহেতু কোরানে করিমে, তাদের জন্য রয়েছে হেদায়াত তাই বলা যায় তারা হলেন সেই হেদায়াত প্রাপ্ত জামাত যাদের কাছ থেকে হেদায়াত পাওয়া যায়।অতএব কোরানের সঠিক জ্ঞান ও হেদায়াত পেতে আল্লাহর ওলীগনের দারস্থ হওয়া উচিৎ।যেহেতু আল্লাহর ওলীগন কোরানের প্রকৃত জ্ঞানী, তাই উক্ত আলোচনার সমর্থনে একটি হাদীস পেশ করা যেতে পারে, যা নিম্নে উল্লেখ করা হলো।

حَدَّثَنَا بَكْرُ بْنُ خَلَفٍ أَبُو بِشْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ بُدَيْلٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّ لِلَّهِ أَهْلِينَ مِنَ النَّاسِ» قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، مَنْ هُمْ؟ قَالَ: «هُمْ أَهْلُ الْقُرْآنِ، أَهْلُ اللَّهِ وَخَاصَّتُهُ»

হাদীস বর্ণনা করেছেন বাকার বিন খালাফ আবু বিশর তিনি বলেন আমাকে হাদীস বর্ণনা করেছেন আব্দুর রহমান বিন মাহদি,তিনি বলেন আমাকে হাদীস বর্ণনা করেছেন আব্দুর রহমান বিন বুদাইল তিনি তার পিতা থেকে বর্ণনা করেন তিনি বর্ণনা করেন আনাস ইবনে মালিক (রাঃআঃ) থেকে আনাস ইবনে মালিক বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন কিছু লোক আছে যারা আল্লাহ ওয়ালা । সাহাবীগণ জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহ রাসূল! তারা কারা? তিনি বলেনঃ আহলে কোরান(কোরানের জ্ঞানী ও কোরানের প্রকৃত অনুসরণকারী) আললাহ ওয়ালা এবং তাঁর খাস বান্দাদের মধ্যে।

(১)সুনানে ইবনে মাজাহ, হাদীস নং-২১৫ (২)মুসনাদে ইবনে আহমাদ,হাদীস নং-১১৮৭০ (৩)সুনানে দারমী,হাদীস নং-৩৩২৬

যেমন পুর্বেই বলেছিলাম আল্লাহর ওলীগন হলেন কোরানের প্রকৃত জ্ঞানী,আর উপরিউক্ত হাদীসটিও সেটাই প্রমাণ করে। এখানে আল্লাহ ওয়ালা বা আল্লাহর ওলীগনকে আহলে কোরান বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে। আর আহলে কোরান তাদেরই বলে, যাদের কোরানের সঙ্গে গভীর সম্পর্ক রয়েছে। তার কারণ হলো (অভিধান অনুযায়ী- ম'জামুল মায়ানি) **أهْل** শব্দের অর্থ হচ্ছে, সম্পর্কভুক্ত ও স্বজন ।যারা বা যে কোরানের সহিত গভীর সম্পর্ক রাখবেন,তারা কোরানের গভীর জ্ঞানের অধিকারী হবেন এটাই স্বাভাবিক।আর সেই সম্পর্ক বজায় রাখতে তাকে যথাযথ ভাবে অনুসরণও করবেন এটাও স্বাভাবিক , সেই কারণেই আল্লাহ ওলীগনকে আহলে কোরান বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে ।অতএব বলার অপেক্ষা রাখেনা, আল্লাহর ওলীগন হলেন কোরানের প্রকৃত অনুসারী এবং আহকামে শরীয়াত যথাযথ পালন কারী। এরা হলেন সেই আলেমে দ্বীন যাদের জ্ঞানের বর্ণনা আল্লাহ তার কোরানে বার বার করেছেন।

তাদের জ্ঞানের গভিরতা বর্ণনা করতে গিয়ে আল্লাহ তায়ালা বলেন

إِنَّ فِي اخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَمَا خَلَقَ اللَّهُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَّقُونَ

নিশ্চয়ই রাত ও দিনের আবর্তনে, আর আসমান ও জমিনে মাঝে আল্লাহ যা কিছু সৃষ্টি করেছেন তাতে মুত্তাকী সম্প্রদায়ের জন্য অবশ্যই নিদর্শন রয়েছে। (সুরা ইউনুস, আয়াত-৬)

উপরিউক্ত আয়তে আল্লাহ তাআ'লা বলেন,আসমান ও জমিনে,রাত ও দিনের আবর্তনে যা কিছু সৃষ্টি হয়েছে তার মধ্যে মুত্তাকিদের জন্য নিদর্শন রয়েছে।এই আয়াত দেখলে বোঝা যায় তাকওয়া অবলম্বনকারী আল্লাহর ওলীগনের জন্য আল্লাহ তার প্রতিটি সৃষ্টির মধ্যে নিদর্শন রেখে দিয়েছেন যাতে সেই নিদর্শন দেখে তারা জ্ঞান অর্যন করে নিতে পারেন। এই নিদর্শন রাখার একটাই ঈঙ্গিত পাওয়া যায় ,যাতে আল্লাহর ওলীগন সেই নিদর্শন সমুহের উপর গুরুত্ব আরোপ করে জ্ঞান অর্যন করতে পারেন। এইবার ভাবার বিষয় হলো যারা আল্লাহর সমস্ত সৃষ্টির নিদর্শন দেখে জ্ঞান অর্যন করতে পারেন তাদের জ্ঞানের ব্যপকতা ও গভীরতা কত!! তাই বলতে হয় গভীর জ্ঞানের অধিকারী বা আলেম হওয়া আল্লাহর ওলীর একটি চিহ্ন বিশেষ।

এতক্ষন আমরা জানতে পারলাম আল্লাহর ওলী হওয়ার চিহ্ন গুলি হলো আলেম হওয়া, নেক আমল কারী হওয়া,শুধু আল্লাহর মুখাপেক্ষী হওয়া, আল্লাহর সন্তুষ্টিতে সন্তুষ্ট কারী হওয়া, আল্লাহর কেতাবের অর্থাৎ আহকামে শরিয়তের অনুসরণকারী হওয়া। এক কথায় বলতে গেলে তাদের বৈশিষ্ট্যের কারণে তাদের দেখলে আল্লাহর কথা মনে পড়ে যাবে। তাদের এই চিহ্নটি প্রমাণ করে হাদীসটিঃ –

حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ أَبِي رَوْحٍ الْبَصْرِيُّ، ثنا عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ بْنِ أَبَانَ، ثنا يَحْيَى بْنُ يَمَانٍ، عَنْ أَشْعَثَ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ أَبِي الْمُغِيرَةِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ: {أَلَا إِنَّ أَوْلِيَاءَ اللهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ، وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ} [يونس: 62]
قَالَ: «يُذْكَرُ اللهُ بِرُؤْيَتِهِمْ »

হজরত ইবনে আব্বাস হতে বর্ণিত তিনি রাসুলাল্লহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম হতে সুরা ইয়ুনুস আয়াত ৬২ এর সম্পর্কে বর্ণনা করেন রাসুলাল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেন তাদের দেখাতে আল্লাহর স্মরণ হয়

(১)ম'জামুল কাবীর, হাদীস নং ১২৩২৫ (২)মাজমাউজ যাওয়াইদ, হাদীস নং-১৬৭৭৯ (৩)মুসান্নাফে ইবনে আবি শাইবা, হাদীস নং- ৩৫২৭৯,হজরত আবু দোহা হইতে বর্নিত (৪)তাফসীর ইবনে কাসীর, পৃষ্ঠা-২৭৮,ইবনে আব্বাস হইতে বর্নিত (৫)তাফসীরে কুরতুবী, পৃষ্ঠা-২৬৭ (৬)তাফসীরে তাবরী, হাদীস নং -১৭৭০৩ (৭)তাফসীরে বাগাওয়ী, আবু মালিক আসয়ারী হইতে বর্নিত, সুরা ইউনুসের আয়াত -৬২ তাফসীরে (৮)তাফসীরে কাবীর, সুরা -ইউনুস, আয়াত-৬২ (৯)তাফসীরে দুররে মান্সুর,পৃষ্ঠা-৬৭৪,সুরা-ইউনুস,আয়াত-৬২ (১০)তাফসীরে ইবনে হাতিম,হাদীস নং-১০৪৫৪, হজরত ইবনে আব্বাস হইতে বর্নিত

উপরিউক্ত হাদীস দ্বারা বোঝা যায়, আল্লাহর ওলীগনকে দেখলে আল্লাহ স্মরণ আসে যা তাদের ওলী হওয়ার পরিচয় বা চিহ্ন। অর্থাৎ যারা আল্লাহকে স্মরণ করতে চান, আল্লাহর ওলীর দর্শন করলে আল্লাহর কথা মনে পড়ে যাবে।ইহার দ্বারা তাদের,ওলী হওয়ার চিহ্ন প্রকাশ পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তাদের মর্যাদার পরিচয়ও পাওয়া যায় । আল্লাহর ওলীগনের এই শান ও মর্যাদা থাকার পরেও, বেশ কিছু দল স্বভাব গত কারণে আল্লাহর ওলীগনকে অতি সাধারণ প্রমাণ করতে বা খাটো করতে ব্যস্ত থাকে। তারা বলে বেড়ায়, যারা ইমান এনেছে তারা সকলেই আল্লাহর ওলী। তার সাপেক্ষে নিম্নোক্ত আয়াতটি দলিল হিসাবে পেশও করে

ٱللَّهُ وَلِيُّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ يُخْرِجُهُم مِّنَ ٱلظُّلُمَـٰتِ إِلَى ٱلنُّورِ ۖ

যারা ইমান এনেছে আল্লাহ তাদের ওলী তাদেরকে অন্ধকার থেকে আলোর দিকে বের করে আনেন (সুরা, বাকারাহ,আয়াত -২৫৭)

উক্ত আয়াতের উপর ভিত্তি করে তাদের বক্তব্য, প্রতিটি ঈমানদার ব্যক্তিই আল্লাহর ওলী। কিন্তু এর জবাবে আমি বলবো তাদের ধারণা একেবারেই ভুল এবং আল্লাহর ওলীগনকে সাধারণ থেকে সাধারণ প্রমাণ করার অপচেষ্টা মাত্র। এও বলতে চাই তাদের সাধারণ জ্ঞানের এতই অভাব যে কেও আল্লাহর ওলী হওয়া আর আল্লাহ কারোর ওলী হওয়ার মধ্যে তারা পার্থক্য বোঝে না। এও জানেনা আল্লাহ সমস্ত মাখলুকের ওলী।সে ঈমাদার হোক আর বেঈমান, পথভ্রষ্ট বা কাফীর হোক। এমনকি আসমান জমিনে যা কিছু আছে সব কিছুর ওলী হলেন আল্লাহ। অতএব আল্লাহর শাসনাধীনে যা কিছু আছে তিনি সবকিছুর অবিভাবক বা ওলী । কারণ আল্লাহ যখন কারোর ওলী হন সেক্ষেত্রে আল্লাহ তার বান্দার অবিভাবক, অর্থ হিসাবে ধরা হয় । তাই আল্লাহ যেমন মোমিনদের ওলী তেমন গুমরাহ ও বেদ্বীনেরও ওলী,কেননা সকলেই আল্লাহর মালিকানাধীন যা নিম্নোক্ত আয়াতটি আমার বক্তব্যকে সমর্থন করে এবং তাদের ধারণাকে ভুল প্রমাণ করে।

وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن وَلِيٍّ مِّن بَعْدِهِ আল্লাহ যাকে গুমরাহ করে তার কোন ওলী নাই তার ব্যতীত...(সুরা,শুরা, আয়াত-৪৪)

উক্ত আয়াতে পরিস্কারভাবে বোঝা যায়, গুমরাহ ব্যক্তির অন্য কোন ওলী না থাকলেও আল্লাহ সেই গুমরাহ ব্যক্তির ওলী থাকবেন।এইবার তাদের পেশ করা আয়াতের উপর ভিত্তি করে তাদের যুক্তি যদি মানা যায়, একি যুক্তিতে গুমরাহ ব্যক্তিকেও আল্লাহর ওলী

বলে ধরতে হবে নাউজুবিল্লাহ। তাই বলা যায় তাদের এই ধারণা অবান্তর ও অযৌক্তিক এবং আল্লাহর ওলীগনকে একেবারে সাধারণ প্রমাণ করার একটি অপচেষ্টা মাত্র।তাই বলাবাহুল্য , আল্লাহ কারোর ওলী হওয়া এবং কেও আল্লাহর ওলী হওয়ার মধ্যে পার্থক্য আছে। তবে একটি বিষয় বলা যেতে পারে সমস্ত মোমিন আল্লাহর ওলী না হলেও আল্লাহর ওলীগনের চিহ্ন হলো একজন কামেল মোমিন হওয়া। উদাহারণ স্বরুপ বলা যায়, সমস্ত পাথর হীরে না হলেও সমস্ত হীরের মধ্যে পাথরের গুন বর্তমান থাকে। অর্থাৎ গুন হিসাবে কামেল ঈমান থাকা আল্লাহর ওলীগনের চিহ্ন বিশেষ।

আল্লাহর তার আওলীয়াদের পরিচয় দিতে গিয়ে আমাদের সামনে তার ওলী হওয়ার বিভিন্ন চিহ্ন প্রকাশ করেছেন। তেমনই একটি চিহ্ন কোরানে করিমের নিম্নোক্ত আয়াতে লক্ষ করা যায়।

واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي

আর আপনি সবর করুন. নিজেকে তাদের সাথে রাখুন যারা তাদের রবকে সকাল ও সন্ধ্যা স্মরন করে...সুরা কাহাফ, আয়াত-২৮

আলোচনাঃউক্ত আয়াত দ্বারা বোঝা যায় আওলীয়া আল্লাহ হলেন তারা যারা সর্বদা আল্লাহর স্মরণে মগ্ন থাকেন।

আল্লাহর ওলীগণের সংসর্গের ফজিলত

তাদের সংসর্গের ফজিলত সম্পর্কে এতটুকু বলা যথেষ্ট আল্লাহর তার রসুল তাদের সংসর্গ পছন্দ করেন, যা নিম্নোউক্ত হাদীসে পাকের মাধ্যমে বোঝা যায়

قَالَ الطَّبَرَانِيُّ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ الْحَسَنِ، حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ قَالَ: نَزَلَتْ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ فِي بَعْضِ أَبْيَاتِهِ.

وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ الآية، فخرج يتلمسهم، فَوَجَدَ قَوْمًا يَذْكُرُونَ اللَّهَ تَعَالَى، مِنْهُمْ ثَائِرُ الرأس وجاف الْجِلْدِ وَذُو الثَّوْبِ الْوَاحِدِ، فَلَمَّا رَآهُمْ جَلَسَ معهم وقال: «الحمد الله الَّذِي جَعَلَ فِي أُمَّتِي مَنْ أَمَرَنِي اللَّهُ أَنْ أُصَبِّرَ نَفْسِي مَعَهُمْ

হজরত আব্দুর রহমান বিন সহেল ইবনে হুনাইফ থেকে বর্নিত তিনি বলেন, যখন রসুলে আকরাম সাল্লালাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজের বাসগৃহ সমুহের মধ্যে যাতায়াত করছিলেন তখন

.. ...(واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي)

আর আপনি সবর করুন. নিজেকে তাদের সাথে রাখুন যারা তাদের রবকে সকাল ও সন্ধ্যা স্মরন করে৷ উক্ত আয়াত নাযিল হলো৷রসুলে আকরাম সাল্লালাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের খোঁজে বেরিয়ে পড়লেন৷ এবং আল্লাহর যিকিরে মসগুল এমন কিছু লোককে

পেলেন। যারা লেবাসে -পোষাকে জীর্নশির্ন এক এবং পোষাকেই আবৃত করে রেখেছেন। তাদের নিকট গিয়ে আল্লাহর রসুল বললেন সকল প্রসংসা আল্লাহর জন্য।যিনি আমার উম্মতের মধ্যে এমন কিছু লোক সৃষ্টি করেছেন। আমি সর্বদা তদের সঙ্গে থাকতে পছন্দ করি।

তাফসীর এ ইবনে কাসীর, সুরা কাহাফ, আয়াত -২৮ খন্ড -৩ পৃষ্ঠা ৮১

উপরিউক্ত হাদীসের উপর ভিত্তি করে একটা কথা বলা যায় , যারা প্রশ্ন করে বেড়ায় পীর ওলীদের পিছনে আপনারা দৌড়ান কেন। তাদের এই উত্তর দেওয়া যেতে পারে, আল্লাহর ওলীগনের সংসর্গ আল্লাহ ও তার রসুল পছন্দ করেন।তাই তাদের পিছনে ছুটি বা তাদের সঙ্গে নিজেদেরকে সংযুক্ত রাখার চেষ্টা করি।

এছাড়া তাদের সংসর্গের আরো অনেক ফজিলত রয়েছে যার সম্পর্কে বলতে গেলে লিখে শেষ করা যাবে না। তবে এখানে কয়েকটি ফজিলত উল্লেখ করা যেতে পারে, তার মধ্যে অন্যতম হলো তাদের কে আল্লাহর রসুল স্বজন হিসাবে বেছে নিয়েছেন।

حدثنا عبدالملك بن مروان الرقي قال حدثنا الشَّيْبَانِيِّ قال حَدَّثَنَا نَافِعُ بْنُ هُرْمُزَ عن عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، قَالَ : سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَنْ آلُ مُحَمَّدٍ ؟ فَقَالَ " : كُلُّ تَقِيٍّ وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إِنْ أَوْلِيَاؤُهُ إِلا الْمُتَّقُونَ

আনাস ইবনে মালিক রাদিআল্লাহু আনহু হইতে বর্ণিত তিনি বলেন রসুলে আকরাম সাল্লালাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞাসা করা হলো আলে মুহাম্মাদ কারা তখন তিনি উত্তর দিলেন সমস্ত তাকওয়া অবলম্বনকারী অর্থাৎ মুত্তাকীগন।অতঃপর রসুলে পাক কোরানের

আয়াত পাঠ করলেন তার(আল্লাহর) আওলীয়া মুত্তাকি ব্যাতীত কেও নন...। (১)কাস্ফুল খাফা, খন্ড-১ হাদীস নং -১০৮২ (২)ইমাম তাবরানী, ম'জামুল আউসাত, খন্ড -১ হাদীস নং -৩৩৩২(৩)ম'জুমুস সাগির, খন্ড -১ হাদীস নং -৩১৮(৪)ইমাম সাখাওয়ি,কিতাবুল বায়ান ওয়াততারিফ, খন্ড-১,পৃষ্ঠা-৭(৫)ইমাম জুরজানি,আলকামিল, খন্ড-৭, পৃষ্ঠা-৪১(৬)ফাতহুল বারী শারহুল বুখারী খন্ড- -১১, পৃষ্ঠা-১৬১

উক্ত হাদীস দ্বারা বোঝা যায়, আল্লাহর ওলীগন হলেন রসুলের স্বজনের অন্তর্ভুক্ত। তাই বলা যায় যারা রসুলের স্বজন সাথে সম্পর্ক স্থাপন করা,পরক্ষভাবে আল্লাহ ও তার রসুলের সাথে সম্পর্ক স্থাপন করা। যদিও হাদীসটি সনদের দিক থেকে অত্যন্ত দুর্বল, তারপরেও হাদীসটি গ্রহন করতে সমস্যা নেই।কেণ না উক্ত হাদিসের বিষয়বস্তুকে সমর্থন করে আরো একটি হাদীস

حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَبَّاسٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ، عَنْ قَيْسِ بْنِ أَبِي حَازِمٍ، أَنَّ عَمْرَو بْنَ العَاصِ، قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جِهَارًا غَيْرَ سِرٍّ يَقُولُ: " إِنَّ آلَ أَبِي - قَالَ عَمْرٌو: فِي كِتَابِ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ بَيَاضٌ - لَيْسُوا بِأَوْلِيَائِي، إِنَّمَا وَلِيِّيَ اللَّهُ وَصَالِحُ المُؤْمِنِينَ " زَادَ عَنْبَسَةُ بْنُ عَبْدِ الوَاحِدِ، عَنْ بَيَانٍ، عَنْ قَيْسٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ العَاصِ، قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «وَلَكِنْ لَهُمْ رَحِمٌ أَبُلُّهَا بِبَلاَهَا» يَعْنِي أَصِلُهَا بِصِلَتِهَا

আমরো ইবনে আব্বাস তিনি বলেন আমাকে হাদীস বর্ণনা করেছেন মুহাম্মাদ বিন জাফার, তিনি বলেন আমাকে হাদীস বর্ণনা করেছেন সুয়েবা, তিনি বলেন ইসমাঈল বিন আবু খালিদ কাইস বিন

আবু হাজিম থেকে বর্ণিত হজরত আমর ইবনে আস (রাঃআঃ) বলেন, আমি নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে উচ্চস্বরে বলতে শুনেছি, আস্তে নয়। তিনি বলেছেনঃ অমুকের বংশ আমার বন্ধু নয়। আমর বলেনঃ মুহাম্মাদ ইবনে জাফরের কিতাবে বন্ধুর পরে জায়গা খালি রয়েছে। বরং আমার বন্ধু হলো আল্লাহর ওলী ও নেককার মোমিনগন। আনবাসা ভিন্ন সূত্রে আমর ইবনে আস (রাঃআঃ) থেকে বর্ণনা করেন যে, নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে আমি শুনেছিঃ বরং তাদের সাথে আমার আত্মীয়তার সম্পর্ক রয়েছে, আমি সুসম্পর্কের রস দিয়ে তা সঞ্জীবিত রাখবো অর্থাৎ তারা যদি আমার সাথে সম্পর্ক রাখবে আমিও তাদের সাথে সম্পর্ক রাখবো।

সহি বুখারী, কিতাবুল আদাব,হাদীস নং-৫৫৬৪

উক্ত হাদীসটি এর পুর্বের হাদীসটির একি বিষয়বস্তুরই হাদীস। কেণ না আরবী ভাষায় آلَ বা أَهْلْ শব্দটা কখনও পরিবার পরিজন হিসাবে আবার কখনো স্বজন হিসাবেও ব্যবহার হয়। তাই উভয় হাদিসের একে অপরের বিষয়বস্তু কে সমর্থন করে। কারণ এখানেও রসুল তাদের স্বজন হওয়ার বিষয়টি কেই উল্লেখ করেছেন। তাই যারা রসুলের স্বজন হিসাবে স্বীকৃত তাদের সাথে সম্পর্ক স্থাপন করা কিংবা তাদের সংসর্গ লাভ করার থেকে উত্তম সম্পর্ক বা সংসর্গ আর কি আর হতে পারে?যেমন আল্লাহ তার পাক কালামের মধ্যে বলেন

وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ ۚ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا

আর যে কেউ আল্লাহর অনুসরণ করে এবং তার রসূলের অনুসরণ করে, তাহলে যাঁদের প্রতি আল্লাহ নেয়ামত দান করেছেন, সে তাঁদের সংসর্গ লাভ করবে।(নিয়ামত প্রাপ্ত) তাঁরা হলেন নবীগন , সিদ্দীকগন , শহীদ ও স্বলেহিনগন।আর তাদের সঙ্গ বা সান্নিধ্যই হল উত্তম(সঙ্গ)। সুরা নিশা,আয়াত-৬৯

অর্থাৎ উপরিউক্ত আয়াতটি আমার বক্তব্যকেই সমর্থন করে। কেণ না কোরানের আয়াত অনুযায়ী আল্লাহ ও তার রসুল অনুসরণ কারী রা আল্লাহর নে'মত প্রাপ্ত বান্দা হিসাবে, স্বলেহিন বা আল্লাহর ওলীগনের সংসর্গ বেছে নেবেই। আর তারা আমাদের জন্য উত্তম সঙ্গ বা সংসর্গও। আর এটাই আল্লাহ ও তার রসুলের অনুসারী হওয়ার চিহ্ন বিশেষ যা উপরিউক্ত আয়াতের আলোকে বুঝতে অসুবিধা হওয়ার কথা নয়।অতএব বলা যায় যারা আল্লাহ ও তার রসুলের অনুসরণ করার শুধু দাবী করে মাত্র ,পীর বা আওলীয়াদের সংসর্গের কথা শুনলে তাদের গাত্রদাহ শুরু হয়ে যাবে । আর যেহেতু আল্লাহ তা'লা ঘোষণা করেন وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا এদের সঙ্গ হলো সবচেয়ে উওম তাই আমরা আহলে সুন্নত ওয়াল জামাতের অনুসারীগন সর্বদা পীর ওলীদের সঙ্গ বা সংসর্গ পছন্দ করি। আর যারা এদের এড়িয়ে চলে কিংবা তাদের সংসর্গ পছন্দ করে না তাদের পরিনতি সম্পর্কে আল্লাহ তার কোরানে বর্ণনা করেই দিয়েছেন।

وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ ۖ وَسَاءَتْ مَصِيرًا

আর তার নিকট সত্য পথ প্রকাশিত হওয়ার পরও রসুলের বিরোধিতা করে।আর অনুসরন করে মোমিনদের পথ ছাড়া অন্য পথ।আমি সেদিকেই তাকে ফিরিয়ে দেবো।(যেদিকে সে অনুসরন করে চলেছে....) এবং তাকে জাহান্নামে ছুড়ে ফেলে দেবো।আর তা নিকৃষ্টতর গন্তব্যস্থান। সুরা নিসা, আয়াত-১১৫

উপরিউক্ত আয়াত দ্বারা বোঝা যায়, যারা প্রকৃত মোমিন তথা আওলীয়া কামেলিন ও আইম্মাএ কেরামদের পথে না চলে, অন্য পথ অবলম্বন করে তারা আসলে রসুলের বিরুদ্ধে চলে।আর সেই কারণে আল্লাহ তাদেরকে জাহান্নামে ছুড়ে ফেলে দেবেন।তাই যারা বলে আমাদের জন্য শুধু আল্লাহ তার রসুল যথেষ্ট,তাদের এই দাবী মিথ্যা। কারণ আওলীয়াএ কেরামদের পথ ছেড়ে আল্লাহ তার রসুলকে অনুসরণ করা সম্ভব নয় যা উপরিক্ত আয়াতে করিমা থেকে বোঝা যায় ।আসলে তারা শুধু নিজের নাফসের অনুসরণ করে। আওলীয়া এ কেরাম ও আইম্মা এ মুজতাহিদিনের পথই আসলে রসুলের অনুসৃত পথ।তাদের পথ থেকে সরে চললে রসুলের পথে চলা সম্ভব না। আর যারা সেই পথে চলবে না তাদেরকে আল্লাহ জাহান্নামে ছুড়ে ফেলে দেবেন।অতএব বলা যেতে পারে আমরাই আল্লাহ ও তার রসুলের প্রকৃত অনুসরণকারী এবং আমরাই প্রকৃতপক্ষে আহলে সুন্নত ওয়াল জামাত। কারণ রসুলের সুন্নতের পথে চলার জন্য আওলীয়াএ কেরামদের সুন্নতের পথ অনুসরণ করি। আর যারা তাদের সুন্নতের পথে চলেনা তারা হলো আহলে বিদা'ত।যেহেতু আওলীয়াএ কেরামদের সংসর্গ আল্লাহ ও তার রসুল পছন্দ সেই অর্থে আমাদেরও তাদের সংসর্গে বেশী বেশী থাকা উচিৎ। কিন্তু প্রশ্ন হলো তাদের সঙ্গে সম্পর্ক

রাখার বা সংসর্গ রাখার প্রতিদান আমরা কি পাবো?তার উত্তর পেতে নিম্নোক্ত হাদীসটি প্রামাণ্য দলিল হিসাবে পেশ করা যায়

وَإِذَا رَأَوْا أَنَّهُمْ قَدْ نَجَوْا، فِي إِخْوَانِهِمْ، يَقُولُونَ: رَبَّنَا إِخْوَانُنَا، كَانُوا يُصَلُّونَ مَعَنَا، وَيَصُومُونَ مَعَنَا، وَيَعْمَلُونَ مَعَنَا، فَيَقُولُ اللَّهُ تَعَالَى: اذْهَبُوا، فَمَنْ وَجَدْتُمْ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالَ دِينَارٍ مِنْ إِيمَانٍ فَأَخْرِجُوهُ، وَيُحَرِّمُ اللَّهُ صُوَرَهُمْ عَلَى النَّارِ، فَيَأْتُونَهُمْ وَبَعْضُهُمْ قَدْ غَابَ فِي النَّارِ إِلَى قَدَمِهِ، وَإِلَى أَنْصَافِ سَاقَيْهِ، فَيُخْرِجُونَ مَنْ عَرَفُوا، ثُمَّ يَعُودُونَ، فَيَقُولُ: اذْهَبُوا فَمَنْ وَجَدْتُمْ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالَ نِصْفِ دِينَارٍ فَأَخْرِجُوهُ، فَيُخْرِجُونَ مَنْ عَرَفُوا، ثُمَّ يَعُودُونَ، فَيَقُولُ: اذْهَبُوا فَمَنْ وَجَدْتُمْ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ مِنْ إِيمَانٍ فَأَخْرِجُوهُ، فَيُخْرِجُونَ مَنْ عَرَفُوا " قَالَ أَبُو سَعِيدٍ: فَإِنْ لَمْ تُصَدِّقُونِي فَاقْرَءُوا: {إِنَّ اللَّهَ لاَ يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ وَإِنْ تَكُ حَسَنَةً يُضَاعِفْهَا} [النساء: 40] ، " فَيَشْفَعُ النَّبِيُّونَ وَالمَلاَئِكَةُ وَالمُؤْمِنُونَ، فَيَقُولُ الجَبَّارُ: بَقِيَتْ شَفَاعَتِي، فَيَقْبِضُ قَبْضَةً مِنَ النَّارِ، فَيُخْرِجُ أَقْوَامًا قَدْ امْتُحِشُوا، فَيُلْقَوْنَ فِي نَهَرٍ بِأَفْوَاهِ الجَنَّةِ، يُقَالُ لَهُ: مَاءُ الحَيَاةِ، فَيَنْبُتُونَ فِي حَافَتَيْهِ كَمَا تَنْبُتُ الحِبَّةُ فِي حَمِيلِ السَّيْلِ، قَدْ رَأَيْتُمُوهَا إِلَى جَانِبِ الصَّخْرَةِ، وَإِلَى جَانِبِ الشَّجَرَةِ، فَمَا كَانَ إِلَى الشَّمْسِ [ص:131] مِنْهَا كَانَ أَخْضَرَ، وَمَا كَانَ مِنْهَا إِلَى الظِّلِّ كَانَ أَبْيَضَ، فَيَخْرُجُونَ كَأَنَّهُمُ اللُّؤْلُؤُ، فَيُجْعَلُ فِي رِقَابِهِمُ الخَوَاتِيمُ، فَيَدْخُلُونَ الجَنَّةَ، فَيَقُولُ أَهْلُ الجَنَّةِ: هَؤُلاَءِ عُتَقَاءُ الرَّحْمَنِ، أَدْخَلَهُمُ الجَنَّةَ بِغَيْرِ عَمَلٍ عَمِلُوهُ، وَلاَ خَيْرٍ قَدَّمُوهُ، فَيُقَالُ لَهُمْ: لَكُمْ مَا رَأَيْتُمْ وَمِثْلَهُ مَعَهُ"

যখন ঈমানদারগন(ওলীগন) এই দৃশ্যটি অবলোকন করবেন যে, তাদের ভাইদেরকে রেখে একমাত্র তারাই নাজাত পেয়েছে, তখন তারা বলবে, হে আমাদের রব! আমাদের সেসব ভাই কোথায়, যারা আমাদের সঙ্গে সালাত আদায় করত, রোযা পালন করত, নেক কাজ করত? তখন আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে বলবেনঃ তোমরা যাও, যাদের অন্তরে এক দীনার বরাবর ঈমান পাবে, তাদেরকে জাহান্নাম থেকে বের করে আন। আল্লাহ তাআলা তাদের মুখমন্ডল জাহান্নামের ওপর হারাম করে দিয়েছেন। এদের কেউ কেউ দু'পা ও দু'পায়ের নলীর অধিক পর্যন্ত জাহান্নামের মধ্যে থাকবে। তারা যাদেরকে চিনতে পারে, তাদেরকে বের করবে। তারপর এরা আবার প্রত্যাবর্তন করবে।

আল্লাহ আবার তাদেরকে বলবেন, তোমরা যাও, যাদের অন্তরে অর্ধ দীনার পরিমাণ ঈমান পাবে তাদেরকে বের করে নিয়ে আসবে। তারা গিয়ে তাদেরকেই বের করে নিয়ে আসবে যাদেরকে তারা চিনতে পারবে। তারপর আবার প্রত্যাবর্তন করবে। আল্লাহ তাদেরকে আবার বলবেন, তোমরা যাও, যাদের অন্তরে অনু পরিমাণ ঈমান পাবে, তাদেরকে বের করে নিয়ে আসবে। তারা যাদেরকে চিনতে পাবে তাদেরকে বের করে নিয়ে আসবে। বর্ণনাকারী আর সাঈদ খুদরী (রাঃআঃ) বলেনঃ তোমরা যদি আমাকে বিশ্বাস না কর, তাহলে আল্লাহর এ বানীটি পড়ঃ আল্লাহ অণু পরিমানও জুলুম করেন না। এবং অণু পরিমান পূণ্য কাজ হলেও আল্লাহ তাকে দ্বিগুণ করেন।

তারপর নবী ফেরেশতা ও মোমিনগণ(আল্লাহর ওলী) সুপারিশ করবেন। তখন মহান পরাক্রমশালী আল্লাহ বলবেন, এখন একমাত্র আমার শাফাআতই অবশিষ্ট রয়েছে। তিনি জাহান্নাম থেকে একমুষ্টি ভরে এমন কতগুলো কওমকে বের করবেন, যারা জ্বলে পুড়ে দগ্ধ

হয়ে গিয়েছে। তারপর তাদেরকে বেহেশতের সামনে অবস্থিত 'হায়াত' নামক নহরে ঢালা হবে। তারা সে নহরের দুপার্শ্বে এমনভাবে উদ্ভুত হবে, যেমন পাথর এবং গাছের কিনারে বহন করে আনা আবর্জনায় নীচ থেকে তৃণ উদ্ভুত হয়। দেখতে পাও তন্মধ্যে সূর্যের আলোর অংশের গাছগুলো সাধারণত সবুজ হয়, ছায়ার অংশগুলো সাদা হয়। তারা সেখান থেকে মুক্তার দানার মত বের হবে। তাদের গর্দানে মোহর লাগানো হবে। জান্নাতে তারা যখন প্রবেশ করবে, তখন অপরাপর জান্নাতবাসীরা বলবেন, এরা হলেন রহমান কর্তৃক মুক্তিপ্রাপ্ত যাদেরকে আল্লাহ তা'আলা কোন নেক আমল কিংবা কল্যাণ কাজ ছাড়া জান্নাতে দাখিল করেছেন। তখন তাদেরকে ঘোষনা দেয়া হবেঃ তোমরা যা দেখেছ, সবই তো তোমাদের এর সাথে আরো সমপরিমান দেওয়া হল তোমাদেরকে।বুখারী শরীফ, কিতবুত তওহিদ, হাদীস নং-৬৯৩২

উপরিউক্ত হাদিসের লক্ষনীয় বিষয় হলঃ রসুল বলেন فَيُخْرِجُونَ مَنْ عَرَفُوا ...অর্থ অতঃপর যাকে চিনতে পারবে বার করে আনবে। উক্ত উদ্ধৃতাংশ থেকে বোঝা যায় আল্লাহর ওলীদের সঙ্গে চেনা -পরিচয় বা সম্পর্ক রাখা একান্ত প্রয়োজন।কারণ যারা তাদের সঙ্গে সম্পর্ক রাখবে, কিয়ামতের দিন আল্লাহর ওলীগন চিনে তাদেরকে জাহান্নাম থেকে বার করে আনবেন। আর যে বা যারা তাদের সঙ্গে সম্পর্ক রাখাতে অনিহা দেখাবে তারা সেখানেই(জাহান্নামে) পড়ে থাকবে।

তাই তো মওলা পাক কত সুন্দরই না বলেছেন

মোমিনো উনপার ভি তো ঈমান লানা ফার্য হ্যায় ,
কেয়া নেহি মালুম তাকওয়া আওলীয়া আল্লাহ কা
মুনকিরো হুসনে আকিদাত মে বুরাই কেয়া ভালা ,
হাঁ নেহি কেয়া ইস্ক আচ্ছা আওলীয়া আল্লাহ কা

আল্লাহর ওলীগনের মর্যাদা

আসুন আল্লাহর ওলীগনের মর্যদার বিষয়ে আলোচনা করা যাক। যদিও আল্লাহ তার ওলীগন কে প্রভূত মর্যদার অধিকারী করেছেন। কিন্তু তাদের জন্য এটাই কি কম মর্যদা যে, তারা আল্লাহর বন্ধু!! এছাড়া আল্লাহ কিয়ামতের দিন নিজ ওলীগনকে অশেষ মর্যদার অধিকারী বানাবেন। তাদের উচ্চ মর্যাদার আসনে বসাবেন, নমুনা হিসাবে নিচের হাদীস তার প্রামাণ্য দলিলঃ

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ الْمُقَدَّمِيُّ حَدَّثَنَا فُضَيْلُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ أَبِيْ حَازِمٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ لَيَدْخُلَنَّ مِنْ أُمَّتِيْ سَبْعُوْنَ أَلْفًا أَوْ سَبْعُ مِائَةِ أَلْفٍ لَا يَدْخُلُ أَوَّلُهُمْ حَتَّى يَدْخُلَ آخِرُهُمْ وُجُوْهُهُمْ عَلَى صُوْرَةِ الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ

. সাহল ইবনু সা‘দ (রাঃ) হতে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, আমার উম্মাতের সত্তর হাজার লোক অথবা সাত লক্ষ লোক একই সঙ্গে জান্নাতে প্রবেশ করবে। তাদের কেউ আগে কেউ পরে এভাবে নয় আর তাদের চেহারা পূর্ণিমার চাঁদের মত উজ্জ্বল থাকবে। ১)সহি মুসলিম, কিতাব বাদআল খালক, হাদীস নং-৬৫৪৩,৬৫৫৪

উপরিউক্ত হাদীস দ্বারা বোঝা যায়, আল্লাহ তার কিছু বান্দাকে এমন মর্যাদা দান করেছে যে তাদের চেহরাকে এমন নুর বানিয়ে দেবেন,যাতে তাদের মুখমণ্ডল পুর্নিমার মত ঝলমল করবে । কিন্তু প্রশ্ন হলো আল্লাহর এই বান্দাগুলি কারা? তারা কি আল্লাহর ওলীগন নাকি

অন্য কেও?তাই উক্ত হাদীসের জবাব পেতে নিম্নোক্ত হাদীসগুলি সমর্থক দলিল হিসাবে দেওয়া যায়

حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ،وَعُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، قَالَا: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ عُمَارَةَ بْنِ الْقَعْقَاعِ، عَنْ أَبِي زُرْعَةَ بْنِ عَمْرِو بْنِ جَرِيرٍ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّ مِنْ عِبَادِ اللَّهِ لَأُنَاسًا مَا هُمْ بِأَنْبِيَاءَ، وَلَا شُهَدَاءَ يَغْبِطُهُمُ الْأَنْبِيَاءُ وَالشُّهَدَاءُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، بِمَكَانِهِمْ مِنَ اللَّهِ تَعَالَى» قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، تُخْبِرُنَا مَنْ هُمْ، قَالَ: «هُمْ قَوْمٌ تَحَابُّوا بِرُوحِ اللَّهِ عَلَى غَيْرِ أَرْحَامٍ بَيْنَهُمْ، وَلَا أَمْوَالٍ يَتَعَاطَوْنَهَا، فَوَاللَّهِ إِنَّ وُجُوهَهُمْ لَنُورٌ، وَإِنَّهُمْ عَلَى نُورٍ لَا يَخَافُونَ إِذَا خَافَ النَّاسُ، وَلَا يَحْزَنُونَ إِذَا حَزِنَ النَّاسُ» وَقَرَأَ هَذِهِ الْآيَةَ {أَلَا إِنَّ أَوْلِيَاءَ اللَّهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ} [يونس: 62]

‘উমর ইবনে খাত্তাব (রাঃআঃ) সূত্রে বর্ণিত। আল্লাহর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ নিশ্চয়ই আল্লাহর বান্দাদের মাঝে এমন কিছু লোক আছে যারা নবী নন এবং শহীদও নয়। কিয়ামাতের দিন মহান আল্লাহর দরবারে তাদের মর্যাদার কারণে নবীগণ ও শহীদগণ তাদের প্রতি ঈর্ষান্বিত হবেন। সাহাবীগণ বললেন, হে আল্লাহর রসুল আমাদের অবহিত করুন, তারা কারা? তিনি বলেন, তারা ঐ সব লোক যারা আল্লাহর মহানুভবতায় পরস্পরকে ভালোবাসে, অথচ তারা পরস্পর আত্মীয়ও নয় এবং পরস্পরকে সম্পদও দেয়নি। আল্লাহর শপথ! তাদের মুখমন্ডল যেমন নূর এবং তারা নূরের আসনে উপবেশন করবে। তারা ভীত হবে না, যখন মানুষ

ভীত থাকবে। তারা দুশ্চিন্তায় পড়বে না, যখন মানুষ দুশ্চিন্তাগ্রস্ত থাকবে। তিনি এ আয়াত তিলাওয়াত করলেনঃ ‘‘জেনে রাখো! আল্লাহর বন্ধুদের কোনো ভয় নেই এবং তারা দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হবে না।’’(সূরা ইউনুসঃ ৬২) সুনানে আবু দাউদ,কিতাবুল ইজারা, হাদীস নং-৩৫২৭

- حدثنا أبو عبد الله محمد بن عبد الله الزاهد الأصبهاني ، ثنا أحمد بن يونس الضبي ، بأصبهان ، ثنا أبو بدر شجاع بن الوليد ، قال : سمعت زياد بن خيثمة ، يحدث عن أبيه ، عن ابن عمر رضي الله عنهما قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم " : إن لله عبادا ليسوا بأنبياء ولا شهداء يغبطهم الشهداء والنبيون يوم القيامة لقربهم من الله تعالى ومجلسهم منه " فجثا أعرابي على ركبتيه ، فقال : يا رسول الله ، صفهم لنا وحلهم لنا . قال " : قوم من أقناء الناس من نزاع القبائل تصادقوا في الله وتحابوا فيه ، يضع الله عز وجل لهم يوم القيامة منابر من نور يخاف الناس ولا يخافون ، هم أولياء الله عز وجل الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون

‘হজরত ইবনে উমর হইতে বর্নিত, আল্লাহর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ নিশ্চয়ই আল্লাহর বান্দাদের মাঝে এমন কিছু লোক আছে যারা নবী নন এবং শহীদও নয়। কিয়ামাতের দিন মহান আল্লাহর দরবারে তাদের মর্যদার ও সেখানে তাদের মজলিশের কারণে নবীগণ ও শহীদগণ তাদের প্রতি ঈর্ষান্বিত হবেন অতঃপর একজন বেদুইন আদবের সহিত হাটুগেড়ে বসলেন এবং বললেন ইয়া রসুলুল্লাহ!আমাদেরকে তাদের কিছু বর্ণনা দেন এবং

আমাদেরকে তাদের পরিচয় দান করুন।আল্লাহর রসুল ফরমালেন ,সংগ্রামী গোষ্ঠী গুলির ভরসা প্রাপ্ত জনগনের মধ্যে থেকে এক দল আল্লাহর সাথে ঘনিষ্টতা স্থাপন করে ও তার সাথে মহাব্বত করে।আল্লাহ আযযাওয়াজাল কিয়ামতের দিনের তাদের জন্য নুরের মিম্বার স্থাপন করবেন।তারা ভীত হবে না, যখন মানুষ ভীত থাকবে। তারা আওলীয়া আল্লাহ আযযাওয়াজাল যাদের‘কোনো ভয় নেই এবং তারা দুঃখিত হন না’।হাকিম আল মুস্তাদরাক, হাদীস নং-৭৩৯৮,ইমাম হাকিম বলেন هذا حديث صحيح الإسناد।

উক্ত দুই হাদীস দ্বারা বোঝা যায়,কিয়ামতের দিন আল্লাহ যাদের চেহারা নুর বানিয়ে দেবেন তারা অন্য কেও নন, তারা হলেন আল্লাহর ওলীগন। উভয় হাদীস দ্বারা আরো একটি বিষয় বোঝা যায়, আল্লাহ তার ওলীগনকে নুরে মিম্বারে বসিয়ে বিশেষ মর্যাদা দান করবেন। আল্লাহ তার ওলীগনকে এত মর্যাদা দান করার পরও তাদের মর্যাদা বর্ণনা করলে কিছু নিন্দুকের গাত্র দাহ শুরু হয়ে যায়।আওলীয়াএ কেরামদের আলোচনা করলে বা জিকির করলে, কিছু নিন্দুক বলে তোমাদের আর কোন কাজ নেই পীর বা বাবাদের (আল্লাহর ওলীদের) কথা নিয়ে রাত দিন নিয়ে পড়ে থাকো!! আসুন সেই সব নিন্দুকদের জবাব হাদীস দিয়ে দিই।আল্লাহর ওলীগনের জিকির করার মাহাত্ম্য কি তা কিছু হাদিসের মাধ্যমে লক্ষ করি।

حَدَّثَنَا الْهَيْثَمُ بْنُ خَارِجَةَ، قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ: وَسَمِعْتُهُ أَنَا مِنَ الْهَيْثَمِ، حَدَّثَنَا رِشْدِينُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْوَلِيدِ، عَنْ أَبِي مَنْصُورٍ، مَوْلَى الْأَنْصَارِ [ص:317] عَنْ عَمْرِو بْنِ الْجَمُوحِ، أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «لَا يَحِقُّ الْعَبْدُ حَقَّ صَرِيحِ الْإِيمَانِ حَتَّى يُحِبَّ لِلَّهِ،

وَيُبْغِضَ لِلَّهِ، فَإِذَا أَحَبَّ لِلَّهِ، وَأَبْغَضَ لِلَّهِ، فَقَدِ اسْتَحَقَّ الْوَلَاءَ مِنَ اللَّهِ، وَإِنَّ أَوْلِيَائِي مِنْ عِبَادِي، وَأَحِبَّائِي مِنْ خَلْقِي الَّذِينَ يُذْكَرُونَ بِذِكْرِي، وَأُذْكَرُ بِذِكْرِهِمْ

আবি মানসুর মওলা আল আন্সার হইতে বর্নিত তিনি শুনেছেন উমর বিন জামুহ থেকে তিনি বলেন, তিনি রসুলুল্লাহ সাল্লালাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে শুনেছেন, তিনি বলেন আল্লাহ আজওয়াজাল ফরমান নিশ্চই আমার বান্দার মধ্যে আমার আওলীয়া এবং আমার সৃষ্টি থেকে আমার মাহবুব যারা জিকির করে আমারএবং আমি জিকির করি তাদের

(১)মুসনাদে আহমাদ, হাদীস নং -১৫১২১(২)ইবনে হাজার আল হাইতমি, মাজমাউজ জাওয়ায়েদ, হাদীস নং- ৩০৪(৩)মুজামুল আউসাত, হাদীস নং- ৬৫৫

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ - وَاللَّفْظُ لِقُتَيْبَةَ - قَالَا : حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ :يَقُولُ اللهُ :U أَنَا عِنْدَ ظَنِّ عَبْدِي بِي، وَأَنَا مَعَهُ حِينَ يَذْكُرُنِي، إِنْ ذَكَرَنِي فِي نَفْسِهِ، ذَكَرْتُهُ فِي نَفْسِي، وَإِنْ ذَكَرَنِي فِي مَلَإٍ، ذَكَرْتُهُ فِي مَلَإٍ هُمْ خَيْرٌ مِنْهُمْ

হজরত আবু হুরাইরা হইতে বর্ণিত তিনি বলেন রসুলে আকরাম সাল্লালাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন আল্লাহ তায়ালা ফরমান আমি আমার বান্দার নিকট সেরুপ যেরুপ সে আমার জিকির করে। আমি তার সাথে থাকি যখন সে আমার জিকির করে। সে যখন নিজে একা জিকির করে আমিও তার নিজে একা জিকির করি।

সে যখন দলবদ্ধভাবে বা দলের মধ্যে জিকির করে আমিও তার জিকির করি তাদের চেয়ে উত্তম দলের মধ্যে।বুখারী শরীফ, কিতাবুত তওহীদ, হাদীস নং-২৬৭৫

উক্ত দুই হাদীস দ্বারা বোঝা যায় আল্লাহর ওলীদের জিকির আল্লাহ নিজেই করেন এবং তাদের জিকিরের ব্যবস্থা উত্তমের দলের মধ্যে করে দেন।অর্থাৎ যে দলটি উত্তম তারা আওলীয়া আল্লাহদের জিকর করে । আর আমরা, আহলে সুন্নত ওয়াল জামাত সেই দল যারা আল্লাহর ওলীগনের জিকির করি। উক্ত হাদীস গুলি নিন্দুকদের গালে চাপটাঘাত যারা আল্লাহর ওলীদের জিকির নিয়ে নিন্দা ও উপহাস করে। শুধু তাই নয় তাদের জিকির করলে সুফলও পাওয়া যায়, যার প্রমাণ নিম্নোক্ত হাদিসে পাওয়া যায়ঃ

ثنا الوليد بن مسلم، ثنا محمد بن راشد، عن مكحول، عن معاذ بن جبل، قال :قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " :ذكر الأنبياء من العبادة، وذكر الصالحين كفارة الذنوب، وذكر الموت صدقة، وذكر النار من الجهاد، وذكر القبر يقربكم من الجنة، وذكر النار يباعدكم من النار،

হজরত মুয়ায ইবনে জাবাল হইতে বর্ণিত তিনি বলেন, রসুলে আকরাম সাল্লালাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন,যিকরে আম্বিয়া হলো ইবাদত এবং যিকরে স্বলেহিন হলো গুনাহের কাফফারা এবং যিকরে মওত হলো সাদকা এবং যিকরে জাহান্নামের হলো জিহাদ এবং বলেন কবরের জিকির তোমাদেরকে জান্নাতের নিকট করে। জাহান্নামের জিকির তোমাদেরকে জাহান্নাম থেকে দূরে করে।

(১)মুসনাদে ফিরদাউস হাদীস নং -১৯৩২(২)জামিউস সাগির খন্ড-২ পৃষ্ঠা-১৯৪ -১৯৫(৩) কাসফুল খাফায়ে, হাদীস নং-১৩৬৫(৪)ফাইজুল কাদীর, খন্ড-৩, হাদীস নং-৪৩৩১

অতএব বোঝা যায় আওলীয়া আল্লাহদের জিকির করলে সুফল হিসাবে গুনাহের কাফফারা পাওয়া যায়।

আল্লাহর ওলীদের জিকিরের সুফলের প্রমাণ হিসাবে আরো একটি বর্ণনাঃ

حَدَّثَنَا أَبُو حَامِدٍ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ , ثنا الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْجُعَيْنِيُّ ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ حَسَّانَ ، قَالَ : سَمِعْتُ ابْنَ عُيَيْنَةَ ، يَقُولُ :" عِنْدَ ذِكْرِ الصَّالِحِينَ تَنْزِلُ الرَّحْمَةُ "

ইমাম আবু নুয়েম বলেন আমাকে হাদীস বর্ণনা করেছেন আবু হামিদ বিন আহমাদ বিন মুহাম্মাদ বিন হুসাইন তিনি বলেন আমাকে হাদীস বর্ণনা করেছেন হুসাইন বিন মুহাম্মাদ আল জুউআইনি তিনি বলেন আমাকে হাদীস বর্ণনা করেছেন মুহাম্মাদ বিন হাসসান, তিনি বলেন আমি ইবনে উইয়ানাহকে বলতে শুনেছি যেখানে স্বলেহিনদের জিকর হয় সেখানে আল্লাহর রহমত নাজিল হয়.।

(১)ইমাম আবু নুয়েম, হিলইয়াতুল আওলীয়া বর্ণনা নং-১০৮৮৮ মুহাম্মাদ বিন হাসসান থেকে বর্ণিত (২)ম'জেমু ইবনে মুকরি, বর্ণনা নং- ১৪৩ ইশহাক ইবনে মুসা থেকে বর্ণিত

উপরি উক্ত বর্ণনা দ্বারা বোঝা যায়

হজরত ইবনে উইয়েনাহর ভাষ্য অনুযায়ী বোঝা যায়, যে স্থান আল্লাহর ওলীদের জিকির হয় সেখানে আল্লাহর রহমত নাজিল হয়, সুবহানাল্লাহ! কিন্তু বিষয় হলো কে এই ইবনে উইয়েনাহ , তার পরিচয় কি, তা জানার প্রয়োজন। তাদের অপবাদ আমরা সুন্নিরা বিদা'তি তাই এমন আকীদা রাখি। এসব কোন বিদাতিদের কথা হতে পারে। আসুন দেখা যাক ইবনে উইয়েনাহর পরিচয় ও মর্যাদা কি তা জানা দরকার।

لولا مالك وسفيان بن عيينة ، لذهب علم . قال الإمام الشافعي الحجاز

ইমাম শাফেয়ি বলেন ইমাম মালিক ও সুফিয়ান বিন উইয়ানাহ যদি না থাকতেন হিজায থেকে ঈলম উঠে যেতো।সিয়ারু আলামিন নুবালায়ি, পৃষ্ঠা-৪৬৫

উপরিউক্ত দলিল দ্বারা বোঝা যায়, সুফিয়ান বিন উইয়েনাহ এমন ব্যক্তিত্ব তিনি না থাকলে মক্কা ও মদিনা থেকে ঈলমই উঠে যেতো। যে বক্তব্য অন্য কারোর নয় ইমাম শাফেয়ির মত ব্যক্তিত্বের। এর থেকে বোঝা যায় তার মর্যাদা কিরুপ। আরো একটি বিষয় জানা যায়, তিনি একজন তাবেতাবেয়ি ছিলেন। কারণ হয় তিনি ইমাম শাফেয়ীর যুগের কিংবা তার পুর্বের বলে উক্ত বর্ণনায় বোঝা যায়। ইহাই নয় তিনি একজন মুহাদ্দিস, আসমা ও রিজাল নির্ভরযোগ্য ইমাম ছিলেন যা নিম্নোক্ত ইবারত থেকে বোঝা যায়।

وقال أحمد بن عبد الله العجلي : كان ابن عيينة ثبتا في الحديث ;وكان حديثه نحوا من سبعة آلاف ، ولم تكن له كتب

আহমাদ বিন আব্দুল্লাহ আজালি বলেন ইবনে উইয়ানাহ যাচাই করে হাদিসের সত্যতা প্রমাণ করতেন। তিনি সাত হাজার হাদীস বর্ণনা করেছেন কিন্তু তার লিখিত কোন কিতাব নেই। সিয়ারু আলামিন নুবালায়ে,পৃষ্ঠা-৪৬৫

অতএব বোঝা যায় মুহাদ্দিসগনও আল্লাহর ওলীগনের জিকির করেন। তাই যারা আল্লাহর ওলীদের জিকির নিয়ে নিন্দা বা উপহাস

করে, মূলত তারা আওলীয়া বিদ্বেষী। তারা আল্লাহর ওলীদের জিকির করা পছন্দ করে না। সেই কারণে সুফল থেকে বঞ্চিত থেকে যায়।

মওলা পাক কি সুন্দরই না এরশাদ করেছনে

ফওকে আর্শ আল্লাহু আকবার কি সাদা হে কিউ বুলান্দ,

চাল গায়া কুছ তাযকেরা কেয়া আওলীয়া আল্লাহ কা

দ্বিতীয় অধ্যায়
আল্লাহর ওলীগনের কারামাত

আলোচনার বিষয় বস্তু হলো কারামাতে আওলীয়া,যার প্রমাণ কোরান ও হাদিসের বহু যায়াগায়ই পাওয়া যায়।আর যেহেতু পৃথিবীর বুকে কারামত নিয়ে উপহাস করার লোকের অভাব নেই তাই শুধু কোরান ও হাদিসেই উল্লেখিত কারামাত সম্পর্কিত ঘটনা উল্লেখ করা হবে। যার দ্বারা ইনশাআল্লাহ প্রমাণ হবে আল্লাহর ওলীগনের কারামাত সত্য। কিন্তু সেই আলোচনার দিকে অগ্রসর হওয়ার পুর্বে কারামাত শব্দের অর্থ জেনে নেওয়া একান্ত প্রয়োজন।তাই নিম্নে আরবী হইতে আরবী অভিধান ম'জামুল মা'নি থেকে কারামাতে সংঞ্জা দেওয়া হলোঃ

كرامة -:كرامات বহু বচন এর

كرامة: الأَمرُ الخالق للعادةِ غيرُ المقرون بالتحدّي ودعوى النبوة ، يُظهره الله على أَيدي أَوليائه

খালিকের অর্থাৎ আল্লাহর হুকুমে সাধরনের সঙ্গে সম্পর্ক যুক্ত নয় এমন অলৌকিক শক্তি যা নবুয়াতি আহব্বান বা ডাকে ও দোয়ার

বরকতে আল্লাহ তার আওলীয়াদের দানকৃত শক্তির মাধ্যমে প্রকাশ ঘটায়...

উপরিউক্ত সংজ্ঞা দ্বারা জানা যায়, কারামাত একধরণের অলৌকিক শক্তি যা আল্লাহ তার বন্ধু বা ওলীদের দ্বারা প্রকাশ ঘটিয়ে থাকেন। যেহেতু কারামাত হলো আল্লাহর ওলীগন কর্তৃক একধরণের অলৌকিক শক্তি, তাই প্রসঙ্গ মতো উক্ত আলোচনাই হবে এই অধ্যায় বিষয় বস্তু।

প্রথমঃ কোরান ও তাফসীর গ্রন্থ থেকে আল্লাহর ওলীগনের কারামাত

فَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقَبُولٍ حَسَنٍ وَأَنبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا ۖ كُلَّمَا دَخَلَ عَلَيْهَا زَكَرِيَّا الْمِحْرَابَ وَجَدَ عِندَهَا رِزْقًا ۖ قَالَ يَا مَرْيَمُ أَنَّىٰ لَكِ هَٰذَا ۖ قَالَتْ هُوَ مِنْ عِندِ اللَّهِ ۖ إِنَّ اللَّهَ يَرْزُقُ مَن يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ :

অতঃপর তাঁর পালনকর্তা তাঁকে উত্তম ভাবে গ্রহণ করে নিলেন এবং তাঁকে প্রবৃদ্ধি দান করলেন-অত্যন্ত সুন্দর প্রবৃদ্ধি। আর তাঁকে যাকারিয়ার তত্ত্বাবধানে সমর্পন করলেন। যখনই যাকারিয়া মেহরাবের মধ্যে তার কছে আসতেন তখনই রিজিক দেখতে পেতেন। জিজ্ঞেস করতেন "মারইয়াম! কোথা থেকে এসব তোমার কাছে এলো?" তিনি বলতেন, "এসব আল্লাহর নিকট থেকে আসে। আল্লাহ যাকে ইচ্ছা বেহিসাব রিজিক দান করেন।" {সূরা আলে ইমরান-৩৭}

উক্ত আয়াতে করিমা দ্বারা বোঝা যায় নবী ঈশার (আঃসাঃ) মাতা হজরত মারিয়াম যিনি একজন ওলীয়া, তার মেহরাবে বা আস্তানায় আল্লাহর তরফ থেকে রিযিক আসতে দেখা যেতো যা হজরত মরিয়ামের কারামাতের নমুনা। এই বিষয়ে তাফসীরকারকদের অভিমতও একি রুপ। যেমন নিম্নোক্ত তাফসীর অন্যতম উদাহরণ।

كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال مجاهد وعكرمة وسعيد بن جبير وأبو الشعثاء وإبراهيم النخعي والضحاك وقتادة والربيع بن أنس وعطية العوفي والسدي: يعني وجد عندها فاكهة الصيف في الشتاء وفاكهة الشتاء في الصيف وعن مجاهد "وجد عندها رزقا" أي علما أو قال: صحفا فيها علم رواه ابن أبي حاتم والأول أصح وفيه دلالة على كرامات الأولياء

অর্থাৎ যাকারিয়া আলাইহিস সালাম যখনই মেহরাবে তার নিকট যেতেন তখনই তার নিকট রিজিক দেখতে পেতেন।মুজাহিদ, ইকরামা সাইদ বিন যুবাইর আবু শাসা, ইবরাহিম নাখই, দাহাক, কাতাদাহ বর্ণনাকারী ইবনে আনাস আতিয়াতুল আউফি ও সাদী বলেন হজরত যাকারিয়া তার নিকট গ্রীষ্মকালে শীতকালীন ফল ও শীতকালে গ্রীষ্মকালীন ফল দেখতে পেতেন। ইহার অর্থ তিনি ইল্ম পেলেন। অথবা (মুজাহিদ) বলেছেন, পেলেন কোন কিতাব যাহা ঈলম দ্বারা পূর্ন, ইবনে হাতিম বলেন তবে প্রথম কথাটি বেশী সহী কারণ উহার দ্বারা আল্লাহর ওলীগনের কারামত প্রমান করে। (তাফসীরে ইবনে কাসীর,সুরা -আলে ইমরান,আয়াত-৩৭)

আলোচনাঃ- যদি উক্ত আয়াত ও তার তাফসীর লক্ষ করা যায় তাহলে বোঝা যাবে হজরত মারিয়ামের মেহরাব তথা আস্তানায়, আল্লাহর পক্ষ থেকে তার নিকট বে মরসুম ফল হাজির হতো। যা আল্লাহর তরপফ থেকে গায়েবি সাহায্য এবং আল্লাহর ওলীগনের কারামাতও বটে।

কারামতঃ২

قَالَ الَّذِىْ عِنْدَهٗ عِلْمٌ مِّنَ الْكِتٰبِ اَنَا اٰتِيْكَ بِهٖ قَبْلَ اَنْ يَّرْتَدَّ اِلَيْكَ طَرْفُكَ ؕ فَلَمَّا رَاٰهُ مُسْتَقِرًّا عِنْدَهٗ قَالَ هٰذَا مِنْ فَضْلِ رَبِّىْ ۖ لِيَبْلُوَنِىْٓ ءَاَشْكُرُ اَمْ اَكْفُرُ ؕ وَمَنْ شَكَرَ فَاِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهٖ ۚ وَمَنْ كَفَرَ فَاِنَّ رَبِّىْ غَنِىٌّ كَرِيْمٌ

যার কাছে কিতাবের (তাওরাতের) জ্ঞান ছিল সে বলল- 'আপনার পলক আপনার দিকে ফিরে আসার পূর্বেই আমি তা আপনার কাছে এনে দেব।' সুলাইমান যখন তা তার সামনে রক্ষিত দেখতে পেল তখন সে বলল- 'এটা আমার প্রতিপালকের অনুগ্রহ, আমাকে পরীক্ষা করার জন্য- আমি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করি, না অকৃতজ্ঞ হই। যে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে সে নিজের কল্যাণেই কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে। আর যে অকৃতজ্ঞ হয় (সে জেনে রাখুক), নিশ্চয়ই আমার প্রতিপালক অভাবমুক্ত, মর্যাদায় সর্বশ্রেষ্ঠ।' সুরা নামাল,আয়াত-৪০

উক্ত আয়াতে আরো একজন ওলীর কারামাত বর্ণিত হয়েছে।উক্ত আয়াতে আছে 'আপনার পলক আপনার দিকে ফিরে আসার পূর্বেই আমি তা আপনার কাছে এনে দেব।উক্ত আয়াতে

চোখের পলকে কোন কিছু কে এনে দেওয়ার দাবি প্রমাণ করে, এটি একটি অলৌকিক বিষয়ের দিকে ইঙ্গিত করে। তবে সম্পুর্ণ ঘটনাটি কি তা জানার জন্য, উক্ত আয়াত সম্পর্কিত বর্ণনা দেখে নেওয়া যাক। যার দ্বারা পরিস্কার হয়ে যাবে ঘটনা টি কি এবং তা কারামাত সম্পর্কিত কিনা!

وقوله "أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك" أي ارفع بصرك وانظر مد بصرك مما تقدر عليه فإنك لا يكل بصرك إلا وهو حاضر عندك وقال وهب ابن منبه أمدد بصرك فلا يبلغ مداه حتى آتيك به فذكروا أنه أمره أن ينظر نحو اليمن التي فيها هذا العرش المطلوب ثم قام فتوضأ ودعا الله تعالى قال مجاهد قال يا ذا الجلال والإكرام وقال الزهري قال: يا إلهنا وإله كل شيء إلها واحدا لا إله إلا أنت ائتني بعرشها قال فمثل بين يديه قال مجاهد وسعيد بن جبير ومحمد بن إسحاق وزهير بن محمد وغيرهم لما دعا الله تعالى وسأله أن يأتيه بعرش بلقيس وكان في اليمن وسليمان عليه السلام ببيت المقدس غاب السرير وغاص في الأرض ثم نبع من بين يدي سليمان وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم لم يشعر سليمان إلا وعرشها يحمل بين يديه

তিনি বললেন, আপনার (হজরত সুলাইমা)দৃষ্টি আপনার দিকে ফিরে আসার পূর্বেই আমি তা আপনার কাছে এনে দেবো অর্থাৎ আপানার চোখ তুলুন যতদুর সম্ভব দেখুন,চোখের পলক ফিরে আসার পূর্বে সিংহাসন আপনার নিকট উপস্থিত করে দেবো। এবং ওয়াহাব ইবনে মানবাহ বলেন আপনি আপনার চক্ষুকে প্রসারিত করলেন আর

যার কোন সীমা ছিলোনা। অতঃপর তিনি বললেন আপনার নিকট নিয়ে আসবো। এবং তিনি তাকে আদেশ করলেন এবং ইয়ামানের দিকে দৃষ্টিপাত করলেন। যেখানকার সিংহাসন তাঁর দরকার ছিল। সেই দিকে লোকটি দাঁড়িয়ে ওজু করলেন এবং আল্লাহর নিকট দোয়া করলেন। মুজাহিদ বলেন, তিনি এই দোয়া করলেন.... يا ذا الجلال والإكرام। জোহরী বলেন.. ...يا إلهنا وإله كل شيء إلها واحدا لا إله إلا أنت ائتني بعرشها ..। মুজাহিদ, সাঈদ ইবনে জুবাইর,মুহাম্মাদ বিন ইসহাক, জোহরিন বিন মুহাম্মাদ ও আরো অন্যান্যরা বলেন আল্লাহর নিকট তিনি দোয়া করলেন যে তিনি যেন ইয়ামান থেকে বিলকিশের সিংহাসন বাইতুল মুকাদ্দাসে পৌঁছে দিতে পারেন।তারপর সিংহাসন অদৃশ্য হলো। তিনি মাটিতে ডুব দিলেন অতঃপর কিছুক্ষনের মধ্যেই তা হজরত সুলাইমানের সামনে উদ্ভাসিত হলো। আব্দুর রহমান বিন যায়েদ বিন আসলাম বলেন, সিংহাসন সুলাইমান আলাইহিস সালামের সামনে উপস্থিত করা হলো কিন্তু তিনি টেরই পেলেন না।

তাফসীরে ইবনে কাসীর,সুরা-নামাল,আয়াত-৪০

উক্ত বর্ণনাটি কোরানে উল্লেখিত অলৌকিক ঘটনাটির খুলাসা করে আসলে ঘটনাটি কি! উক্ত ঘটনা অনুযায়ী একজন মাটিতে ডুব দিয়ে চোখের পলকে, হজরত সুলাইমান আলাইহিসসালামের সামনে বিলকিশের সিংহাসন উপস্থিত করে দেন। তবে উক্ত বর্ণনার মাধ্যমে এটা জানা যায়নি যিনি এই অলৌকিক ঘটনাটি কার্জকর করেছিলেন তিনি কোন জ্বীন, কিংবা হজরত সুলাইমানের(আঃসাঃ) উম্মতের মধ্যে মানবীয় কোন ওলী ছিলেন কিনা। তাই সে বিষয়ে জানার জন্য একটি তাফসীর দেখে নেওয়া যাকঃ

قال الذي عنده علم من الكتاب" قال ابن عباس وهو آصف كاتب سليمان وكذا روى محمد بن إسحاق عن يزيد بن رومان أنه آصف بن برخياء وكان صديقا يعلم الاسم الأعظم وقال قتادة كان مؤمنا من الإنس واسمه آصف وكذا قال أبو صالح والضحاك وقتادة إنه كان من الإنس زاد قتادة من بني إسرائيل

ইবনে আব্বাস বলেন, সে ব্যক্তি ছিলো আসিফ, তিনি ছিলেন হজরত সুলাইমানের কাতিব,এবং যেমন মুহাম্মাদ ইবনে ইসহাক হজরত ইয়াজিদ বিন রুমান থেকে বর্ণনা করেন, তিনি আসিফ ইবনে বারখিয়া ছিলেন এবং তিনি একজন বিশিষ্ট ওলী ছিলেন। যিনি ইসমে আজাম জানতেন।কাতাদা বলেন, তিনি মানব জাতির মধ্যে থেকে একজন আল্লাহর মোমিন বান্দা (কামেল মোমিন)ছিলেন। তার নাম ছিলো আসিফ। এবং যেমন আবু স্বালেহ, দাহহাক এবং কাতাদাহ বলেন, তিনি একজন মানুষ ছিলেন। কাতাদা বলেন তিনি বানি ইসরাঈলের মধ্যে (একজন মানুষ) ছিলেন।তাফসীরে ইবনে কাসীর,সুরা-নামাল,আয়াত-৪০

উক্ত দলিলের উপর ভিত্তি করে বলা যেতে পারে,যিনি বিলকিশের সিংহাসন চোখের পলকে, হজরত সুলাইমান আলাইস সালামের নিকট হাজির করেছিলেন তিনি কোন জ্বীন নন বরং একজন মানুষ ছিলেন, আর হজরত সুলাইমানের উম্মাতের মধ্যে থেকে একজন ওলী।অর্থাৎ মাটিতে ডুব দেওয়া, চোখের পলকে সিংহাসন এনে দেওয়া এগুলি কোন জ্বিন কর্তৃক কোন অলৌকিক ঘটনা নয়।বরং একজন আল্লাহর ওলীর আশ্চর্যজনক কারামাত। এই ঘটনা দ্বারা বোঝা যায়,আল্লাহ তা'আলা তার ওলীগনের মাধ্যমে এমন সব আশ্চর্যজনক

বিষয় প্রকাশ করেন যা বাস্তব বুদ্ধি কিংবা যুক্তি খাটিয়ে বোঝা সম্ভব নয়। কেণ না মাটি তে ডুব দেওয়া কিংবা চোখের পলকে সিংহাসন হাজির করে দেওয়া কোন সাধারণ ঘটনা বা সচরাচর ঘটা কোন বিষয় নয়।

দ্বিতীয়ঃ আল্লাহর ওলীগনের অন্তর্দৃষ্টি ও গায়েবি জ্ঞান বিষয়ক কারামাত

وقال ابن جرير ثنا إسماعيل بن حفص الأيلي ثنا محمد بن جعفر عن سليمان التيمي عن أبي عثمان النهدي عن سليمان قال كانت امرأة فرعون تعذب في الشمس فإذا انصرف عنها أظلتها الملائكة بأجنحتها وكانت ترى بيتها في الجنة

ইবনে জারির বলেন ইসমাঈল বিন হাফস আমাকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন মুহাম্মদ বিন জা'ফার আমাকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন সুলাইমান আল তাইমি বর্ণনা করেন আবু উসমান নাহদি থেকে তিনি বলেন সুলাইমান বলেছেন ফিরৌন তার স্ত্রীকে উত্তপ্ত রোদে ফেলে রাখার শাস্তির আদেশ দিতো। শাস্তি প্রদান করে চলে গেলে মালায়েকারা তাকে ডানা দ্বারা ছায়া প্রদান করত। এবং তিনি জান্নাতে নিজের ঘর দেখতে পেতেন। (তাফসীরে ইবনে কাসীর,সুরা-তাহরীম, আয়াত-১১)

সুবহানাল্লাহ!! উক্ত ঘটনার মাধ্যমে বোঝা যায় আল্লাহর ওলীগন আল্লাহর নিকট কতটা মকবুল।যে কারণে আল্লাহ, হজরত আসিয়াকে দুরদৃষ্টির মাধ্যমে গায়েবি বিষয়ে জ্ঞাত করালেন। যার

মাধ্যমে তিনি পৃথিবী থেকে জান্নাতে নিজের ঘর দর্শন করার সৌভাগ্য অর্যন করেছিলেন।

আল্লাহ তার ওলীদের অসম্ভব দুরদৃষ্টির দান করে থাকেন। আল্লাহর সেই দানকৃত দূরদৃষ্টির মাধ্যমে তারা দূর থেকে দেখেই সাহায্য করার ক্ষমতাও রাখেন তা নিচের হাদীস থেকে বোঝা যায়।

- أخبرنا : أبو عبد الله الفراوي ، أنبأ : أبو بكر البيهقي ، أنا : أبو عبد الله الحافظ ، أنا : حمزة بن العباس العتبي ببغداد ، نا : عبد الكريم بن الهيثم الدير عاقولي ، نا : أحمد بن صالح ، نا : ابن وهب ، ح ، قال : وأنبأ : أبو عبد الرحمن محمد بن الحسين السلمي ، أنا : أبو الحسين محمد بن محمد بن يعقوب الحجاجي الحافظ ، أنا : أحمد بن عبد الوارث بن جرير العسال بمصر ، نا : الحارث بن مسكين ، أنا : ابن وهب ، أخبرني : يحيى بن أيوب ، عن محمد بن عجلان ، عن نافع ، عن ابن عمر : إن عمر بن الخطاب بعث جيشا وأمر عليهم رجلا يدعى سارية ، قال : فبينا عمر يخطب ، قال : فجعل يصيح يا سارية الجبل وهو على المنبر يا سارية الجبل يا سارية الجبل ، قال : فقدم رسول الجيش فسأله ، فقال : يا أمير المؤمنين لقينا عدونا فهزمونا وإن الصائح ليصيح يا سارية الجبل فأسندنا ظهورنا بالجبل فهزمهم الله ، قال : فقيل لعمر : إنك كنت تصيح بذلك.

ইবনে আসাকির বলেন আমাকে খবর দিয়েছেন আবু আব্দুল্লাহ আল ফুরাওয়ি তিনি বলেন আমাকে খবর দিয়েছেন আবু বকর আল বাইহাকি তিনি বলেন আমাকে খবর দিয়েছেন আবু আব্দুল্লাহ হাফিয, তিনি

বলেন আমাকে খবর দিয়েছেন হামজাহ বিন আব্বাস উতবি আমাকে খবর দিয়েছেন আব্দুল কারিম ইবনুল হাইশাম আদদিয়ারি আকুলি তিনি বলেন আমাকে খবর দিয়েছেন আহমাদ বিন স্বলেহ তিনি বলেন আমাকে খবর দিয়েছেন ইবনে ওয়াহাব তিনি বলেন আমাকে খবর দিয়েছেন আবু আব্দুর রহমান মুহাম্মাদ বিন হুসাইন তিনি বলেন আমাকে খবর দিয়েছেন আবুল হুসাইন মুহাম্মাদ বিন মুহাম্মাদ ইয়াকুবি হিজাজি হাফিজ,তিনি বলেন আমাকে খবর দিয়েছেন তিনি বলেন আমাকে খবর দিয়েছেন আহমাদ বিন আবদুল ওয়ারিশ বিন জারির আল আ'স তিনি বলে আমাকে খবর দিয়েছেন হারিস বিন মিস্কিন তিনি বলেন আমাকে খবর দিয়েছেন ইবনে ওয়াহাব তিনি বলেন আমাকে খবর দিয়েছেন ইয়াহইয়া বিন আইয়ুব তিনি বলেন মুহাম্মাদ বিন আজলান হইতে বর্ণিত তিনি বলেন হজরত নাফে বর্ণনা করেন যে হজরত ইবনে উমর হইতে বর্ণিত তিনি বলেন একদা উমর ইবনে খাত্তাব সৈনবাহিনী প্রেরন করলেন এবং একজনকে তার আমীর নিযুক্ত করলেন... যাকে ডাকা হত সারিয়া নামে... অতঃপর একদিন হজরত উমর মসজিদে নববীতে জুমুআর খুতবা প্রদান কালে " (يا سارية، الجبلَ)হে সারিয়া, পাহাড়, হে সারিয়া পাহাড়, হে সারিয়া পাহাড় এইভাবে তিনবার উচ্চস্বরে বলে উঠেন: ।''যখন সেই সৈনবাহিনীর এক বার্তা বাহক এসে জিজ্ঞাসা করলো হে আমিরুল মোমিনিন!! আমরা সত্রুর সম্মোক্ষিন হলাম , যুদ্ধে পরাজিত হওয়ার এবং উপক্রম হয়েছিলো কিন্তু হটাত একটা উচ্চস্বর শুনতে পেলাম ইয়া সারিয়া "তিনবার"এবং সেই কারনে আল্লাহ শত্রুকে পরাস্ত করেছে। তিনি হজরত উমর কে জিজ্ঞাসা করলেন, আপনি কি উচ্চস্বরে আওয়াজ দিচ্ছিলেন..?

(১)কাঞ্জুল উম্মাল,খন্ড-১২ হাদীস নং-৩৫৭৮৮ ইমাম মুত্তাকি আল হিন্দি বলেন قال الحافظ ابن حجر في الإصابة: إسناده حسن হাফিজ ইবনে হাজার আস্কালানী আল ইসাবাহতে লেখেন.. ইহার সনদ হাসান(২) কাসফুল খাফায়ে, খন্ড-২হাদীস নং-৩১৭২(৩) ইবনে আসির, উসুদুল গাবা,খন্ড-২ হাদীস নং-১৮৮৬(৪) ইবনে আসাকির, তারিখে দামিস্ক, খন্ড-২০, পৃষ্ঠা-২৪

-২৫(৫)ইমাম ইবনে হাজার আস্কালানী,আল ইসাবা,খন্ড-৩, পৃষ্ঠা-৪ (৬) ইমাম তাবারী, তারিখে তাবারী,খন্ড-৪ পৃষ্ঠা -১৪৮(৭)ইবনে কাসীর, আল বিদায়াহ ওয়াল নিহায়া, খন্ড-৭, পৃষ্ঠা-১৩১ তিনি বলেন **هذا إسناد جيد حسن** ইহার সনদ জাইয়াদ হাসান (৮)আল্লামা জাহবী,তারিখুল ইসলাম, খন্ড-১ পৃষ্ঠা-৩৮৪(৯) স্বলেহি সামি, সুবুলুল হুদা ওয়া রাশিদা, খন্ড-১০,পৃষ্ঠা -২৪০(১০)ইমাম সুয়ুতি, আলহাবি লিল ফাতাওয়া,খন্ড-২, পৃষ্ঠা-৩১৫(১১) তারিখে ইয়াকুবি, খন্ড-২,পৃষ্ঠা-১৫৬

নিম্নোক্ত হাদিসেও আল্লাহর দানকৃত দূরদৃষ্টির বা অন্তর্দৃষ্টির মাধ্যমে একটি কারামত লক্ষ করা যায়

وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال دخلت على عثمان رضي الله عنه وكنت قد لقيت امرأة في طريقي فنظرت إليها شزرا وتأملت محاسنها فقال عثمان رضي الله عنه لما دخلت يدخل علي أحدكم وأثر الزنا ظاهر على عينيه أما علمت أن زنا العينين النظر لتتوبن أولأعزرنك فقلت أوحي بعد النبي فقال لا ولكن بصيرة وبرهان وفراسة صادقة

হজরত আনাস হইতে বর্নিত, তিনি বলেন আমি উমর রাদিআল্লাহু আনহুর নিকট এলাম। পথের মাঝখানে এক নারীর সাথে সাক্ষাত হলো। আমি তাকে আড় দৃষ্টিতে তাকালাম। তার সৌন্দর্য ভালোকরে নিরীক্ষন করলাম। এরপর হজরত উসমানের নিকট উপস্থিত হলাম। অতঃপর হজরত উসমান বললেন, তোমাদের কেউ কেউ আমার নিকট এমন অবস্থায় আসে যে তার চোখে -মুখে যিনার চিহ্ন থাকে। তোমার কি জানা নেই কু দৃষ্টিতে তাকানো চোখের যিনা ?তুমি তওবা কর নৈলে তোমাকে সাযা দেবো। আমি (হজরত আনাস) জিজ্ঞাসা করলাম, রসুলুল্লাহ সাল্লালাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পরেও ওহী অবতীর্ণ হয়? উত্তর দিলেন না। কিন্তু অন্তর্দৃষ্টি ও দূরদর্শীতার মাধ্যমে জানা যায়..।

(১)ইমাম গাযালী, ইহয়াউ উলুমিদ্দীন-খন্ড-৩,পৃষ্ঠা-২৭(২)তাফসীরে নিসাবুরী, পৃষ্ঠা-১৭৪(৩)ইমাম ফাখরুদ্দিন রাযি,তাফসীরে কাবীর,পৃষ্ঠা-৪৪১(৪)ইবনে কাইয়ুম যৌযি,কিতাবুর রুহ, খন্ড-২ পৃষ্ঠা-৪৮২,দারুল কিতাব আরাবিয়া,(৫)ইবনে কাইয়ুম যওজি,কিতাব-আল তুরকুল হাকমিয়াহ,পৃষ্ঠা-৬২(৬)ইমাম মানাওয়ী, ফাইযুল কাদীর,খন্ড-১,পৃষ্ঠা-১৪১(৭)আব্দুল ওয়াহাব সুবকি, আত তাবকাত,পৃষ্ঠা-৩৬(৮)ইমাম মুল্লা আলী কারী,মুস্নাদে আবু হানিফা, খন্ড-১,পৃষ্ঠা-৫৬১(৯)তাফসীরে কুরতবী,খন্ড-১২,পৃষ্ঠা-২৭২

উক্ত বর্ণনায় হজরত উসমান যিন্নুরাইনের কারামতের উক্ত ঘটনা প্রমাণ করে, আল্লাহর ওলীগন চেহারা দেখে অন্তর্দৃষ্টির মাধ্যমে তার গুনাহের খবর কিংবা মনের খবর বলে দিতে পারেন।

নিম্নোক্ত হাদীসটিও অন্তর্দৃষ্টি ও গায়েবি জ্ঞান সম্পর্কিত একটি আশ্চর্যজনক ঘটনাঃ

حدثني مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت إن أبا بكر الصديق كان نحلها جاد عشرين وسقا من ماله بالغابة فلما حضرته الوفاة قال والله يا بنية ما من الناس أحد أحب إلي غنى بعدي منك ولا أعز علي فقرا بعدي منك وإني كنت نحلتك جاد عشرين وسقا فلو كنت جددتيه واحتزتيه كان لك وإنما هو اليوم مال وارث وإنما هما أخواك وأختاك فاقتسموه على كتاب الله قالت عائشة فقلت يا أبت والله لو كان كذا وكذا لتركته إنما هي أسماء فمن الأخرى فقال أبو بكر ذو بطن بنت خارجة أراها جارية

হাদীস বর্ণনা করেছেন মালিক তিনি বলেন ইবনে শিহাব বর্ণনা করেন তিনি বলেন হজরত উরওয়াহ ইবনে যুবাইর বর্ণনা করেন তিনি বলেন আল্লাহর নবী সাল্লালাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের স্ত্রী, হজরত আয়েশা বর্ণনা করে বলেন... হজরত আবু বকর সিদ্দিক গাবা নামক

বাগানের কিছু খেজুর গাছ আমাকে দান করলেন...। যার মধ্যে কুড়ি ওসক খেজুর উৎপন্ন হতো। অতপর ইন্তেকালের সময় তিনি বলতে লাগলেন, হে কন্যা আল্লাহর কসম আমার পরে তোমার চেয়ে কেও সচ্ছল থাকুক আমি তা পছন্দ করিনা। এবং তুমি গরীব থাকো আমার নিকট উহা সবচেয়ে অপছন্দের।আমি তোমাকে খেজুর গাছ দিয়েছিলাম.. যার মধ্যে কুড়ি ওসক খেজুর উৎপাদিত হয়। তুমি যদি তা নিজের দখলে রাখতে এবং ফল সংগ্রহ করতে থাকতে তাহলে তা তোমার জন্য সম্পদ হয়ে যেত। এখন তা ওয়ারিসদের সম্পত্তি। ওয়ারিস তোমার দুই ভাই দুই বোন সুতরাং উহা আল্লাহর কিতাব অনুযায়ী বণ্ঠন করে দিয়ো।তখন হজরত আয়েশা ফরমালেন হে আমার পিতা যত বড় সম্পদ থাকতো না কেন আমি ছেড়ে দিতাম।কিন্তু আমার তো বোন শুধু একজন আসমা, অন্য জন কে...? অতপর হজরত আবু বকর সিদ্দিক উত্তর দিলেন বিনতে খারেজা (তার স্ত্রী) গর্ভবতী। তার গর্ভে যে সন্তান আছে আমি দেখতে পাচ্ছি সে কন্যা সন্তানই হবে।

(১)মুয়াত্তা ইমাম মালিক,হাদীস নং-১৪৭৪(২)ইমাম বাইহাকি, সুনান আল কুবরা, খন্ড-৬, হাদীস নং-১২২৬৭(৩)ইমাম আস্কালানি,আল ইসাবা,হাদীস নং-১১০২৩

উপরিউক্ত বর্ণনায় অন্তর্দৃষ্টির মাধ্যম আবু বকর সিদ্দিকের এইভাবে বলে দেওয়া, গায়েবি বিষয় অবগত হওয়া প্রমাণ করে । ইহা তাদের জন্য জলজ্যান্ত প্রমাণ যারা বলে রসুল গায়েব জানতেন না নাউযুবিল্লাহ।উক্ত হাদিসের মাধ্যমে এটাই প্রতিয়মান হয় রসুল তো অনেক বড় ব্যাপার তার গোলাম সিদ্দিকে আকবার গায়েব জানতেন। তবে নবীদের গায়েব জানা তাদের ম'জেযা আর ওলীগনের গায়েব জানা তাদের কারামতের অন্তর্গত। উক্ত হাদীসটি সেটাই প্রমাণ করে।

তবে এক্ষেত্রে প্রশ্ন আসতে পারে আওলীয়া এ কেরামদের এরুপ ক্ষমতা থাকার কারণ কি? তাই তা জানার জন্য একটি হাদীস লক্ষ করা যাক

حدثنا محمد بن إسمعيل حدثنا أحمد بن أبي الطيب حدثنا مصعب بن سلام عن عمرو بن قيس عن عطية عن أبي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور الله ثم قرأ إن في ذلك لآيات للمتوسمين

আবূ সাঈদ আল-খুদরী (রাআঃ) হইতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ তোমরা মুমিনের দূরদৃষ্টি বা অন্তর্দৃষ্টি হইতে সাবাধান থাক কারণ সে আল্লাহ্ তা'আলার নূরের সাহায্যে দেখে। তারপর তিনি এই আয়াত পাঠ করেনঃ "....নিশ্চয় এতে নিদর্শন রয়েছে অন্তর্দৃষ্টি শক্তি সম্পন্ন লোকদের জন্য"। (সূরাঃ আল-হিজর— ৭৫)।

(১)সুনানে তিরমিযি,কিতাবুত তাফসীরে কোরান,হাদীস নং-৩১২৭(২)ইমাম তাবরানী,মুজামুল আউসাত,হাদীস নং-৭৮৩৯(৩)তাফসীরে কুরতুবী,সুরা- হিজর,আয়াত-৭৫, পৃষ্ঠা-১২১(৪)তাফসীরে ইবনে কাসীর, সুরা -হিজর,আয়াত-৭৫, পৃষ্ঠা-৫৪৭(৫)তাফসীরে, তাবরী,সুরা-হিজর,আয়াত-৭৫, পৃষ্ঠা-১২০(৬)তাফসীরে রুহুল মাআনি,সুরা হিজর, আয়াত-৭৫(৭)সওকানি, ফাতহুল কাদীর,সুরা -হিজর,আয়াত-৭৫ পৃষ্ঠা-৭৬৭

কারোর মনের খবর বলে দেওয়া , দুরের কোন ঘটনা অবলোকন করা কিংবা কারোর পেটে কন্যা সন্তান সম্বন্ধে বলে দেওয়া এগুলি সব আল্লাহর ওলীগন তাদের অন্তর্দৃষ্টির মাধ্যমে বলে থাকেন। উক্ত হাদীস থেকে পরিস্কার হয়ে যায়,অন্তর্দৃষ্টির মাধ্যমে বলে দেওয়ার

কারণ হলো তারা যখন দেখেন তখন আল্লাহর নুর দ্বারা সাহায্যপ্রাপ্ত হন।

কারামত হিসাবে আরো একজন আল্লাহর ওলীর গায়েব জানার প্রমাণ কোরান থেকে পাওয়া যায় তিনি হলেন হজরত খিজিরর আলাইহিসসালাম।

فَوَجَدَا عَبْدًا مِّنْ عِبَادِنَا آتَيْنَاهُ رَحْمَةً مِّنْ عِندِنَا وَعَلَّمْنَاهُ مِن لَّدُنَّا عِلْمًا

অতঃপর তাঁরা আমার বান্দাদের মধ্যে এমন একজনের সাক্ষাত পেলেন, যাকে আমি আমার পক্ষ থেকে রহমত দান করেছিলাম ও আমার পক্ষ থেকে ইলমে লাদুন্নি শিখিয়ে দিয়েছিলাম।

সুরা -কাহাফ,আয়াত-৬৫

উক্ত আয়াতে হজরত মুসা, হজরত খিজির আলাইহিস সালামের সহিত সাক্ষাৎ করলেন যার নিকট আল্লাহর শেখানো ঈলমে লাদুন্নি ছিলো হজরত খিজির যেহেতু একজন ওলী ছিলেন ঈলমে লাদুন্নি পাওয়া তার একটা কারামাত। এবং বলা শ্রেয় যে এই ঈলমে লাদুন্নি আসলে ঈলমে গায়েবেরই অন্তর্গত বিষয়।যা হজরত খিজির, আল্লাহ নিকট হইতে শিক্ষা পাওয়া এক প্রকারের জ্ঞান।তবে হয়তো কেও অস্বীকার করে বলতে পারে উক্ত আয়াতে তো ঈলমে লাদুন্নির কথা বলা হয়েছে হজরত খিজির আলাইহিস সালাম গায়েব জানতেন ইহা কোথায় আছে ঈলমে লাদুন্নি আর ঈলমে গায়েব কি একি নাকি!! আমার উত্তর হ্যাঁ কারণ ঈলমে গায়েবের সংজ্ঞা অনুযায়ী পঞ্চিন্দ্রীয় বহির্ভুত জ্ঞানই ঈলমে গায়েব। যেমন গায়েবের সংজ্ঞা বর্ণনা করতে

গিয়ে ইমাম বাইযাওয়ি বলেন والمراد به الخفي الذي لا يدركه الحس ولا تقتضيه بديهة العقل،

ইহার দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে ঐ সকল অদৃশ্য বস্তু যাকে পঞ্চ ইন্দ্রিয়,(চোখ, কর্ণ, নাসিকা, জিহবা ও ত্বক ইত্যাদি) অনুভব শক্তি দ্বারা অর্জন করা যায় না এবং সাধারণ জ্ঞান দ্বারা যাকে সহজে বোঝা যায় না।(তাফসসীরে বাইজাওয়ি,পৃষ্ঠা -৩৮)

অনুরুপ ইমাম ফাখরুদ্দিন রাযি বলেন

وهو قول جمهور المفسرين ان الغيب هو الذى يكون غائبا عن الحاسة

অর্থাৎ ‘জমহুর তাফসীরকারকদের মতে গায়েব হল এমন একটি বিষয় যা পঞ্চইন্দ্রিয় থেকে অদৃশ্য থেকে যায়। (ইমাম ফাখরুদ্দিন রাজি, তাফসীরে কাবীর, পৃষ্ঠা -১৬৫) গায়েবের উক্ত সংজ্ঞা থেকে বোঝা যায় গায়েব হলো এমন এক জ্ঞান যা পঞ্চইন্দ্রীয় দ্বারা অর্যন করা যায় না। ঈলমে লাদুন্নিও তাই যা পঞ্চ ইন্দ্রি থেকে অদৃশ্য থাকে এবং ইহা পঞ্চ ইন্দ্রিয় দ্বারা অর্যন করা যায় না। ইহা কলবি ঈলম অর্থাৎ হৃদয়ের সঙ্গে সম্পর্কিত। আর কলব বা হৃদয় পঞ্চইন্দ্রীয়ের বহির্ভূতই । যেহেতু ঈলমে লাদুন্নি পঞ্চইন্দ্রিয় বহির্ভূত জ্ঞান তাই ইহা গায়েবই। তাছাড়া উক্ত আয়াতের তাফসীরে ইমাম কুরতুবি বলেন (وعلمناه من لدنا علما أي علم الغيب)আল্লাহ বলেন)আমার পক্ষ থেকে ঈলমে লাদুন্নি শিখিয়ে দিয়েছিলাম ইহার অর্থ তাকে গায়েব শিখিয়ে দিয়েছিলাম। উক্ত আয়াতের তাফসীররে রায়িসুল মুফাসসিরীন হজরত ইবনে আব্বাসও একি উক্তি পেশ করেন । নিচে তার দলিল

قال ابن عباس: فظهر موسى على الصخرة حتى إذا انتهيا إليها فإذا رجل متلفف في كساء له فسلم موسى عليه فرد عليه السلام ثم قال له: ما جاء بك إن كان لك في قومك لشغل قال له موسى جئتك لتعلمني مما علمت رشدًا قال إنك لن تستطيع معي صبرًا وكان رجلا يعلم علم الغيب قد علم ذلك

হজরত ইবনে আব্বাস রাদিআল্লাহু আনহু বলেন হজরত মুসা আলাইহিস সালাম সেখানে ফিরে সেই পাথরের (যেখানে হজরত মুসা ও তার সাথি আরাম করছিলেন) নিকট এলেন তখন কাপড়ে আবৃত এক ব্যক্তিকে দেখতে পেলেন তখন তিনি তাকে সালাম দিলেন তিনিও সালামের উত্তর দিলেন।অতঃপর তিনি হজরত মুসাকে(আঃসাঃ)জিজ্ঞাসা করলেন আপনি এখানে কি কারণ এসেছেন ...? আপনার কওমের প্রতি আপনার অনেক দ্বায়িত্ব ও কর্তব্য রয়েছে। তিনি (হজরত মুসা) উত্তর দিলেন আল্লাহ আপনাকে যে বিশেষ জ্ঞান দান করেছেন উহা আমি শিক্ষা লাভ করতে এসেছি। হজরত খিজির তার উত্তরে বললেন আপনি আমার সাথে ধৈর্য ধরে থাকতে পারবেন না। (হজরত ইবনে আব্বাস বলেন) সেই ব্যক্তি গায়েব জানতেন নিশ্চই যেমনটা তাকে শেখানো হয়েছিলো।(১)তাফসীরে তাবারী,সুরা -কাহাফ,আয়াত-৬৫
(২)তাফসীরে ইবনে কাসীর,সুরা-কাহাফ,আয়াত-৬৫

উক্ত আয়াত ও তার তাফসীরের আলোকে আমার জ্ঞাত হলাম হজরত খিজির আলাইহিস সালাম গায়েব জানতেন। আর এই বিশেষ জ্ঞান সম্বন্ধে অবগত হওয়া তার কারামাত বলেই বিবেচিত । তবে এই বিষয়ে অনেকেই আপত্তি করে যে, তিনি একজন নবী ছিলেন

এবং তার ইন্তেকাল মুসা আলাইহিস সালামের যুগেই হয়ে গেছে। তাই এখানে কারামাতের প্রশ্নই আসে না। তবে একটা জিনিশ নিশ্চিত ভাবে বলতে পারি তাদের উক্ত আপত্তির সমর্থনে তাদের কাছে কোন নির্ভরযোগ্য দলিল নেই বরং হজরত খিজিরের ওলী হওয়া ও তার জীবিত থাকার যথেষ্ট শক্তিশালী দলিল রয়েছে। যেমন নিম্নোক্ত হাদীসগুলি তারই প্রমাণঃ

أخبرنا أبو بكر أحمد بن محمد بن بالويه ، ثنا محمد بن بشر بن مطر ، ثنا كامل بن طلحة ، ثنا عباد بن عبد الصمد ، عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال : " لما قبض رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أحدق به أصحابه فبكوا حوله ، واجتمعوا فدخل رجل أصهب اللحية ، جسيم صبيح ، فتخطا رقابهم فبكى ، ثم التفت إلى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ، فقال : إن في الله عزاء من كل مصيبة ، وعوضا من كل فائت ، وخلفا من كل هالك ، فإلى الله فأنيبوا ، وإليه فارغبوا ، ونظرة إليكم في البلاء فانظروا ، فإنما المصاب من لم يجبر " وانصرف فقال بعضهم لبعض : تعرفون الرجل ؟ فقال أبو بكر وعلي : نعم ، هذا أخو رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الخضر عليه السلام

ইমাম হাকিম বলেন আমাকে খবর দিলেন আহমাদ বিন মুহাম্মাদ বিন বালওয়িহ্, তিনি বলেন আমাকে জানিয়েছেন মুহাম্মাদ বিন বাশার বিন মাতার তিনি বলেন আমাকে বর্ণনা করেছেন কামিল বিন তালহা। তিনি বলেন আমাকে ইবাদ বিন আব্দুস স্বামাদ জানান আনাস ইবনে মালিক হইতে বর্ণিত তিনি বলেন একদা রসুলে আকরাম

স্বাল্লালাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন ওয়াফাত বরণ করলেন তখন তার আসহাবে কেরামগন একত্রিত হয়ে ক্রন্দন করতে লাগলেন । তখন একজন রঞ্জিত দাড়িবিশিষ্ট ব্যক্তি প্রবেশ করলেন এবং তিনি ছিলেন উজ্জ্বল বর্ণের তিনি সওয়ারি থেকে তাদের নিকটে উত্তরন করলেন এবং তিনিও কাঁদতে শুরু করলেন অতঃপর আল্লাহর রসুল সাল্লালাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবীগনের নিকট এসে বললেন সমস্ত মুসিবত থেকে শান্তি এবং সমস্ত ক্ষতির ক্ষতিপূরণ এবং সমস্ত ধ্বংসের পুনর্গঠন আল্লাহর নিকট এবং বললেন তোমরা আল্লাহর অভিমুখী হও এবং আল্লাহর রাগাবাত হাসিল করো। তোমাদের দিকে বালা ধেয়ে আসছে সুতরাং তোমরাও সেদিক নজর দাও। যারা উদ্ধত দেখায় না এবং বিরত থাকে তাদের উপর মুসিবত আসে না। অতপর তাদের একে অপরের মধ্যে জিজ্ঞাসাবাদ করতে লাগলেন, সেই ব্যক্তি পরিচয় কেও জানো কি ...? আবু বকর সিদ্দিক উত্তর দিলেন হ্যা আমি জানি ইনি হলেন রসুলে আকরাম সাল্লালাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ভাই খিজির আলাইহিস সালাম। (হাকিম আল মুস্তাদরাক,কিতাবুল মাগাজি,হাদীস নং-৪৪৪৮)

حَدَّثَنِي عَمْرٌو النَّاقِدُ، وَالْحَسَنُ الْحُلْوَانِيُّ، وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ - وَأَلْفَاظُهُمْ مُتَقَارِبَةٌ، وَالسِّيَاقُ لِعَبْدٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي، وقَالَ الْآخَرَانِ: حَدَّثَنَا - يَعْقُوبُ وَهُوَ ابْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ - حَدَّثَنَا أَبِي، عَنْ صَالِحٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، أَخْبَرَنِي عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ، أَنَّ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ، قَالَ: حَدَّثَنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمًا حَدِيثًا طَوِيلًا عَنِ الدَّجَّالِ، فَكَانَ فِيمَا حَدَّثَنَا، قَالَ: " يَأْتِي، وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْهِ أَنْ يَدْخُلَ نِقَابَ الْمَدِينَةِ، فَيَنْتَهِي إِلَى بَعْضِ السِّبَاخِ الَّتِي تَلِي الْمَدِينَةَ، فَيَخْرُجُ إِلَيْهِ يَوْمَئِذٍ

رَجُلٌ هُوَ خَيْرُ النَّاسِ - أَوْ مِنْ خَيْرِ النَّاسِ - فَيَقُولُ لَهُ: أَشْهَدُ أَنَّكَ الدَّجَّالُ الَّذِي حَدَّثَنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَدِيثَهُ، فَيَقُولُ الدَّجَّالُ: أَرَأَيْتُمْ إِنْ قَتَلْتُ هَذَا، ثُمَّ أَحْيَيْتُهُ، أَتَشُكُّونَ فِي الْأَمْرِ؟ فَيَقُولُونَ: لَا، قَالَ فَيَقْتُلُهُ ثُمَّ يُحْيِيهِ، فَيَقُولُ حِينَ يُحْيِيهِ: وَاللهِ مَا كُنْتُ فِيكَ قَطُّ أَشَدَّ بَصِيرَةً مِنِّي الْآنَ - قَالَ: فَيُرِيدُ الدَّجَّالُ - أَنْ يَقْتُلَهُ فَلَا يُسَلَّطُ عَلَيْهِ "، قَالَ أَبُو إِسْحَاقَ: «يُقَالُ إِنَّ هَذَا الرَّجُلَ هُوَ الْخَضِرُ عَلَيْهِ السَّلَامُ «،

আবূ সা'ঈদ আল খুদরী (রাঃআঃ) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন,আল্লাহর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম একদিন আমাদেরকে দজ্জাল সম্পর্কে এক লম্বা বর্ণনা দিলেন। দাজ্জালের বিষয়ে তিনি এ-ও বললেন যে, দাজ্জালের আবির্ভাব হবে, কিন্তু মদীনার পথে ঘাটে প্রবেশ করা তার জন্য নিষিদ্ধ ও হারাম হবে। অতঃপর মদীনার নিকটবর্তী কোন এক রাস্তায় পৌছলে ঐ দিনই মদীনা হতে এক লোক তার নিকট যাবে, যে ব্যক্তি সে সময়কার শ্রেষ্ঠ মানব হবে। সে এসে তাকে বলবে, আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, তুই সে দাজ্জাল, যার কথা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদেরকে শুনিয়েছিলেন। দাজ্জাল বলবে, হে লোক সকল! যদি আমি এ লোককে হত্যা করার পর পুনরায় জীবিত করি তবে তোমাদের মনে এ বিষয়ে কোন সন্দেহ থাকবে কি? লোকেরা বলবে, না। অতঃপর সে তাকে হত্যা করবে; তারপর জীবন দান করবে; জীবন দান করার পর সে লোক বলবে, আল্লাহর শপথ! এখন তো তোমার ব্যাপারে আমার জ্ঞান আরো বেড়ে গেছে, যা ইতোপূর্বে কখনো ছিল না। দাজ্জাল আবারো তাকে হত্যা করতে মনস্থ হবে। কিন্তু আর হত্যা করতে সক্ষম হবে

না।আবূ ইসহাক বলেনঃ কথিত আছে যে, উক্ত ব্যক্তিটি (যাকে দাজ্জাল পুনরায় হত্যা করা চেষ্টা করবে) খিজির আলাইহিস সালাম ।

(সহী বুখারী, কিতাবুল ফিতান,হাদীস নং-৭১৬২)

উক্ত দুই হাদীস থেকে বোঝা যায় হজরত খিজির আলাইহিস সালাম হজরত মুসার যুগে ইন্তেকাল করে গেছেন এই ধারণা একান্তই অবান্তর। বরং তিনি জীবিত এবং তিনি আল্লাহর রসুলের ইন্তেকালের পর তার সাহাবীদের সাথে সাক্ষাত করেছেন এবং যখন দাজ্জালের আবির্ভাব হবে তখনও তিনি উপস্থিত থাকবেন এবং তিনি দাজ্জালকে চিনে তাকে চিহ্নিত করে বলে দেবেন যে সে হলো দাজ্জাল।অতএব উক্ত হাদীসদ্বয় থেকে বোঝা যায় হজরত খিজির জীবিত আছেন এবং কিয়ামত সংঘটিত হওয়া পর্যন্ত তিনি জীবিত থাকবেন। আর রয়ে গেল হজরত খিজিরের ওলী হওয়ার ব্যাপারে যেহেতু আল্লাহর রসুলে সাল্লালাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পরে নবুয়াতের দরজা বন্ধ তাই তার পরে কোন নবী নেই আর না কিয়ামত পর্যন্ত কোন নবী আসবে। তাই হজরত খিজির আল্লাহর ওলী বলেই পরিগনিত হবেন। আর নিম্নোক্ত হাদীসটি আরো পরিস্কার করে দেয়, তিনি আল্লাহর নেক বান্দা তথা আল্লাহর ওলী ছিলেন। তার দলিল হিসাবে হাদীস পেশ করলাম

وَقَالَ وَاللَّهِ مَا عِلْمِي وَمَا عِلْمُكَ فِي جَنْبِ عِلْمِ اللَّهِ إِلاَّ كَمَا أَخَذَ هَذَا الطَّائِرُ بِمِنْقَارِهِ مِنَ الْبَحْرِ، حَتَّى إِذَا رَكِبَا فِي السَّفِينَةِ وَجَدَا مَعَابِرَ صِغَارًا تَحْمِلُ أَهْلَ هَذَا السَّاحِلِ إِلَى أَهْلِ هَذَا السَّاحِلِ الآخَرِ عَرَفُوهُ، فَقَالُوا عَبْدُ اللَّهِ الصَّالِحُ ـ قَالَ قُلْنَا لِسَعِيدٍ خَضِرٌ قَالَ نَعَمْ

খিজির আলাইহিস সালাম বললেন, আল্লাহর কসম, আল্লাহর জ্ঞানের কাছে আমার ও আপনার জ্ঞান এতটুকু। যতটুকু এ পাখীটি সমুদ্র থেকে তার ঠোঁটে করে পানি নিয়েছে।অবশেষে তারা উভয়ে নৌকায় আরোহণ করলেন। তারা ছোট খেয়া নৌকা পেলেন, যা এ পাড়ের লোকদের ও পাড়ে এবং ও পাড়ের লোকদের এ পাড়ে বহন করত। নৌকার লোকেরা খিজির কে চিনতে পারল। তারা বলল, আল্লাহর নেক বান্দা। ইয়ালা বলেন, আমরা সাইদকে জিজ্ঞেস করলাম, তারা কি খিজির সম্পর্কে এ মন্তব্য করেছে? তিনি বললেন, হ্যাঁ।

সহি বুখারী, কিতাবুত তাফসীর, হাদীস নং-৪৩৬৭

উপরিউক্ত হাদীস সমূহ থেকে প্রমাণ হয় তিনি একজন আল্লাহর নেক বান্দা তথা আল্লাহর ওলী ছিলেন। তাই তার গায়েব জানা তার কারামাত বলেই গন্য হবে।

তৃতীয়ঃআল্লাহর ওলীগনের আরো অন্যান্য কারামতঃ

مُسْلِمَةً كَقَوْلِكَ غُلاَمًا زَكِيًّا ـ فَانْطَلَقَا، فَوَجَدَا جِدَارًا يُرِيدُ أَنْ يَنْقَضَّ فَأَقَامَهُ ـ قَالَ سَعِيدٌ بِيَدِهِ هَكَذَا ـ وَرَفَعَ يَدَهُ فَاسْتَقَامَ ـ قَالَ يَعْلَى ـ حَسِبْتُ أَنَّ سَعِيدًا قَالَ فَمَسَحَهُ بِيَدِهِ فَاسْتَقَامَ،

ইবনু আব্বাস (রাঃআঃ) এখানে زَاكِيَةً পড়তেন। زَاكِيَةً ভাল মুসলমান। যেমন তুমি পড় غُلَامٌ زَكِيًّا। তারপর তারা দুজন চলতে লাগল এবং একটি পতন মুখি দেওয়াল পেলেন। হজরত খিজির আলাইহিস সালাম সেটাকে সোজা করে দিলেন। সাইদ তার হাত দ্বারা ইশারা করে বললেন এরুপ, এবং তিনি তার হাত ওঠালেন অতঃপর সোজা হয়ে

গেলো । ইয়ালা বলেন, আমার মনে হয় সাইদ বলেছিলেন, খিজির আলাইহিস সালাম দেওয়ালে দুহাতে স্পর্শ করাতেই দেওয়াল দাঁড়িয়ে গেল।সহি বুখারি, কিতাবুত তাফসীর, হাদীস নং- ৪৩৬৭

উক্ত হাদিসেও হজরত খিজিরের কারামাত লক্ষ করা যায়। উক্ত হাদিসে দেওয়াল দাঁড়িয়ে যাওয়ার বর্ণনা দুভাবে বর্ণিত হলেও উভয় হজরত খিজিরের কারামাত বলেই ধরা হবে। প্রথমঃ উক্ত দেওয়ালটি বিনা স্পর্শ করে হজরত খিজির হাত উঠতেই দেওয়াল সোজা হয়ে যাওয়া তার আশ্চর্যজনক কারামাতের অন্তর্গত এবং দ্বিতীয় ভাবে বর্ণিত ঘটনাটিও তার কারামত প্রমাণ করে। তিনি শুধু দেওয়াল স্পর্শ করলেন তাতে দেওয়াল দাঁড়িয়ে গেল। এখানে শুধু তার হাতের স্পর্শে দেওয়াল দাঁড়িয়ে যাওয়া হজরত খিজিরের কারামাত বলে গন্য হবে।

أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ: «أَنَّ أُسَيْدَ بْنَ حُضَيْرٍ، وَرَجُلًا آخَرَ مِنَ الْأَنْصَارِ، تَحَدَّثَا عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، لَيْلَةً حَتَّى ذَهَبَ مِنَ اللَّيْلِ سَاعَةٌ، فِي لَيْلَةٍ شَدِيدَةِ الظُّلْمَةِ، ثُمَّ خَرَجَا مِنْ عِنْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْقَلِبَانِ، وَبِيَدِ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَصَاهُ، فَأَضَاءَتْ عَصًا أَحَدِهِمَا لَهُمَا حَتَّى مَشَيَا فِي ضَوْئِهَا، حَتَّى إِذَا افْتَرَقَتْ بِهِمَا الطَّرِيقُ أَضَاءَتْ بِالْآخَرِ عَصَاهُ، فَمَشَى كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا فِي ضَوْئِهَا حَتَّى بَلَغَ أَهْلَهُ»

খবর দিলেন আব্দুল্লাহ বিন মুহাম্মাদ আযদি,তিনি বলেন আমাকে হাদীস বর্ণনা করেছেন ইশাক বিন ইবরাহীম তিনি বলেন আমাকে খবর দিলেন আব্দুর রাজ্জাক,তিনি বলেন আমাকে খবর দিলেন মাইমার, তিনি বলে সাবিত হইতে বর্ণিত তিনি বলেন হজরত আনাস বর্ণনা করেন উসাইদ বিন হুজাইর এবং সঙ্গে আন্সারদের মধ্যে আর এক ব্যক্তি রসুলে আকরাম স্বাল্লালাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট বার্তালাপের উদ্দেশ্যে এক রাত্রিতে গেলেন এমকি তখন গভীর রাত্রি হয়েছিলো। কথা শেষ হওয়ার পর তারা রসুলে পাক সাল্লালাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট হইতে বাড়ির দিকে রওয়ানা হলেন তখন দুজনের হাতে লাঠি ছিলো। দেখা গেলো একজনের লাঠি থেকে আলো বাহির হতে লাগলো। তারা ঐ আলোতে চলতে লাগলেন। তারা যখন দুই দিকে বিভক্ত হয়ে গেলেন অপর লাঠি থেকেও আলো বাহির হতে লাগলো। তারা প্রত্যেকে নিজের লাঠির আলোতে পথ চলা শেষ করে এমনকি বাড়ি পৌছে গেলেন।

(১)সহি ইবনে হিব্বান, হাদীস নং-২০৩০ ইমাম হিব্বান বলেন إسناده صحيح على شرط الشيخين.(২)মুসনাদে আহমাদ,হাদীস নং -১২৪০৪ (৩)ইমাম নাসায়ি,সুনানুল কুবরা,হাদীস নং-৮৯৯৯(৪)ইমাম বাইহাকি,শুয়েবুল ইমান,হাদীস নং-২২০২(৫)মুসান্নাফে আব্দুর রাজ্জাক,হাদীস নং -২০৪১১(৬)মুসনাদে হুমাইদ,হাদীস নং-১২৪৪(৭)ইমাম বাইহাকি, দালাইলুল নাবুয়াহ,খন্ড-৬, পৃষ্ঠ-৮৮

উপরিউক্ত হাদিসে উদ্ধৃত ঘটনায় দেখা যায় আল্লাহর রসুলের পাকের সাদকায়, উক্ত দুই সাহাবীয়ে রসুলের মাধ্যমে এমন কারামাত প্রকাশ পেল যে,তাদের লাঠি থেকে আলো নির্গত হতে লাগল এবং সেই আলোতে তারা দুজনেই নিজের নিজের গন্তব্যস্থলে অর্থাৎ বাড়ি পৌঁছে গেলেন।উক্ত হাদীস থেকে বোঝা যায় আল্লাহ তার ওলীদের গাইবি সাহায্য দান করেন যাতে তার মাহবুব বান্দগন বিপদে না পড়েন।

কারামাত নং-১৩

حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: " لَمْ يَتَكَلَّمْ فِي المَهْدِ إِلَّا ثَلاَثَةٌ: عِيسَى، وَكَانَ فِي بَنِي إِسْرَائِيلَ رَجُلٌ يُقَالُ لَهُ جُرَيْجٌ، كَانَ يُصَلِّي، جَاءَتْهُ أُمُّهُ فَدَعَتْهُ، فَقَالَ: أُجِيبُهَا أَوْ أُصَلِّي، فَقَالَتْ: اللَّهُمَّ لاَ تُمِتْهُ حَتَّى تُرِيَهُ وُجُوهَ المُومِسَاتِ، وَكَانَ جُرَيْجٌ فِي صَوْمَعَتِهِ، فَتَعَرَّضَتْ لَهُ امْرَأَةٌ وَكَلَّمَتْهُ فَأَبَى، فَأَتَتْ رَاعِيًا فَأَمْكَنَتْهُ مِنْ نَفْسِهَا، فَوَلَدَتْ غُلاَمًا، فَقَالَتْ: مِنْ جُرَيْجٍ فَأَتَوْهُ فَكَسَرُوا صَوْمَعَتَهُ وَأَنْزَلُوهُ وَسَبُّوهُ، فَتَوَضَّأَ وَصَلَّى ثُمَّ أَتَى الغُلاَمَ، فَقَالَ: مَنْ أَبُوكَ يَا غُلاَمُ؟ قَالَ [ص:166]: الرَّاعِي، قَالُوا: نَبْنِي صَوْمَعَتَكَ مِنْ ذَهَبٍ؟ قَالَ: لاَ، إِلَّا مِنْ طِينٍ

আবূ হুরায়রা (রাআঃ) থেকে বর্ণিত... নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, তিন জন শিশু ব্যতিত আর কেউ দোলনায় থেকে কথা বলেনি। বনী ইসরাঈলে এক ব্যাক্তি ছিলো যাকে ‘জুরাইজ’ বলে ডাকা হতো।একদা ইবাদাতে রত থাকা অবস্থায় তার মা এসে তাকে ডাকল।সে ভাবল আমি কি তার ডাকে সাড়া দেব, না কি সালাত আদায় করতে থাকব (জবাব না পেয়ে) অতপঃর তার মা বলল, ইয়া আল্লাহ! ব্যভিচারিণীর চেহারা না দেখা পর্যন্ত তুমি তাকে মৃত্যু দিও না। জুরাইজ তার ইবাদাত খানায় থাকত।একবার তার কাছে একটি মহিলা আসল। সে (অসৎ উদ্দেশ্যে) তার সাথে কথা বলল। কিন্তু জুরাইজ তা অস্বীকার করল। তারপর মহিলাটি একজন রাখালের নিকট গেল এবং তাকে দিয়ে মনের বাসনা পূরণ করল পরে সে একটি পুত্র সন্তান প্রসব

করল তাকে জিজ্ঞাসা করা হল এটি কার থেকে? স্ত্রী লোকটি বলল, জুরাইজ থেকে লোকেরা তার কাছে আসল এবং তার ইবাদাত খানা ভেঙ্গে দিল আর তাকে নীচে নামিয়ে আনল ও তাকে গালি গালাজ করল তখন জুরাইজ উযূ সেরে ইবাদাত করল এরপর নবজাত শিশুটির নিকট এসে তাকে জিজ্ঞাসা করল। হে শিশু! তোমার পিতা কে? সে জবাব দিল সেই রাখাল। তারা (বনী ইসরাঈলের লোকেরা) বলল, আমরা আপনার ইবাদতখানাটি সোনা দিয়ে তৈরি করে দিচ্ছি। সে বলল, না বরং মাটি দিয়ে(করো)

সহী বুখারী, কিতাবুল-আহাদিসে আম্বিয়া,হাদীস নং-৩১৯৪

আলোচনাঃ উক্ত বর্ণনায় বনি ইসরাঈলের নেক বান্দা জুরাইজ, নবজাত শিশু কে নির্দেশ দিলে নবজাত শিশুর কথা বলে ওঠা আশ্চর্যজনক ঘটনাটি একজন আল্লাহর ওলীর কারামত। যদি এক বনি ইসরাঈলের এক আল্লাহর ওলীর এইরুপ ক্ষমতা থাকতে পারে তাহলে শ্রেষ্ঠ নবীর শ্রেষ্ঠ উম্মাতের ক্ষমতায় সন্দেহ প্রকাশ করার কোন অর্থ নেই।

فَاشْتَرَى خُبَيْبًا بَنُو الحَارِثِ بْنِ عَامِرِ بْنِ نَوْفَلٍ، وَكَانَ خُبَيْبٌ هُوَ قَتَلَ الحَارِثَ يَوْمَ بَدْرٍ، فَمَكَثَ عِنْدَهُمْ أَسِيرًا، حَتَّى إِذَا أَجْمَعُوا قَتْلَهُ، اسْتَعَارَ مُوسًى مِنْ بَعْضِ بَنَاتِ الحَارِثِ لِيَسْتَحِدَّ بِهَا فَأَعَارَتْهُ، قَالَتْ: فَغَفَلْتُ عَنْ صَبِيٍّ لِي، فَدَرَجَ إِلَيْهِ حَتَّى أَتَاهُ فَوَضَعَهُ عَلَى فَخِذِهِ، فَلَمَّا رَأَيْتُهُ فَزِعْتُ فَزْعَةً عَرَفَ ذَاكَ مِنِّي وَفِي يَدِهِ المُوسَى، فَقَالَ: أَتَخْشَيْنَ أَنْ أَقْتُلَهُ؟ مَا كُنْتُ لِأَفْعَلَ ذَاكِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ، وَكَانَتْ تَقُولُ: مَا رَأَيْتُ أَسِيرًا قَطُّ خَيْرًا مِنْ خُبَيْبٍ، لَقَدْ رَأَيْتُهُ يَأْكُلُ مِنْ قِطْفِ عِنَبٍ وَمَا بِمَكَّةَ يَوْمَئِذٍ ثَمَرَةٌ، وَإِنَّهُ

لَمُوثَقٌ فِي الحَدِيدِ، وَمَا كَانَ إِلَّا رِزْقٌ رَزَقَهُ اللَّهُ، فَخَرَجُوا بِهِ مِنَ الحَرَمِ لِيَقْتُلُوهُ، فَقَالَ: دَعُونِي أُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ انْصَرَفَ إِلَيْهِمْ، فَقَالَ: لَوْلاَ أَنْ تَرَوْا أَنَّ مَا بِي جَزَعٌ مِنَ المَوْتِ لَزِدْتُ، فَكَانَ أَوَّلَ مَنْ سَنَّ الرَّكْعَتَيْنِ عِنْدَ القَتْلِ هُوَ، ثُمَّ قَالَ: اللَّهُمَّ أَحْصِهِمْ عَدَدًا، ثُمَّ قَالَ:

]البحر الطويل[

مَا أُبَالِي حِينَ أُقْتَلُ مُسْلِمًا ... عَلَى أَيِّ شِقٍّ كَانَ لِلَّهِ مَصْرَعِي،

وَذَلِكَ فِي ذَاتِ الإِلَهِ وَإِنْ يَشَأْ ... يُبَارِكْ عَلَى أَوْصَالِ شِلْوٍ مُمَزَّعِ

ثُمَّ قَامَ إِلَيْهِ عُقْبَةُ بْنُ الحَارِثِ فَقَتَلَهُ، وَبَعَثَتْ قُرَيْشٌ إِلَى عَاصِمٍ لِيُؤْتَوْا بِشَيْءٍ مِنْ جَسَدِهِ يَعْرِفُونَهُ، وَكَانَ عَاصِمٌ قَتَلَ عَظِيمًا مِنْ عُظَمَائِهِمْ يَوْمَ بَدْرٍ، فَبَعَثَ اللَّهُ عَلَيْهِ مِثْلَ الظُّلَّةِ مِنَ الدَّبْرِ، فَحَمَتْهُ مِنْ رُسُلِهِمْ، فَلَمْ يَقْدِرُوا مِنْهُ عَلَى شَيْءٍ

বনী হারিস বিন আমির বিন নাওফল গোত্রের লোকেরা খুবায়ব (রাঃআঃ) কে কিনে নিল। কারণ বদর যুদ্ধের দিন খুবায়ব (রাঃ) হারিস কে হত্যা করেছিলেন। তাই তিনি তাদের নিকট বেশ কিছু দিন বন্দী অবস্থায় কাটিয়ে ছিলেন।লেন। অতপর তারা তাঁকে হত্যা করার পরিকল্পনা করলে তিনি নাভির নিচের পশম পরিষ্কার করার জন্য হারিসের কন্যার নিকট থেকে একখানা ক্ষুর চাইলেন। সে তাঁকে তা দিল। মুসলমান হওয়ার পর) হারিসের কন্যা বর্ণনা করেন যে, আমি আমার একটি শিশু বাচ্চা সম্পর্কে অসাবধান থাকায় সে পায়ে হেঁটে

তাঁর কাছে চলে যায় এবং তিনি তাকে স্বীয় উরুর উপর বসিয়ে রাখেন। এ সময় তাঁর হাতে ছিল সেই ক্ষুর। এ দেখে আমি অত্যন্ত ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে পড়ি।খুবায়ব (রাঃআঃ) বুঝতে পেরে বললেন, তাকে মেরে ফেলব বলে তুমি কি ভয় পাচ্ছ? ইনশাআল্লাহ আমি তা করবো না। সে (হারিসের কন্যা) বলত, আমি খুবায়ব (রাঃআঃ) থেকে উত্তম বন্দী আর কখনো দেখিনি। আমি তাকে আঙ্গুরের থোকা থেকে আঙ্গুর খেতে দেখেছি। অথচ তখন মক্কায় কোনো ফলই ছিল না। তিনি তখন লোহার শিকলে আবদ্ধ ছিলেন। এ আঙ্গুর তার জন্য আল্লাহর তরফ থেকে প্রদত্ত রিযিক ব্যতীত আর কিছুই নয়। এরপর তারা তাঁকে হত্যা করার জন্য হারাম শরীফের বাইরে নিয়ে গেল। তিনি তাদেরকে বললেন, আমাকে দু'রাকাত সালাত আদায় করার সুযোগ দাও। (সালাত আদায় করে) তিনি তাদের কাছে ফিরে এসে বললেন, আমি মৃত্যুর ভয়ে শংকিত হয়ে পড়ছি, তোমরা যদি এ কথা মনে না করতে তাহলে আমি (সালাতকে) আরো দীর্ঘসময় ধরে পড়তাম । হত্যার পূর্বে দ'রাকাত সালাত আদায়ের সুন্নাত চালু করেছেন সর্বপ্রথম তিনিই।

এরপর তিনি বললেন, হে আল্লাহ, তাদেরকে এক এক করে গুণে রাখুন। এরপর তিনি দু'টি পঙুক্তি আবৃত্তি করলেন, "যেহেতু আমি মুসলিম হিসেবে মৃত্যুবরণ করেছি তাই আমার কোনো শংকা নেই। আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে যেকোনো পাশে আমি ঢলে পড়ি"। "আমি যেহেতু আল্লাহর পথেই মৃত্যুবরণ করছি, তাই তিনি ইচ্ছা করলে আমার ছিন্নভিন্ন প্রতিটি অঙ্গে বরকত দান করতে পারেন"। এরপর উকবা ইবনু হারিস তাঁর দিকে এগিয়ে গেল এবং তাঁকে শহীদ করে দিল। কুরাইশ গোত্রের লোকেরা আসিম (রাঃআঃ) এর

শাহাদাতের ব্যাপারে নিশ্চিত হওয়ার জন্য তাঁর মৃতদেহ থেকে কিছু অংশ নিয়ে আসার জন্য লোক পাঠিয়েছিল। কারণ আসিম (রাঃআঃ) বদর যুদ্ধের দিন তাদের একজন বড় নেতাকে হত্যা করেছিলেন। তখন আল্লাহ মেঘের মত এক ঝাঁক মৌমাছি পাঠিয়ে দিলেন, যা তাদের প্রেরিত লোকদের হাত থেকে আসিম (রাঃআঃ)-কে রক্ষা করল। ফলে তারা তাঁর দেহ থেকে কোনো অংশ নিতে সক্ষম হল না।

সহি বুখারী, কিতাবুল মাগাজি,হাদীস নং-৩০৪৫

উক্ত হাদিসেও আশ্চর্যজনক কারামাতের ঘটনা বর্ণিত হয়েছে। হজরত খুবায়ব কারাগারে শিকলবদ্ধ ভাবে বন্দি থাকা অবস্থায় আল্লাহর তরফ থেকে, বে মরসুম ফল হিসাবে আঙুর পেতেন এবং তা ভক্ষন করতেন। সত্যি আল্লাহর কি মহিমা, আল্লাহ তার আওলীয়াগনের মাধ্যমে কি কি না কারামাতের প্রকাশ ঘটান যা দেখে বা সেই ঘটনা শ্রবণ করে আশ্চর্যচকিত হতে হয়।

চতুর্থঃ- ওলীগনে দোয়া বিষয়ক কারামাত

حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ تَلِيدٍ الرُّعَيْنِيُّ، أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَمْ يَكْذِبْ إِبْرَاهِيمُ إِلَّا ثَلاَثًا»- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَحْبُوبٍ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ [ص:141] بْنُ زَيْدٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: " لَمْ يَكْذِبْ إِبْرَاهِيمُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ إِلَّا ثَلاَثَ كَذَبَاتٍ، ثِنْتَيْنِ مِنْهُنَّ فِي ذَاتِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ، قَوْلُهُ {إِنِّي سَقِيمٌ} [الصافات: 89] . وَقَوْلُهُ: {بَلْ فَعَلَهُ كَبِيرُهُمْ هَذَا} [الأنبياء: 63] .

وَقَالَ: بَيْنَا هُوَ ذَاتَ يَوْمٍ وَسَارَةُ، إِذْ أَتَى عَلَى جَبَّارٍ مِنَ الجَبَابِرَةِ، فَقِيلَ لَهُ: إِنَّ هَا هُنَا رَجُلًا مَعَهُ امْرَأَةٌ مِنْ أَحْسَنِ النَّاسِ، فَأَرْسَلَ إِلَيْهِ فَسَأَلَهُ عَنْهَا، فَقَالَ: مَنْ هَذِهِ؟ قَالَ: أُخْتِي، فَأَتَى سَارَةَ قَالَ: يَا سَارَةُ: لَيْسَ عَلَى وَجْهِ الأَرْضِ مُؤْمِنٌ غَيْرِي وَغَيْرَكِ، وَإِنَّ هَذَا سَأَلَنِي فَأَخْبَرْتُهُ أَنَّكِ أُخْتِي، فَلاَ تُكَذِّبِينِي، فَأَرْسَلَ إِلَيْهَا فَلَمَّا دَخَلَتْ عَلَيْهِ ذَهَبَ يَتَنَاوَلُهَا بِيَدِهِ فَأُخِذَ، فَقَالَ: ادْعِي اللَّهَ لِي وَلاَ أَضُرُّكِ، فَدَعَتِ اللَّهَ فَأُطْلِقَ، ثُمَّ تَنَاوَلَهَا الثَّانِيَةَ فَأُخِذَ مِثْلَهَا أَوْ أَشَدَّ، فَقَالَ: ادْعِي اللَّهَ لِي وَلاَ أَضُرُّكِ، فَدَعَتْ فَأُطْلِقَ، فَدَعَا بَعْضَ حَجَبَتِهِ، فَقَالَ: إِنَّكُمْ لَمْ تَأْتُونِي بِإِنْسَانٍ، إِنَّمَا أَتَيْتُمُونِي بِشَيْطَانٍ، فَأَخْدَمَهَا هَاجَرَ، فَأَتَتْهُ وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي، فَأَوْمَأَ بِيَدِهِ: مَهْيَا، قَالَتْ: رَدَّ اللَّهُ كَيْدَ الكَافِرِ، أَوِ الفَاجِرِ، فِي نَحْرِهِ، وَأَخْدَمَ هَاجَرَ " قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ تِلْكَ أُمُّكُمْ يَا بَنِي مَاءِ السَّمَاءِ

আবূ হুরাইরা (রাঃআঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, ইবরাহীম আলাইহিস সালাম তিনবার ব্যতিত কখনও কথাকে ঘুরিয়ে পেচিয়ে বলেন নি তন্মধ্যে দু’বার ছিল আল্লাহ প্রসঙ্গে। তার উক্তি "আমি অসুস্থ এবং তাঁর আবার এক উক্তি "বরং এ কাজ করেছে, এই তো তাদের বড়টি।বর্ণনাকারী বলেন, একদা তিনি (ইবরাহীম আলাইহিস সালামএবং তাঁর স্ত্রী) সারা অত্যাচারী শাসকগণের কোন এক শাসকের এলাকায় এসে পৌঁছলেন... (মিশরে অবস্থিত) তখন তাকে সংবাদ দেওয়া হল যে, এ এলাকায় একজন লোক এসেছে। তার সাথে একজন সর্বাপেক্ষা সুন্দরী মহিলা রয়েছে। তখন সে তাঁর (ইব্রাহীম আলাইহিস সালামের) নিকট লোক পাঠাল... সে তাঁকে মহিলাটি সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করল, এ মহিলাটি কে? তিনি উত্তর দিলেন,আমার বোন।তারপর তিনি সবার

কাছে আসলেন এবং বললেন, হে সারা, তুমি আর আমি ছাড়া পৃথিবীর উপর আর কোন মো'মিন নেই। (কারন প্রত্যেক মোমিন নারী পুরুষএকপরের ইমানের দিক থেকে ভাই বোন) এই লোকটি আমাকে তোমার সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেছিল... তখন আমি তাকে জানিয়েছি যে, তুমি আমার বোন। কাজেই তুমি আমাকে মিথ্যাবাদী করোনা, অতঃপর সে (রাজা) সারাকে আনার জন্য লোক পাঠালো..তিনি (সারা) যখন তার কাছে প্রবেশ করলেন এবং রাজা তাঁর দিকে হাত বাড়ালো তখনই সে (আল্লাহর গযবে) পাকড়াও হল। তখন অত্যাচারী রাজা সারাকে বলল, আমার জন্য আল্লাহর নিকট দোয়া কর, আমি তোমার কোন ক্ষতি করব না।তখন সারা আল্লাহর নিকট দোয়া করলেন ফলে সে মুক্তি পেয়ে গেল। এরপর দ্বিতীয়বার তাকে ধরতে চাইলো এইবার সে আগের মত বা তার চেয়ে কঠিনভাবে (আল্লাহর গযবে) পাকড়াও হল।এবারও সে বলল, আল্লাহর কাছে আমার জন্য দোয়া কর। আমি তোমার কোন ক্ষতি করব না। আবারও তিনি দোয়া করলেন ফলে সে মুক্তি পেয়ে গেল।তারপর রাজা তার কোন এক দারোয়ানকে ডাকল।সে তাকে বলল, তুমি তো আমার কাছে কোন মানুষ আননিবরং এনেছ এক শয়তান।তারপর রাজা সারার খেদমতের জন্য হাযেরাকে দান করল। এরপর তিনি (সারা) তাঁর (ইব্রাহীম আলাইহিসসালামের) কাছে এলেন এবং,তিনি দাঁড়িয়ে নামায আদায় করছিলেন যখন তিনি হাত দ্বারা ইশারা করে সারাকে বললেন, কি ঘটেছে...? তখন সারা বললেন, আল্লাহ কাফিরের চক্রান্ত তারই বক্ষে ফিরিয়ে দিয়েছেন। আর সে হাযেরাকে আমার খেদমতের জন্য দান করেছে।আবূ হুরাইরা (রাআঃ)

বলেন, হে আকাশের পানির সন্তানগণ!ইনিই (হজরত হাযরা)তোমাদের আদি মাতা।সহী বুখারী,কিতাবুল আহাদিসুল আম্বিয়া,হাদীস নং-৩১২০

আলোচনাঃ উদ্ধৃত ঘটনাটি হজরত সারার কারামত সম্পর্কিত ঘটনা। কেণ না উক্ত বর্ণনায় উল্লেখিত জালিম বাদশাহ যতবারই হজরত সারার ইজ্জতের উপর হামলার ধৃষ্টতা দেখিয়েছে ততবারই সে আল্লাহর গজবে পতিত হয়েছে এবং ততবারই তাঁর দোয়ার মাধ্যমে আল্লাহর গজব থেকে সে নিস্তার পেয়েছে । অতএব এই সমস্ত ঘটনাব দ্বারা একটি শর্ত পাওয়া যায় যে, আল্লাহর ওলীগনের দোয়া আল্লাহর নিকট যথেষ্ট মকবুল। আর দোয়া কুবুল করা দ্বারা আল্লাহ তা'আলা তাদের মাধ্যমে বিভিন্ন অলৌকিক ঘটনার প্রকাশ ঘটিয়ে থাকেন যা তাদের কারামাত বলেই পরিচিত।

حَدَّثَنَا مُوسَى، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ المَلِكِ بْنُ عُمَيْرٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ، قَالَ: شَكَا أَهْلُ الكُوفَةِ سَعْدًا إِلَى عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، فَعَزَلَهُ، وَاسْتَعْمَلَ عَلَيْهِمْ عَمَّارًا، فَشَكَوْا حَتَّى ذَكَرُوا أَنَّهُ لاَ يُحْسِنُ يُصَلِّي، فَأَرْسَلَ إِلَيْهِ، فَقَالَ: يَا أَبَا إِسْحَاقَ إِنَّ هَؤُلاَءِ يَزْعُمُونَ أَنَّكَ لاَ تُحْسِنُ تُصَلِّي، قَالَ أَبُو إِسْحَاقَ: أَمَّا أَنَا وَاللَّهِ «فَإِنِّي كُنْتُ أُصَلِّي بِهِمْ صَلاَةَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا أَخْرِمُ عَنْهَا، أُصَلِّي صَلاَةَ العِشَاءِ، فَأَرْكُدُ فِي الأُولَيَيْنِ وَأُخِفُّ فِي الأُخْرَيَيْنِ» ، قَالَ: ذَاكَ الظَّنُّ بِكَ يَا أَبَا إِسْحَاقَ، فَأَرْسَلَ مَعَهُ رَجُلًا أَوْ رِجَالًا إِلَى الكُوفَةِ، فَسَأَلَ عَنْهُ أَهْلَ الكُوفَةِ وَلَمْ يَدَعْ مَسْجِدًا إِلَّا سَأَلَ عَنْهُ، وَيُثْنُونَ مَعْرُوفًا، حَتَّى دَخَلَ مَسْجِدًا لِبَنِي عَبْسٍ، فَقَامَ رَجُلٌ مِنْهُمْ يُقَالُ لَهُ أُسَامَةُ بْنُ قَتَادَةَ يُكْنَى أَبَا سَعْدَةَ قَالَ: أَمَّا إِذْ نَشَدْتَنَا فَإِنَّ سَعْدًا كَانَ لاَ يَسِيرُ بِالسَّرِيَّةِ، وَلاَ يَقْسِمُ بِالسَّوِيَّةِ، وَلاَ يَعْدِلُ فِي

الْقَضِيَّةِ، قَالَ سَعْدٌ: أَمَا وَاللَّهِ لَأَدْعُوَنَّ بِثَلاَثٍ: اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ عَبْدُكَ هَذَا كَاذِبًا، قَامَ رِيَاءً وَسُمْعَةً، فَأَطِلْ عُمْرَهُ، وَأَطِلْ فَقْرَهُ، وَعَرِّضْهُ بِالفِتَنِ، وَكَانَ بَعْدُ إِذَا سُئِلَ يَقُولُ: شَيْخٌ كَبِيرٌ مَفْتُونٌ، أَصَابَتْنِي دَعْوَةُ سَعْدٍ، قَالَ عَبْدُ المَلِكِ: فَأَنَا رَأَيْتُهُ بَعْدُ، قَدْ سَقَطَ حَاجِبَاهُ عَلَى عَيْنَيْهِ مِنَ الكِبَرِ، وَإِنَّهُ لَيَتَعَرَّضُ لِلْجَوَارِي فِي الطُّرُقِ يَغْمِزُهُنَّ

,হাদীস বর্ণনা করেছেন মূসা তিনি বলেন আমাকে হাদীস বর্ণনা করেছেন আবু আওয়ানাহ তিনি বলেন আমাকে হাদীস বর্ণনা করেছেন আব্দুল মালিক বিন উমাইর তিনি বলেন জাবির ইবনে সামুরা (রাঃআ) থেকে বর্ণনা করে বলেন , কুফাবাসীরা সা'দ (রাঃআ) এর বিরুদ্ধে উমর (রাঃআ) এর নিকট অভিযোগ করলে তিনি তাঁকে দায়িত্ব থেকে অব্যহতি দেন এবং আম্মার (রাঃআ) কে তাদের শাসনকর্তা নিযুক্ত করেন। কূফার লোকেরা সা'দ (রাঃআ) এর বিরুদ্ধে অভিযোগ করতে দিয়ে এ-ও বলে যে, তিনি ভালভাবে স্বালাত আদায় করতে পারেন না। উমর (রাঃআ) তাঁকে ডেকে পাঠালেন এবং বললেন, হে আবূ ইসহাক! তারা আপনার বিরুদ্ধে অভিযোগ করেছে যে, আপনি নাকি ভালভাবে সালাত আদায় করতে পারেন না। সা'দ (রাঃ) বললেন, আল্লাহর কসম! আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সালাতের অনুরূপই সালাত আদায় করে থাকি। তাতে কোন ত্রুটি করি না।আমি ইশার সালাত আদায় করতে প্রথম দু'রাকাআতে একটু দীর্ঘ ও শেষের দু'রাকাআতে সংক্ষেপ করতাম। উমর (রাঃ) বললেন, হে আবূ ইসহাক! আপনার সম্পর্কে আমারও এই ধারণা। তারপর উমর (রাঃআ) কুফার অধিবাসীদের এ সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য এক বা একাধিক

ব্যাক্তিকে সা'দ (রাঃআ) এর সঙ্গে কূফায় পাঠান। সে ব্যাক্তি প্রতিটি মসজিদে গিয়ে সা'দ (রাঃআ) সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করল এবং তাঁরা সকলেই তাঁর ভূয়সী প্রশংসা করলেন। অবশেষে সে ব্যাক্তি বনূ আবস গোত্রের মসজিদে উপস্থিত হলো। এখানে উসামা ইবনে কাতাদাহ্ নামে এক ব্যাক্তি যাকে আবূ সাদাহ্ বলে ডাকা হত- দাঁড়িয়ে বলল, যেহেতু তুমি আল্লাহর নামের শপথ দিয়ে জিজ্ঞাসা করেছ, সা'দ (রাঃআঃ) কখনো সেনাবাহিনীর সঙ্গে যুদ্ধে যান না, গনীমতের মাল সঠিকভাবে বন্টন করেন না এবং বিচারে ইনসাফ করেন না।তখন সা'দ (রাঃআঃ) বললেন, মনে রেখো, আল্লাহর কসম! আমি তিনটি দোয়া করছিঃ ইয়া আল্লাহ্! যদি তোমার এ বান্দা মিথ্যাবাদী হয়, লোক দেখানো এবং আত্মপ্রচারের জন্য দাঁড়িয়ে থাকে, তাহলে, তার হায়াত বাড়িয়ে দিন, তার অভাব বাড়িয়ে দিন এবং তাকে ফিতনার সম্মুখীন করুন।পরবর্তীকালে লোকটিকে জিজ্ঞাসা করা হলে সে বলত, আমি বয়সে বৃদ্ধ, ফিতনায় লিপ্ত। সা'দের (রাঃআ) দোয়া আমার উপর লেগে আছে। বর্ণনাকারী আবদুল মালিক (রহঃ) বলেন, পরে আমি সে লোকটিকে দেখেছি, অতি বৃদ্ধ হয়ে যাওয়ার কারণে তার উভয় ভ্রু চোখের উপর ঝুলে পড়েছে এবং সে পথে মেয়েদের উত্যক্ত করত এবং তাদের চিমটি কাটতো।কিতাব সহী বুখারী,কিতাবুল আযান, হাদীস নং-৭১৯

উক্ত ঘটনাটিও আল্লাহর ওলীগনের দোয়া কুবুল হওয়ার নমুনা বিশেষ। কেণ না হজরত সা'দ,যে দোয়া করলেন আবু সাদাহ নামক ব্যক্তির সাথে সেটাই ঘটল অর্থাৎ সে ফিতনায় লিপ্ত হয়ে দীর্ঘায়ু পেল। সেই জন্য হাদিসে কুদসিতে আল্লাহ তা'আলা ফরমান إِنْ سَأَلَنِي لَأُعْطِيَنَّهُ،

নিশ্চয়ই সে (আল্লাহর ওলী) আমার কাছে যা চায় আমি তাকে তাই দিয়ে দি।

অনুরুপ ভাবে আল্লাহর এক ওলীর দোয়া মকবুল হওয়া সম্পর্কে আরো একটি বর্ণনা দেখে নেওয়া যাক

أنا أحمد ، أنا محمد بن الحسين ، قال : ثنا أحمد بن زهير قال : ثنا عبد الوهاب بن نجدة قال : ثنا بقية بن الوليد ، عن محمد بن زياد الألهاني ، عن أبي مسلم الخولاني : أن امرأة خببت عليه امرأته ; فدعا عليها ; فذهب بصرها ، قال : فأتته ، فقالت : يا أبا مسلم ، إني قد كنت فعلت ، وفعلت ولا أعود لمثلها ، فقال : اللهم إن كانت صادقة فاردد عليها بصرها ، قال : فأبصرت .

মুহাম্মাদ বিন যিয়াদ আলহানি আবু মুসলিম খাওলানি হইতে বর্ণনা করেন এক মহিলা তার স্ত্রীকে তার বিরুদ্ধে করে দিলো তখন তিনি দোয়া করলেন তখন সে তার দৃষ্টিশক্তি হারালো। অতপর সে (সেই মহিলা)তার (মুসলিম আল খালওয়ানি) নিকট এসে বল্লো হে আবু মুসলিম আমি যেটা করেছি আমি এমন আর কোনদিন করবো না। তখন তিনি দোয়া করলেন হে আল্লাহ যদি সে সত্য বলেছে তাহলে তার দৃষ্টিশক্তি ফিরে পায়। অতপর সে তার চোখের দৃষ্টি ফিরে পেলো।

(হিলয়াতুল আওলীয়া,খন্ড-৫,পৃষ্ঠা-১২১)

পঞ্চমঃ আল্লাহর ওলীগনের পরকালীন কারামাত সমূহ

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو الرَّازِيُّ، حَدَّثَنَا سَلَمَةُ يَعْنِي ابْنَ الْفَضْلِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، حَدَّثَنِي يَزِيدُ بْنُ رُومَانَ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: «لَمَّا مَاتَ النَّجَاشِيُّ كُنَّا نَتَحَدَّثُ أَنَّهُ لَا يَزَالُ يُرَى عَلَى قَبْرِهِ نُورٌ»

হাদীস বর্ণনা করেছেন মুহাম্মাদ বিন আমরো আররাজি তিনি বলেন আমাকে হাদীস বর্ণনা করেছেন সালমা অর্থাৎ ইবনে ফাযাল তিনি বলেন মুহাম্মাদ ইবনে ইশাখ থেকে বর্ণিত তিনি বলেন আমাকে হাদীস বর্ণনা করেছেন ইয়াজিদ বিন রুমান তিনি বলেন হজরত উরওয়াহ বর্ণনা করেন তিনি বর্ণনা করেন হজরত আয়েশা থেকে হজরত আয়েশা বলেন যখন নাজ্জাসির মৃত্যু হলো আমরা বলাবলি করতাম তার কবর হতে সর্বদা নুর দেখা যায়।

সুনানে আবু দাউদ, হাদীস নং-২৫২৩

উক্ত হাদিসে পাকে এক আশ্চর্যজনক কারামাত লক্ষ করা যায়, নাজ্জাসির ইন্তেকালের পর তার কবর থেকে নুর নির্গত হতে দেখা যেত। এইবার আমরা যখন আওলীয়ার কেরামদের এই ধরণের কারামাত বর্ণনা করি তখন কিছু নিন্দুক নিন্দা ও উপহাস করে যে কি গল্পগুজব জুড়ে দিয়েছে, কিন্তু হাদিসে পাক প্রমাণ করে তারা উপহাস করলেও এই ধরণের কারামাতের ঘটনা অবাস্তব নয়

حدثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ المَلِكِ بْنِ أَبِي الشَّوَارِبِ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ عَمْرِو بْنِ مَالِكٍ النُّكْرِيُّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي الجَوْزَاءِ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: ضَرَبَ بَعْضُ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خِبَاءَهُ عَلَى قَبْرٍ وَهُوَ

لَا يَحْسِبُ أَنَّهُ قَبْرٌ، فَإِذَا فِيهِ إِنْسَانٌ يَقْرَأُ سُورَةَ تَبَارَكَ الَّذِي بِيَدِهِ الْمُلْكُ حَتَّى خَتَمَهَا، فَأَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي ضَرَبْتُ خِبَائِي عَلَى قَبْرٍ وَأَنَا لَا أَحْسِبُ أَنَّهُ قَبْرٌ، فَإِذَا فِيهِ إِنْسَانٌ يَقْرَأُ سُورَةَ تَبَارَكَ الْمُلْكِ حَتَّى خَتَمَهَا. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «هِيَ الْمَانِعَةُ، هِيَ الْمُنْجِيَةُ، تُنْجِيهِ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ

ইবনে আব্বাস রাদিআল্লাহু আনহু হইতে বর্ণিত , তিনি বলেনঃ কোন এক সময় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর এক সাহাবী একটি কবরের উপর তার তাবু খাটান... তিনি জানতেন না যে, সেটি একটি কবর। তিনি হঠাৎ বুঝতে পারেন যে, কবরের ভিতরে একটি লোক সূরা আল-মুলক পাঠ করছে। সে তা পাঠ করে সমাপ্ত করলো তারপর তিনি নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকটে এসে বললেনঃ ইয়া আল্লাহর রাসূল! আমি একটি কবরের উপর তাঁবু খাটাই আমি জানতাম না যে, তা কবর। হঠাৎ বুঝতে পারি যে, একটি লোক সূরা আল-মুলক পাঠ করছে এবং তা সমাপ্ত করেছে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেনঃ এ সূরাটি প্রতিরোধকারী নাজাত দানকারী। এটা কবরের আযাব হতে তিলাওয়াতকারীকে নাজাত দান করে।

(১)সুনানে তিরমিযি,অধ্যায় -ফাজায়েলে কোরান,হাদীস নং-২৮৯০(২)মা'জামুল,কাবীর, হাদীস নং১২৮০১(৩)শুয়েবুল ইমান, হাদীস নং-২২৮০(৪)ইমাম আবু নাউয়েম, হিলিয়াতুল আওলীয়া,খন্ড-৩,পৃষ্ঠা-৮৩(৫)তাফসীরে কুরতুবি,সুরা মুলক,আয়াত-১,এর তাফসীরে

উক্ত হাদীসে লক্ষ করতে পারা যায় যে, কবরে ভিতরে একজন সুরা মুলক পাঠ করছেন। কবরের ভীতর সুরা মুলক পাঠ করার

ঘটনা থেকে প্রমাণ হয় ব্যক্তিটি কবরের মধ্যেও জীবত। নৈলে কবরের মধ্যে সুরা মুলক পাঠ করা সম্ভব নয়। এইসব ঘটনা প্রমাণ করে আল্লাহর ওলীগন কোরান তিলাওয়াতের মত আমলও কবরে মধ্যে করে থাকেন। আর এটিও একধরণের তাদের কারামাত।

দ্বিতীয় ঘটনাঃ

قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ، عَنِ الرَّبِيعِ بْنِ سَعْدٍ الْجُعْفِيِّ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَابِطٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «حَدِّثُوا عَنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ فَإِنَّهُ كَانَتْ فِيهِمُ الْأَعَاجِيبُ» ثُمَّ أَنْشَأَ يُحَدِّثُ قَالَ: " خَرَجَتْ رُفْقَةٌ مَرَّةً يَسِيرُونَ فِي الْأَرْضِ فَمَرُّوا بِمَقْبَرَةٍ، فَقَالَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ: لَوْ صَلَّيْنَا رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ دَعَوْنَا اللهَ لَعَلَّهُ يُخْرِجُ لَنَا بَعْضَ أَهْلِ هَذِهِ الْمَقْبَرَةِ فَيُخْبِرُنَا عَنِ الْمَوْتِ " قَالَ: " فَصَلُّوا رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ دَعَوْا، فَإِذَا هُمْ بِرَجُلٍ خِلَاسِيٍّ قَدْ خَرَجَ مِنْ قَبْرٍ يَنْفُضُ رَأْسَهُ، بَيْنَ عَيْنَيْهِ أَثَرُ السُّجُودِ، فَقَالَ: يَا هَؤُلَاءِ مَا أَرَدْتُمْ إِلَى هَذَا؟ لَقَدْ مِتُّ مُنْذُ مِائَةِ سَنَةٍ [ص:53] فَمَا سَكَنَتْ عَنِّي حَرَارَةُ الْمَوْتِ إِلَى السَّاعَةِ، فَادْعُوا اللهَ أَنْ يُعِيدَنِي كَمَا كُنْتُ"

হাদীস বর্ণনা করেছেন ইশাখ বিন ইসমাঈল তিনি বলেন আমাকে হাদীস বর্ণনা করেছেন ওয়াকিই এবং আব্দুল্লাহ বনি নুমাইর তিনি বলেন রাবিয়া বিন সায়াদ জায়াফি বর্ণনা করেছেন তিনি বলেন আব্দুর রহমান বিন সাবিত বর্ণনা করেছেন তিনি বলেন

হজরত জাবীর বিন আব্দুল্লাহ হইতে বর্নিত... তিনি বলেন রসুলুল্লাহ সাল্লালাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফরমান তোমরা বনী ইসরাইলদের ঘটনা বর্ণনা করো কেননা তাদের মাঝে অনেক আশ্চর্যজনক ঘটনা সংগঠিত হয়েছে। এরপর রাসূলে আকরাম সাল্লালাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম একটি ঘটনা বর্ণনা করলেন,।একদা বনী ইসরাঈলের কয়েকজন বন্ধু বের হল। তারা একটি কবরস্থানের পাশ দিয়ে অতিক্রম করছিল। তারা নিজেদের মধ্যে বলাবলি করলো আমরা যদি, দুই রাকাত নামায আদায় করে আল্লাহর নিকট দুয়া করি তাহলে আল্লাহ তায়ালা হয়তো কবরের কোন ব্যক্তিকে আমাদের সামনে উপস্থিত করবেন। সে মৃত্যুর সম্পর্কে আমাদের বলবে। অতঃপর তারা দুরাকাত নামাজ আদায় করলো এবং আল্লাহর দোয়া করলো হঠাৎ এক ব্যক্তি মাথা থেকে মাটি পরিষ্কার করতে করতে কবর থেকে বের হয়ে এল। তার কপালে সিজদার চিহ্ন ছিল। সে বলল, তোমরা কী চাও...? আমি একশ বছর পূর্বে মৃত্যুবরণ করেছি। এখনও আমার দেহ থেকে মৃত্যুর যন্ত্রনা হ্রাস পায়নি। আল্লাহর নিকট দুয়া করো, যাতে তিনি আমাকে পূর্বের স্থানে (কবরে) ফেরত পাঠিয়ে দেন।

(১)মুসান্নাফে ইবনে আবি শাইবা,হাদীস নং-২৫৯০৫ (২)ইমাম ইবনে হাজার আস্কালানী.,মাসানিদে সামানিয়া,হাদীস নং-৮০৭(৩)মুসনাদে আবদ বিন হুমাইদ, হাদীস নং-১১৬৪(৪)ফাওয়াইদে তামাম রাযি, পৃষ্ঠা-২১৭(৫)তাম্বিহুল গাফেলিন, আহাদীসে আম্বীয়া ওয়াল মুরসালিন,পৃষ্ঠা-১১(৬)ইবনে আবি শাইবাহ, আল আদাব,পৃষ্ঠা-২০৬(৭)ইবনে আবিদ দুনিয়া ., মান আশা বা'দাল মাউত,,পৃষ্ঠা-৫৮(৮)ফুনুন আল আজাইব,পৃষ্টা-১১৯,১২০ (৯)মাজালিশ মিন আমালি, পৃষ্ঠা-৩৯৩(১০) খাতিব বাগদাদী,আল-জামে আখলাকির রাবী হাদীস নং-১৩৭৮(১১)ইবনে আবি দাউদ, আল-বা'আস, হাদীস নং-৫(১২)আজ-জুহদ, ইমাম ওয়াকী ইবনে জাররাহ, পৃষ্ঠা-৫৪ (১৩), ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বল, কিতাব- আজ-জুহদ,পৃষ্ঠা-৮৮(১৪) মাজালিস মিন আমালি ইবনে মান্দাহ, ইবনে মান্দাহ, হাদীস নং- ৩৯৩(১৫)ইমাম জালাল উদ্দিন সুয়ুতী, শরহুস সুদুর, পৃষ্ঠা-.৪৩

উক্ত ঘটনাও আল্লাহর ওলীগনের কবরে জীবত হওয়ার প্রমাণ করে। উক্ত ঘটনায় নিশ্চিত ভাবে বনী ইসরাঈলের নেক কবর বাসী দ্বয়ের বর্ণনা হয়েছে। কারণ বর্ণনাটি তে, তাদের মাথায় সেজদার চিহ্নের কথা উল্লেখ আছে। যাতে প্রমাণ হয় উক্ত কবরবাসী নেক বা স্বলেহ বা আল্লাহর ওলী ছিলেন। এবং উক্ত হাদীসে কবর থেকে উঠে আসার ঘটনা থেকেও প্রমান পাওয়া যায়, যে আল্লাহর ওলীরা জীবিত এবং তাঁদের ইন্তেকালের পরেও কারামাত অব্যাহত থাকে ।

তৃতীয় অধ্যায়
আল্লাহর ওলীগনের পরকালীন জীবন

মওলা পাক বলেছেন

জিতে জি মারকার যো মিলতি হায় হায়াতে যাওয়েদা
জীন্দাগি রাখতা হায় মারনা আওলীয়া আল্লাহ কা

উক্ত আলোচনার বিষয়বস্তু হলো, আল্লাহর ওলীদের পরকালীন জীবন। কিছু মতাদর্শের লোক মনে করেন আল্লাহর ওলীগন মৃত্যুবরণ করার পর মৃত রয়ে গেছেন। কিন্তু আমাদের আকীদা হল তারা জীবিত, শুধু তাদের জীবনের স্থান পরিবর্তণ হয়েছে। তাদের পার্থিব জীবন সমাপ্তি ঘটার পর তাদেরকে বারজাখি জীবন দান করা হয়েছে । তাদের পরকালীন জীবন সম্পর্কে কোরান ও হাদীসে বহু প্রমাণ পাওয়া যায় তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো নিম্নোক্ত আয়াতটি

وَلاَ تَقُولُواْ لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبيلِ اللّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاء وَلَكِن لاَّ تَشْعُرُون

"আল্লাহর পথে যারা মৃত্যুবরণ করে তাদের তোমরা মৃত বলো না। বরং তারা জীবিত। কিন্তু তোমরা তা উপলব্ধি করতে পার না।

(সুরা-বাকারহ,আয়াত-১৫৪)

আলোচনাঃ উক্ত আয়াতের মাধ্যমে বোঝা যায়, যারা আল্লাহর রাস্তায় উৎসর্গিত হয়ে মৃত্যুবরণ করে তারা জীবিত। আমরা তা উপলব্ধি করতে পারি আর নাই বা পারি। এক্ষেত্রে হয়তো কেও বললে, বলতে পারে এই আয়াত তো শহীদদের উদ্দেশ্যে নাজিল হয়েছে। আল্লাহর ওলীগন শহীদ নাকি ?তাদের প্রশ্নের উত্তরে আমার উত্তর হবে হ্যাঁ,আল্লাহর ওলীগনও শহিদ! কারণ কোরান বলে যারা প্রকৃত মোমিন তারাও শহীদ, নিচের তার দলিল।

وَالَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ أُولَـٰئِكَ هُمُ الصِّدِّيقُونَ ۖ وَالشُّهَدَاءُ عِندَ رَبِّهِمْ

আর যারা আল্লাহ ও তাঁর রসূলের প্রতি ইমান (কামিল ইমান)আনে তারাই তাদের রবের নিকট সিদ্দীক ও শহীদ বলে বিবেচিত। (সুরা হাদীদ,আয়াত-১৯)

উক্ত আয়াত দ্বারা বোঝা যায়, যারা প্রকৃত মোমিন তথা আওলীয়া তারা সকলেই শহিদ। আর নিম্নোক্ত তাফসীরও সেটা কেই সমর্থন করে।

حدثنا ابن حُميد، قال: ثنا مهران، عن سفيان، عن حبيب بن أبي ثابت، وليث عن مجاهد (وَالَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ أُولَئِكَ هُمُ الصِّدِّيقُونَ وَالشُّهَدَاءُ عِنْدَ رَبِّهِمْ لَهُمْ أَجْرُهُمْ وَنُورُهُمْ) قال: كلّ مؤمن شهيد، ثم قرأها.

আমাকে বর্ণনা করেছেন ইবনে হুমাইদ তিনি বলেন আমাকে বর্ণনা করেছেন মাহরান তিনি বলেন সুফিয়ান বর্ণনা করেন হাবিব ইবনে সাবিত ও লাইস হইতে বর্ণিত যে, হজরত মুজাহিদ, আয়াতঃ আর যারা আল্লাহ ও তাঁর রসূলের প্রতি ইমান (কামিল ইমান)আনে তারাই তাদের রবের নিকট সিদ্দীক ও শহীদ বলে বিবেচিত সম্পর্কে বলেন প্রত্যেক মোমিনই আল্লাহর নিকট শহিদ তারপর আয়াতটি পাঠ করলেন।

তাফসীরে তাবারী, সুরা হাদিদের ১৯ নং আয়াতের তাফসীরে

এছাড়া হাদীস দ্বারাও প্রমাণ পাওয়া যায় , যারা আল্লাহর রাস্তায় নিজেদের উৎসর্গ করে দিয়ছেন তারাও শহীদ। যেমন নিম্নোক্ত হাদীসগুলি তারই প্রমাণ

باب بَيَانِ الشُّهَدَاءِ

وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ سُهَيْلٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " مَا تَعُدُّونَ الشَّهِيدَ فِيكُمْ " . قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ مَنْ قُتِلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَهُوَ شَهِيدٌ قَالَ " إِنَّ شُهَدَاءَ أُمَّتِي إِذًا لَقَلِيلٌ " . قَالُوا فَمَنْ هُمْ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ " مَنْ قُتِلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَهُوَ شَهِيدٌ وَمَنْ مَاتَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَهُوَ شَهِيدٌ

". আবূ হুরাইরাহ্ (রাযিঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেনঃ তোমরা তোমাদের মধ্যকার কাদেরকে শহীদ বলে গণ্য কর? তারা বললেন, "হে আল্লাহর রসূল! যে ব্যক্তি আল্লাহর পথে জীবন দেয় সে তো শহীদ।" তিনি বললেন, তবে তা আমার উম্মাতের শহীদের সংখ্যা অতি অল্প হবে... قَالُوا فَمَنْ هُمْ يَا رَسُولَ তখন তারা বললেন, তাহলে তারা কারা হে আল্লাহর রসূল! مَنْ قُتِلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَهُوَ شَهِيدٌ.... বললেন, যে ব্যক্তি আল্লাহর রাস্তায় (জিহাদে) নিহত হয় সেও শহীদ .... وَمَنْ مَاتَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَهُوَ شَهِيدٌ আবার যে ব্যক্তি আল্লাহর রাস্তায় (আত্মউৎসর্গ করে) মৃত্যুবরণ (স্বাভাবিকভাবে)করে সেও শহীদ। (১)সহী বুখারী, কিতাবু জিহাদ, হাদীস নং- ৬৫৪, ২৪৭২(২), মুসলিম শরীফ, কিতাবু জিহাদ , হাদীস নং-১৯১৪, ১৯১৫,(৩) তিরমিযী শরীফ, হাদীস নং- ১০৬২, ১৯৫৮

(৪),সুনানেআবূ দাউদ , হাদীস নং-৫২৪৫, (৫)ইবনে মাজাহ, হাদীস নং-২৮০৪, ৩৬৮২,(৬)মুসনাদে আহমাদ , হাদীস নং-৭৭৮২, ৭৯৭৯, ৮১০৬, ৮৩১৫, ৯১১৫,

مات على فراشه أو بأي حتف شاء الله فإنه شهيد وإن له الجنة

আল্লাহর মরজি বা ইচ্ছার উপর নিজেকে উৎসর্গিত করে বিছানায় মৃত্যুবরণ করলেও সে শহীদ হয় এবং তার জন্য জান্নাত নির্ধারিত হয়ে যায়।(১)হাকিম আল মুস্তাদরাক, হাদীস নং-২৪৬৩(২)সুনান আল কুবরা, হাদীস নং-১৭৯৭১(৩)সুনানে আবু দাউদ কিতাবু জিহাদ,হাদীস নং- ২৪৯৯

উক্ত হাদীস দ্বয় থেকেও বোঝা যায়, যেসব মোমিন বান্দা আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য আল্লাহর রাস্তায় জীবন উৎসর্গ করে তারপর স্বাভাবিক মৃত্যুবরণ করল, সেও শহীদ বলে বিবেচিত হবে। আর যেহেতু তাদের জীবন আল্লাহর প্রতি বা তার রাস্তায় উৎসর্গিত তাই

তারাও শহিদের আওয়াতায় পড়ে। কারণ তাদের ব্যাপারে কোরান ও সেই ঈঙ্গিতই দেয়

أَلَا إِنَّ أَوْلِيَاءَ اللَّهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ .

খবরদার যারা আল্লাহর ওলী (রহ:)তাদের কোন ভয় ভীতি নেই এবং তারা দুঃখিত হন না...সুরা ইউনুস, আয়াত-৬২

উক্ত আয়াতেই ঈঙ্গিত রয়েছে যে, আল্লাহর ওলীগন আল্লাহর প্রতি কতটা উৎসর্গিত কেণ না তারা শুধু আল্লাহর ভয়েই ভীত।কোন পার্থিব ভয়ে ভীত বা কোন পার্থিব বিষয়ে দুঃখিত নন।শুধু আল্লাহর তাকওয়া বা ভয়ই প্রমাণ করে তাঁরা আল্লাহর রাস্তায়ই উৎসর্গিত। তাই অন্য কোন বিষয়ে ভীত বা দুঃখিত হওয়ার তাঁদের প্রয়োজনই নেই। এছাড়া তাঁদের উৎসর্গিত হওয়ার বিষয়ে কোরানের কয়েক যায়গায় উল্লেখ আছে তার মধ্যে নিম্নোক্ত আয়াতটিও উল্লেখযোগ্য আয়াত

رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ ۚ أُولَٰئِكَ حِزْبُ اللَّهِ ۚ أَلَا إِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

আল্লাহ তাদের প্রতি রাযি এবং তারা আল্লাহর প্রতি রাযি। তারাই আল্লাহর দল। জেনে রাখ, আল্লাহর দলই সফলকাম হবে।(সুরা -মুজাদিল্লাহ, আয়াত-২২)

অর্থাৎ তাঁদের জীবন এমন ভাবে আল্লাহর প্রতি উৎসর্গিত যে তারা শুধু আল্লাহর সন্তুষ্টি তে সন্তুষ্ট যে কারণে তারাও শহিদদের অন্তর্ভুক্ত। আর এই শহীদ সম্বন্ধে আল্লাহ কোরানে বলেনঃ

وَلاَ تَقُولُواْ لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبيلِ اللّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاء وَلَكِن لاَّ تَشْعُرُون

"আল্লাহর পথে যারা মৃত্যু বরণ করে তাদের তোমরা মৃত বল না বরং তারা জীবিত।কিন্তু তোমরা তা উপলব্ধি করতে পার না। এক্ষেত্রে কোরানে যাদের জীবিত বলা হয়েছে, তাদের কেও মৃত

বললে সে নিশ্চিতভাবে কোরানের বিরোধিতা করে। আর কোরানের বিরোধিতা করা মানে ইসলাম থেকে বেরিয়ে যাওয়া। কোরান অনুযায়ী তারা জীবিত আমরা তাদের অস্তিত্ব টের পেতে পারি আবার নাও পারি, সেটা ভিন্ন বিষয়।যেহেতু তাদের জীবনটি ভিন্ন জগতের তাই সাধারণত তাদের অস্তিত্ব টের পাওয়া যায় না। যেমন মালায়েকার অস্তিত্ব থাকা সত্ত্বেও পৃথিবীতে তাদের অস্তিত্ত্ব সচারচর টের পাওয়া যায় না। তবে মালায়েকগনের সঙ্গে আওলীয়াএ কেরামদের বা শহিদদের জীবনের মধ্যে একটু পার্থক্য আছে। আল্লাহর রাস্তায় শহিদ বা তার ওলীগনের পার্থিব জীবন সমাপ্তি ঘটার পর, আল্লাহর তরফ থেকে তাদেরকে পুনরায় জীবন দান করা হয় (তবে তা পার্থিব জীবনের অনুরুপ নয়) । কিন্তু তাদের সক্রিয়তা পার্থিব জীবনেরই মত,যা নিম্নোউক্ত হাদীস দ্বারা বোঝা যায়।

عَنْ مَسْرُوقٍ قَالَ: سَأَلْنَا عَبْدَ اللَّهِ (هو ابن مسعود -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ-) عَنْ هَذِهِ الْآيَةِ: ﴿وَلَا تَحْسَبَنَّ ٱلَّذِينَ قُتِلُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ أَمْوَٰتًاۚ بَلْ أَحْيَآءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ﴾ قَالَ: أَمَا إِنَّا قَدْ سَأَلْنَا عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم : «أَرْوَاحُهُمْ فِي جَوْفِ طَيْرٍ خُضْرٍ لَهَا قَنَادِيلُ مُعَلَّقَةٌ بِالْعَرْشِ تَسْرَحُ مِنْ الْجَنَّةِ حَيْثُ شَاءَتْ ثُمَّ تَأْوِي إِلَى تِلْكَ الْقَنَادِيلِ

মাসরুক থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন আমরা আব্দুল্লাহ ইব্ন মাসউদকে এ আয়াত সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলাম..... "আর যারা আল্লাহর পথে জীবন দিয়েছে, তাদেরকে তুমি মৃত মনে করো না, বরং তারা তাদের রবের নিকট জীবিত। তাদেরকে রিযক দেয়া হয়। তিনি

বলেন, জেনে রেখ, আমরাও এ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেছি, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, “তাদের রূহগুলি সবুজ পাখির পেটে, যার জন্য রয়েছে আরশের সাথে ঝুলন্ত প্রদীপ, সে জান্নাতের যেখানে ইচ্ছা ভ্রমণ করে, অতঃপর উক্ত প্রদীপে এসে আশ্রয় গ্রহণ করে।

(১)সহী মুসলিম,কিতাবুল ইমারাত,হাদীস নং-১৮৮৭(২)সুনানে ইবনে মাজাহ, কিতাবুল জিহাদ,হাদীস নং-২৮০১(৩)সুনানে তিরমিজি, কিতাবু জিহাদ,হাদীস নং-৩০১১(৪)সুনানে দারমী,কিতাবুজ জিহাদ,হাদীস নং-২১৪০

হাদিসে উল্লেখিত কোরানে আয়াত দ্বারা বোঝা যায়, শহীদ ও আল্লাহর ওলীগন (তারাও শহিদের অন্তর্গত) আল্লাহর তরফ থেকে রিযিক প্রাপ্ত হন । যেমন পার্থিব জীবনে আমরা আল্লাহর নিকট হইতে পেয়ে থাকি। হাদিসের মাধ্যমে এ-ও বোঝা যায় তারা জান্নাতের যেখানে খুশি বিচরণ করতে পারেন। তারপর আল্লাহর দানকৃত আশ্রয় স্থলে তারা ফিরে যান যেমনটি আমরা পৃথিবীবাসী পৃথিবীতে বিচরণ করে বেড়াই।অর্থাৎ এর দ্বারা বোঝা যায় পরকাল জীবনেও তাদের সক্রিয়তাও বজায় থাকে।আর এই প্রসঙ্গে ইবনে জওযি বলেনঃ

وَيدل على ذَلِك أَن الشُّهَدَاء بعد قَتلهمْ وموتهم أَحيَاء عِنْد رَبهم يُرْزقُونَ فرحين مستبشرين وَهَذِه صفة الْأَحْيَاء فِي الدُّنْيَا

সেই কারনে শহীদগন তাদের কতল ও তাদের মৃত্যু ঘটার পরও নিজের রবের নিকট জীবত এবং রিযিক প্রাপ্ত। আনন্দিত ও উৎফুল্ল পৃথিবীতে যারা বেচে আছে তাদের বৈশিষ্ট্য।

কিতাবুর রুহ, ইবনে কাইয়ুম জোউযি, খন্ড-১, পৃষ্ঠা-৩৬,

তবে মনে রাখতে হবে আল্লাহর ওলীগনের জীবন বারযাখি জগতের।এই জগত সম্পর্কে আল্লাহ তার কোরানে উল্লেখ করে বলেছেন!

ۖ وَمِن وَرَائِهِم بَرْزَخٌ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ

তাদের সামনে পর্দা(بَرْزَخٌ) আছে পুনরুত্থান দিবস পর্যন্ত..

(সুরা -মোমিন, আয়াত নং-১০০)

উক্ত আয়াতের আলোকে বলা যায় বারযাখ হলো আখেরাত ও দুনিয়ার মধ্যেকার একটি পর্দা যা কিয়ামত পর্যন্ত থাকবে। যেমন উক্ত আয়াতের তাফসীরেও বলা হয়েছে

حدثنا يونس، قال: أخبرنا ابن وهب، قال: قال ابن زيد، في قوله: (ومن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ) قال: البرزخ ما بين الموت إلى البعث.حُدِّثت عن الحسين، قال: سمعت أبا معاذ يقول: أخبرنا عُبيد، قال: سمعت الضحاك يقول: البرزخ: ما بين الدنيا والآخرة.

ইবনে জায়েদ বলেন বারযাখ হলো মৃত্যুর ও যেখানে নিয়ে যাওয়া হবে তার মাঝে যা কিছু আছে। হজরত দ্বাহহাক বলেন বারযাখ হলো দুনিয়া ও আখেরাতের মাঝে যা কিছু আছে।

তাফসীরে তাবারী,সুরা- মোমিন, আয়াত-১০০ এর তাফসীরে

حدثني محمد بن عمرو، قال: ثنا أبو عاصم، قال: ثنا عيسى، وحدثني الحارث، قال: ثنا الحسن، قال: ثنا ورقاء ، جميعا عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد، في قول الله: (بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ) قال: حجاب بين الميت والرجوع إلى الدنيا.

ইবনে আবি নাজিহ হইতে বর্ণিত হজরত মুজাহিদ বলেন ,আল্লাহর বানী পর্দা (بَرْزَخٌ) আছে পুনরুত্থান দিবস পর্যন্ত ইহার অর্থ হলো মৃত ব্যক্তি ও দুনিয়ায় প্রত্যাবর্তনের মাঝখানে পর্দা রয়েছে।

তাফসীরে তাবারী, সুরা- মোমিন, আয়াত -১০০ এর তাফসীরে

অর্থাৎ বারযাখ হলো এমন একটা যায়গা, যেটা দুনিয়া থেকে অন্তরাল হয়ে রয়েছে এবং তা আখেরাতের সঙ্গে সম্পর্কিত। কিন্তু এখানে বলে দেওয়া উত্তম মনে করি যে,কবরও বারযাখি বা আখেরাত সম্পর্কিত বিষয়।কেণ না অনেকের মতে কবর নাকি বারযাখি বিষয়ের অন্তর্ভুক্ত নয়।তাদের এই অতি চালাকি মূলক আপত্তির জবাবে প্রথমে বলব, তারা যদি কবর কে বারযাখি বা আখেরাতি বিষয় না ধরে তাহলে এটা তাদের নিকট পার্থিব বিষয়? এই প্রশ্নের উত্তর যেন তারা দেয় এবং তারা দাবির দলিল হিসাবে যেণ প্রমাণ পেশ করে। বরং আমি প্রমাণ দিতে পারব যে, কবরও একটি বারযাখি বিষয় যার সমর্থিত দলিল হিসাবে নিম্নোক্ত হাদীসটি পেশ করা যায়

حدثنا أبي حدثنا عمر بن علي حدثني سلمة بن تمام حدثنا علي بن زيد عن سعيد بن المسيب عن عائشه رضي الله عنها أنها قالت: ويل لأهل المعاصي من أهل القبور تدخل عليهم في قبورهم حيات سود أو دهم حية عند رأسه وحيه عند رجليه يقرصانه حتى يلتقيا في وسطه فذلك العذاب في البرزخ الذي قال الله تعالى " ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون

হযরত আয়েশা (রাঃআঃ) বলেন যে, পাপীদের কবর অত্যন্ত বিপদপূর্ণ ও ভয়াবহ জায়গা। তাদের কবরের মধ্যে কালো সর্প

তাদেরকে দংশন করতে থাকে। এই সর্পগুলোর মধ্যে একটি বিরাটাকার সাপ প্রত্যেকের শিয়রে থাকে এবং অনুরূপ আর একটি সাপ থাকে তার পায়ের কাছে। সাপ দু'টি তাকে দংশন করতে করতে এগোতে থাকে এবং দেহের মধ্যভাগে এসে উভয়ে মিলিত হয়। এটাই হলো বারযাখের শাস্তি যার কথা আল্লাহ তা'আলা এই আয়াতে বলেছেন

তাদের সামনে পর্দা (بَرْزَخ) আছে পুনরুত্থান দিবস পর্যন্ত।

তাফসীরে ইবনে কাসীর, পৃষ্ঠা- ৩৪৮

উক্ত হাদীস দ্বারা বোঝা যায় কবরও বারযাখের অন্তর্ভুক্ত বিষয়। কোন ব্যক্তি দুনিয়াবি মৃত্যু লাভ করার পর, কিয়ামত দিবস পর্যন্ত তাকে সেখানে থাকতে হবে। যদিও এখানে কাফীরের বারযাখি জীবনের ব্যাপারে উল্লেখ আছে কিন্তু মুদ্দা কথা সেটা নয় বরং মুদ্দা কথা হলো কবর হলো বারযাখি বিষয়ের অন্তর্ভুক্ত বিষয়। তাছাড়া একজন কাফীর, অত্যাচারী কিংবা পাপী ব্যক্তির বারযাখি জীবন ও একজন আল্লাহর ওলীর বারযাখি জীবনের মধ্যে অনেক পার্থক্য আছে তা দলিল সহকারে উল্লেখ করা হলো

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنُ مَدُّويَهْ التِّرْمِذِيُّ، حَدَّثَنَا الْقَاسِمُ بْنُ الْحَكَمِ الْعُرَنِيُّ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ الْوَلِيدِ الْوَصَّافِيُّ، عَنْ عَطِيَّةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، قَالَ دَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مُصَلاَّهُ فَرَأَى نَاسًا كَأَنَّهُمْ يَكْتَشِرُونَ قَالَ " أَمَا إِنَّكُمْ لَوْ أَكْثَرْتُمْ ذِكْرَ هَاذِمِ اللَّذَّاتِ لَشَغَلَكُمْ عَمَّا أَرَى فَأَكْثِرُوا مِنْ ذِكْرِ هَاذِمِ اللَّذَّاتِ الْمَوْتِ فَإِنَّهُ لَمْ يَأْتِ عَلَى الْقَبْرِ يَوْمٌ إِلاَّ تَكَلَّمَ فِيهِ فَيَقُولُ أَنَا بَيْتُ الْغُرْبَةِ وَأَنَا بَيْتُ الْوَحْدَةِ وَأَنَا بَيْتُ التُّرَابِ وَأَنَا بَيْتُ

الدُّودِ . فَإِذَا دُفِنَ الْعَبْدُ الْمُؤْمِنُ قَالَ لَهُ الْقَبْرُ مَرْحَبًا وَأَهْلاً أَمَا إِنْ كُنْتَ لأَحَبَّ مَنْ يَمْشِي عَلَى ظَهْرِي إِلَيَّ فَإِذْ وُلِّيتُكَ الْيَوْمَ وَصِرْتَ إِلَيَّ فَسَتَرَى صَنِيعِي بِكَ . قَالَ فَيَتَّسِعُ لَهُ مَدَّ بَصَرِهِ وَيُفْتَحُ لَهُ بَابٌ إِلَى الْجَنَّةِ . وَإِذَا دُفِنَ الْعَبْدُ الْفَاجِرُ أَوِ الْكَافِرُ قَالَ لَهُ الْقَبْرُ لاَ مَرْحَبًا وَلاَ أَهْلاً أَمَا إِنْ كُنْتَ لأَبْغَضَ مَنْ يَمْشِي عَلَى ظَهْرِي إِلَيَّ فَإِذْ وُلِّيتُكَ الْيَوْمَ وَصِرْتَ إِلَيَّ فَسَتَرَى صَنِيعِي بِكَ . قَالَ فَيَلْتَئِمُ عَلَيْهِ حَتَّى تَلْتَقِيَ عَلَيْهِ وَتَخْتَلِفَ أَضْلاَعُهُ . قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِأَصَابِعِهِ فَأَدْخَلَ بَعْضَهَا فِي جَوْفِ بَعْضٍ قَالَ " وَيُقَيِّضُ اللَّهُ لَهُ سَبْعِينَ تِنِّينًا لَوْ أَنَّ وَاحِدًا مِنْهَا نَفَخَ فِي الأَرْضِ مَا أَنْبَتَتْ شَيْئًا مَا بَقِيَتِ الدُّنْيَا فَيَنْهَشْنَهُ وَيَخْدِشْنَهُ حَتَّى يُفْضَى بِهِ إِلَى الْحِسَابِ " . قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " إِنَّمَا الْقَبْرُ رَوْضَةٌ مِنْ رِيَاضِ الْجَنَّةِ أَوْ حُفْرَةٌ مِنْ حُفَرِ النَّارِ "

আবূ সাঈদ রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, একবার রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (জানাযার) সালাতে দাঁড়ালেন। এমন সময় কিছু লোককে হাসাহাসি করতে দেখতে পেলেন। তখন তিনি বললেন, শোন, তোমরা যদি স্বাদ বিনষ্টকারী বিষয়টির বেশী আলোচনা করতে তবে তোমাদের যে অবস্থা দেখছি তা থেকে তোমাদের বিরত রাখত। (দুনিয়ার) স্বাদ বিনষ্টকারী বিষয় মৃত্যুর কথা বেশী স্মরণ রাখবে। কেননা এমন কোন দিন যায় না যে কবর এ কথা না বলেঃ আমি অপরিচিতদের ঘর, আমি একাকী থাকার ঘর, আমি মাটির ঘর, আমি পোকা-মাকড়ের ঘর।যখন কোন মু'মিন বান্দাকে দাফন করা হয় তখন কবর তাকে বলে ধন্যবাদ তোমার, আপনজনের মাঝে এসেছ তুমি। শোন আমার পৃষ্ঠে যারা চলা-ফেরা করত তাদের

মাঝে তুমিই ছিলে আমার কাছে সবচেয়ে প্রিয়, আজ যখন তুমি আমার তত্ত্বাবধানে এসেছ এবং আমারই তুমি হয়ে গেছ তখন তোমার সঙ্গে আমি কি আচরণ করি তা অচিরেই তুমি দেখতে পাবে। এরপর দৃষ্টি যতদুর যায় ততদুর পর্যন্ত কবর তার জন্য বিস্তৃত হয়ে যায় এবং জান্নাতের দিকে তার একটি দরজা খুলে দেওয়া হয়।আর যখন কোন কাফির বদকার বান্দাকে দাফন করা হয় তাকে কবর বলেঃ তোমার জন্য কোন মারহাবা নেই, তুমি তোমার আপন জনের কাছে পৌছ নাই। আমার পিঠে যারা বিচরণ করত তাদের মাঝে তুমিই ছিলে আমার কাছে সবচেয়ে ঘৃণ্য। আজ যখন তুমি আমার কবজায় এসেছ এবং আমার কাছেই চলে এসেছ তখন তোমার সঙ্গে আমার কি ব্যবহার হবে তা অচিরেই দেখতে পাবে। এরপর কবর তার উপর চেপে যায় ফলে তার পাজরের হাড্ডিগুলি একটি আরেকটির ভেতর ঢুকে পড়ে।আবূ সাঈদ রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেনঃ এ স্থানে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর এক হাতের আঙ্গুল আরেক হাতের আঙ্গুলে ঢুকিয়ে ইশারা করে দেখালেন।তিনি বলেনঃ তার উপর সত্তরটি বিরাট সাপ নিযুক্ত করে দেওয়া হয়। এর একটিও যদি দুনিয়ায় ঢুস দেয় তবে দুনিয়া যতদিন বাকী থাকবে ততদিনও আর তাতে কিছু উৎপাদিত হবে না। হিসাব-নিকাশের দিন পর্যন্ত এ সাপগুলি তাকে কামড়াতে থাকবে। খামচাতে থাকবে। রাবী বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ কবর তো হল জান্নাতের বাগানসমূহের একটি বাগান কিংবা জাহান্নামের গহ্বর সমূহের একটি গহ্বর।

সুনান আত তিরমিজি, হাদীস নং - ২৪৬৩

উক্ত হাদীস দ্বারা বোঝা যায় বদকার বা কাফীর ব্যক্তির ও মোমিন তথা আওলীয়াএ কেরামদের কবরের জীবন এক নয়। কাফীরের

কবর কে আল্লাহ সংকুচিত করে দিয়ে তাকে জান্নামের অংশে পরিণত করবেন। আর মোমিন তথা আওলীয়াএ কেরামদের কবর কে প্রশস্ত করে জান্নাতের বাগান বানিয়ে সেটি জান্নাতের অংশে পরিনত করা হবে। যদিও উক্ত হাদিসে আতিয়াহ আল উফি নামক রাবির কারণে সনদটি অত্যন্ত দুর্বল প্রকৃতির। কিন্তু তারপরেও হাদীসটি গ্রহন করতে সমস্যা নেই। কেণ না উক্ত হাদিসের বিষয়বস্তুর উপর সহি হাদিসের সমর্থন রয়েছে। আর উসুলে হাদীস অনুযায়ী জঈফ হাদিসের সমর্থনে কোন সহি হাদীস থাকলে উভয় হাদীস গ্রহনযোগ্যতা পায়। তার সমর্থিত দলিল হিসাবে নিম্নোক্ত হাদীসটি পেশ করা যায় যা উপরিউক্ত হাদিসের বিষয় বস্তুর অনুরুপ।

حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، ح وحَدَّثَنَا هَنَّادُ بْنُ السَّرِيِّ، حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، وَهَذَا لَفْظُ هَنَّادٍ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنِ الْمِنْهَالِ، عَنْ زَاذَانَ، عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ، قَالَ: خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي جَنَازَةِ رَجُلٍ مِنَ الْأَنْصَارِ، فَانْتَهَيْنَا إِلَى الْقَبْرِ وَلَمَّا يُلْحَدْ، فَجَلَسَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَجَلَسْنَا حَوْلَهُ كَأَنَّمَا عَلَى رُءُوسِنَا الطَّيْرُ، وَفِي يَدِهِ عُودٌ يَنْكُتُ بِهِ فِي الْأَرْضِ، فَرَفَعَ رَأْسَهُ، فَقَالَ: اسْتَعِيذُوا بِاللَّهِ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ مَرَّتَيْنِ، أَوْ ثَلَاثًا، زَادَ فِي حَدِيثِ جَرِيرٍ هَاهُنَا وَقَالَ: وَإِنَّهُ لَيَسْمَعُ خَفْقَ نِعَالِهِمْ إِذَا وَلَّوْا مُدْبِرِينَ حِينَ يُقَالُ لَهُ: يَا هَذَا، مَنْ رَبُّكَ وَمَا دِينُكَ وَمَنْ نَبِيُّكَ؟ قَالَ هَنَّادٌ: قَالَ: وَيَأْتِيهِ مَلَكَانِ فَيُجْلِسَانِهِ فَيَقُولَانِ لَهُ: مَنْ رَبُّكَ؟ فَيَقُولُ: رَبِّيَ اللَّهُ، فَيَقُولَانِ لَهُ: مَا دِينُكَ؟ فَيَقُولُ: دِينِيَ الْإِسْلَامُ، فَيَقُولَانِ لَهُ: مَا هَذَا الرَّجُلُ الَّذِي بُعِثَ فِيكُمْ؟ قَالَ: فَيَقُولُ: هُوَ

رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَيَقُولَانِ: وَمَا يُدْرِيكَ؟ فَيَقُولُ: قَرَأْتُ كِتَابَ اللَّهِ فَآمَنْتُ بِهِ وَصَدَّقْتُ زَادَ فِي حَدِيثِ جَرِيرٍ فَذَلِكَ قَوْلُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ (يُثَبِّتُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا) [إبراهيم: ٢٧] الْآيَةُ - ثُمَّ اتَّفَقَا - قَالَ: فَيُنَادِي مُنَادٍ مِنَ السَّمَاءِ: أَنْ قَدْ صَدَقَ عَبْدِي، فَأَفْرِشُوهُ مِنَ الْجَنَّةِ، وَافْتَحُوا لَهُ بَابًا إِلَى الْجَنَّةِ، وَأَلْبِسُوهُ مِنَ الْجَنَّةِ قَالَ: فَيَأْتِيهِ مِنْ رَوْحِهَا وَطِيبِهَا قَالَ: وَيُفْتَحُ لَهُ فِيهَا مَدَّ بَصَرِهِ قَالَ: وَإِنَّ الْكَافِرَ فَذَكَرَ مَوْتَهُ قَالَ: وَتُعَادُ رُوحُهُ فِي جَسَدِهِ، وَيَأْتِيهِ مَلَكَانِ فَيُجْلِسَانِهِ فَيَقُولَانِ: لَهُ مَنْ رَبُّكَ؟ فَيَقُولُ: هَاهْ هَاهْ هَاهْ، لَا أَدْرِي، فَيَقُولَانِ لَهُ: مَا دِينُكَ؟ فَيَقُولُ: هَاهْ هَاهْ، لَا أَدْرِي، فَيَقُولَانِ: مَا هَذَا الرَّجُلُ الَّذِي بُعِثَ فِيكُمْ؟ فَيَقُولُ: هَاهْ هَاهْ، لَا أَدْرِي، فَيُنَادِي مُنَادٍ مِنَ السَّمَاءِ: أَنْ كَذَبَ، فَأَفْرِشُوهُ مِنَ النَّارِ، وَأَلْبِسُوهُ مِنَ النَّارِ، وَافْتَحُوا لَهُ بَابًا إِلَى النَّارِ قَالَ: فَيَأْتِيهِ مِنْ حَرِّهَا وَسَمُومِهَا قَالَ: وَيُضَيَّقُ عَلَيْهِ قَبْرُهُ حَتَّى تَخْتَلِفَ فِيهِ أَضْلَاعُهُ زَادَ فِي حَدِيثِ جَرِيرٍ قَالَ: ثُمَّ يُقَيَّضُ لَهُ أَعْمَى أَبْكَمُ مَعَهُ مِرْزَبَّةٌ مِنْ حَدِيدٍ لَوْ ضُرِبَ بِهَا جَبَلٌ لَصَارَ تُرَابًا قَالَ: فَيَضْرِبُهُ بِهَا ضَرْبَةً يَسْمَعُهَا مَا بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ إِلَّا الثَّقَلَيْنِ فَيَصِيرُ تُرَابًا قَالَ: ثُمَّ تُعَادُ فِيهِ الرُّوحُ

বারা‘আ ইবনে আযিব (রাঃআঃ) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা আল্লাহর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গে আনসার গোত্রের এক ব্যক্তির জানাযায় শরীক হওয়ার জন্য রওয়ানা হয়ে কবরের নিকট গেলাম। কিন্তু তখনও কবর খনন শেষ হয়নি। তাই যখন আল্লাহর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বসলেন এবং আমরাও তাঁর চারিদিকে নীরবে তাঁকে ঘিরে বসে পড়লাম, যেন আমাদের মাথার

উপর পাখি বসে আছে। তখন তাঁর হাতে ছিলো একখানা লাঠি, তা দিয়ে তিনি মাটিতে দাগ কাটছিলেন।অতঃপর তিনি মাথা তুলে দুবার কিংবা তিনবার বললেন, তোমরা আল্লাহর নিকট কবরের আযাব থেকে আশ্রয় চাও। বর্ণনাকারী জারীর তার আরো উল্লেখ করেন, তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেন, মৃত ব্যক্তি তাদের জুতার শব্দ শুনতে পায় যখন তারা ফিরে যেতে থাকে, আর তখনই তাকে বলা হয়, হে অমুক! তোমার রব কে? তোমার দীন কি এবং তোমার নবী কে? হান্নাদ বলেন, তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, অতঃপর তার নিকট দু' জন ফিরিশতা এসে তাকে বসিয়ে উভয়ে প্রশ্ন করে, তোমার রব কে? তখন সে বলে, আমার রব আল্লাহ। তারা উভয়ে তাকে প্রশ্ন করে, তোমার দীন কি? সে বলে, আমার দীন হলো ইসলাম। তারা প্রশ্ন করে, এ লোকটি তোমাদের মধ্যে প্রেরিত হয়েছিলেন, তিনি কে? তিনি বলেন, সে বলে, তিনি আল্লাহর রাসূল। তারপর তারা উভয়ে আবার বলে, তুমি কি করে জানতে পারলে? সে বলে, আমি আল্লাহর কিতাব পড়েছি এবং তার প্রতি ঈমান এনেছি এবং সত্য বলে স্বীকার করেছি। হজরত জারিরের বর্ণনায় রয়েছেঃ এটাই হলো আল্লাহর এ বাণীর অর্থঃ ''যারা এ শাশ্বত বাণীতে ঈমান এনেছে তাদেরকে দুনিয়া ও আখিরাতে আল্লাহ সুপথ প্রতিষ্ঠিত রাখবেন।'' (সূরা ইবরাহীমঃ ২৭) এরপর বর্ণনাকারী জারির ও হান্নাদ উভয়ে একইরূপ বর্ণনা করেন। আল্লাহর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন অতঃপর আকাশ থেকে একজন ঘোষক ঘোষণ করেন, আমার বান্দা যথাযথ বলেছে, সুতরাং তার জন্য জান্নাতের একটি বিছানা বিছিয়ে দাও এবং তাকে জান্নাতের পোশাক পরিয়ে দাও। এছাড়া তার জন্য জান্নাতের দিকে একটা দরজা খুলে দাও। তিনি (সাল্লাল্লাহু

আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেন, সুতরাং তার দিকে জান্নাতের সুখ শান্তি আগত হতে থাকবে । তিনি আরো বলেন, তার কবর কে দৃষ্টিসীমা পর্যন্ত প্রশস্ত করে দেওয়া হবে ।অতঃপর আল্লাহর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কাফিরদের মৃত্যু প্রসঙ্গে বলেন, তার রূহকে তার শরীরের ফিরিয়ে আনা হয় এবং দু' জন ফিরিশতা এসে তাকে বসিয়ে প্রশ্ন করে, তোমার রব কে? সে উত্তর দেয়, হায়! আমি কিছুই জানি না। তারপর ঐ তারা প্রশ্ন করেন, তোমার দ্বীন কি? সে বলে, হায়! আমি কিছুই জানি না। তারা প্রশ্ন করে, এ লোকটি তোমাদের মধ্যে প্রেরিত হয়েছিলেন তিনি কে? সে বলে, হায়! আমি তো জানি না। তখন আকাশের দিক থেকে একজন ঘোষণাকারী ঘোষণা করেন, সে মিথ্যা বলছে। সুতরাং তার জন্য জাহান্নামের একটি বিছানা এনে বিছিয়ে দাও এবং তাকে জাহান্নামের পোশাক পরিয়ে দাও। আর তার জন্য জাহান্নামের দিকে দরজা খুলে দাও।তিনি বলেন, অতঃপর তার দিকে জাহান্নামের উত্তপ্ত বাতাস আসতে থাকে। এছাড়া তার জন্য তার কবরকে সংকীর্ণ করে দেয়া হয়, ফলে তার একদিকের পাজর অপর দিকের পাজরের মধ্যে ঢুকে যায়। বর্ণনাকারী জারির বর্ণিত হাদিসে রয়েছেঃ তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেন, অতঃপর তার জন্য এক অন্ধ ও বধির ফিরিশতাকে নিযুক্ত করা হয়, যার সঙ্গে একটি লোহার হাতুড়ি থাকবে, যদি এ দ্বারা পাহাড়কে আঘাত করা হয় তাহলে তা ধুলায় পরিণত হয়ে যাবে।আল্লাহর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, তারপর সে তাকে হাতুড়ি দিয়ে স্বজোরে আঘাত করা হয়া,সেই আঘাতের আওয়াজ পুর্ব ও পশ্চিমে যা কিছু তারা সকলে শুনতে পায় শুধু মানুষ ও জ্বীন ছাড়া। অতঃপর সে আঘাতে

ধুলোয় পরিনত হয়। তারপর তিনি বলেন, পুনরায় তার মধ্যে রূহ ফেরত দেয়া হয়।সুনানে আবু দাউদ, হাদীস নং-৪৭৫৩

অর্থাৎ উভয় হাদীস দ্বারা বোঝা যায় আল্লাহর ওলী গনের কবরস্থ জীবন যাপন যথেষ্ট স্বাচ্ছন্দ্যের।তাদের কবরে জান্নাতের সুখ স্বাচ্ছন্দের আগমন ঘটা ও তাদের কবর কে বিস্তৃত করে দেওয়া সেটারই প্রমাণ দেয়। আর যেহেতু হাদীস বলে আম্বিয়া, আওলীয়া কিংবা শহিদের রুহ জান্নাতের যে কোন স্থানে বিচরণ করতে পারে তাহলে উপরিউক্ত হাদীস অনুযায়ী, জান্নাতের অংশ বা বাগান হিসাবে তাদের কবরেও তাদের রুহ বিচরণ করতে সক্ষম। অর্থাৎ বলা যায় তাঁদের রুহ সক্রিয় আর কাফীরদের রুহ হলো নিষ্ক্রিয় । কেণ না কাফীর দের রুহ কারারুদ্ধ অবস্থায় থাকে। তাই আওলীয়াএ কেরামদের বারযাখি জীবন বলতে, আলামে বারযাখে তাদের রুহ মুবারকের সক্রিয়তা বোঝায়। তাদের জীবন টা কোন পার্থিব জীবের মত নয়। কেণ না জীব হওয়ার জন্য শ্বাসপ্রশ্বাসের প্রয়োজন আর কবরে তার সুযোগ নেই। তবে জীবনের জন্য জীব হওয়াও শর্ত নয়। তাই আমাদের মত পার্থিব জীবের জীবনের সঙ্গে, "কবরস্থ আম্বিয়া", আওলীয়া কিংবা শহিদ গনের জীবনের সঙ্গে তুলনা করা টা মাথামোটামি। যেমন আল্লাহ তা'আলা হাইউ অর্থাৎ জীবিত কিন্ত এক্ষেত্রে তার সক্রিয়তা বোঝাবে। কেণ না তিনি না তো জীব না তো জড় । তেমনই আওলীয়াএ কেরামদের জীবন মানে পার্থিবীয় জীবনের অনুরুপ নয় যে, যেখানে শ্বাসপ্রশ্বাসের প্রয়োজন রয়েছেন ।বরং তাদের জীবন বলতে তাদের সক্রিয়তা কে বোঝায়।

এছাড়া আওলীয়াএ কেরামদের কবরের সক্রিয় জীবন সম্পর্কে বহু ঘটনা বর্ণিত আছে যার দ্বারা প্রমাণ হয় তারা কিভাবে কবরে জীবিত। তাদের সেই জীবন সম্পর্কিত ঘটনার মাধ্যমে তাদের কবরের জীবন কে তুলে ধররার চেষ্টা করব ইনশাআল্লাহ! তাই সেই সম্পর্কিত কয়েকটি ঘটনা নিম্নে উল্লেখ করা হলো।

প্রথম ঘটনাঃ

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ المَلِكِ بْنِ أَبِي الشَّوَارِبِ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ عَمْرِو بْنِ مَالِكٍ النُّكْرِيُّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي الجَوْزَاءِ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: ضَرَبَ بَعْضُ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خِبَاءَهُ عَلَى قَبْرٍ وَهُوَ لَا يَحْسِبُ أَنَّهُ قَبْرٌ، فَإِذَا فِيهِ إِنْسَانٌ يَقْرَأُ سُورَةَ تَبَارَكَ الَّذِي بِيَدِهِ المُلْكُ حَتَّى خَتَمَهَا، فَأَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي ضَرَبْتُ خِبَائِي عَلَى قَبْرٍ وَأَنَا لَا أَحْسِبُ أَنَّهُ قَبْرٌ، فَإِذَا فِيهِ إِنْسَانٌ يَقْرَأُ سُورَةَ تَبَارَكَ المُلْكِ حَتَّى خَتَمَهَا. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «هِيَ المَانِعَةُ، هِيَ المُنْجِيَةُ، تُنْجِيهِ مِنْ عَذَابِ القَبْرِ

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ

ইবনে আব্বাস রাদিআল্লাহু আনহু হইতে বর্ণিত

, তিনি বলেনঃ কোন এক সময় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর এক সাহাবী একটি কবরের উপর তার তাবু খাটান... তিনি জানতেন না যে, সেটি একটি কবর। তিনি হঠাৎ বুঝতে পারেন যে, কবরের ভিতরে একটি লোক সূরা আল-মুলক পাঠ করছে। সে তা পাঠ করে সমাপ্ত করলো তারপর তিনি নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি

ওয়াসাল্লাম-এর নিকটে এসে বললেনঃ ইয়া আল্লাহর রাসূল! আমি একটি কবরের উপর তাঁবু খাটাই আমি জানতাম না যে, তা কবর। হঠাৎ বুঝতে পারি যে, একটি লোক সূরা আল-মুলক পাঠ করছে এবং তা সমাপ্ত করেছে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেনঃ এ সূরাটি প্রতিরোধকারী নাজাত দানকারী। এটা কবরের আযাব হতে তিলাওয়াতকারীকে নাজাত দান করে।

(১)সুনানে তিরমিযি,অধ্যায়ফাজাএলে কোরান,হাদীস নং-২৮৯০(২)মু'জামুল,কাবীর, হাদীস নং১২৮০১(৩)শুয়েবুল ইমান, হাদীস নং-২২৮০(৪)ইমাম আবু নাউয়েম, হিলিয়াতুল আওলীয়া,খন্ড-৩, পৃষ্ঠা-৮৩(৫)তাফসীরে কুরতুবি,সুরা মুলক,আয়াত-১,এর তাফসীরে

উক্ত হাদীসে কবরের ভীতর সুরা মুলক পাঠ করার ঘটনা থেকে প্রমাণ হয় ব্যক্তিটি কবরের মধ্যেও জীবত। নৈলে কবরের মধ্যে সুরা মুলক পাঠ করা সম্ভব নয়। এসব ঘটনা দ্বারা আল্লাহর ওলীগনের কবরস্ত সক্রিয় জীবনের নমুনা পাওয়া।যার মাধ্যম আল্লাহর ওলীগন কোরান তিলাওয়াত মত আমলও করতে সক্ষম হন।

দ্বিতীয় ঘটনাঃ

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ , قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ، عَنِ الرَّبِيعِ بْنِ سَعْدٍ الْجُعْفِيِّ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَابِطٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «حَدِّثُوا عَنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ فَإِنَّهُ كَانَتْ فِيهِمُ الْأَعَاجِيبُ» ثُمَّ أَنْشَأَ يُحَدِّثُ قَالَ: " خَرَجَتْ رُفْقَةٌ مَرَّةً يَسِيرُونَ فِي الْأَرْضِ فَمَرُّوا بِمَقْبَرَةٍ، فَقَالَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ: لَوْ صَلَّيْنَا رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ دَعَوْنَا اللَّهَ لَعَلَّهُ يُخْرِجُ لَنَا بَعْضَ أَهْلِ هَذِهِ

الْمَقْبَرَةِ فَيُخْبِرُنَا عَنِ الْمَوْتِ " قَالَ: " فَصَلُّوا رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ دَعَوْا، فَإِذَا هُمْ بِرَجُلٍ خِلَاسِيٍّ قَدْ خَرَجَ مِنْ قَبْرٍ يَنْفُضُ رَأْسَهُ، بَيْنَ عَيْنَيْهِ أَثَرُ السُّجُودِ، فَقَالَ: يَا هَؤُلَاءِ مَا أَرَدْتُمْ إِلَى هَذَا؟ لَقَدْ مِتُّ مُنْذُ مِائَةِ سَنَةٍ [ص:53] فَمَا سَكَنَتْ عَنِّي حَرَارَةُ الْمَوْتِ إِلَى السَّاعَةِ، فَادْعُوا اللَّهَ أَنْ يُعِيدَنِي كَمَا كُنْتُ

হাদীস বর্ণনা করেছেন ইশাখ বিন ইসমাঈল তিনি বলেন আমাকে হাদীস বর্ণনা করেছেন ওয়াকিই এবং আব্দুল্লাহ বনি নুমাইর তিনি বলেন রাবিয়া বিন সায়াদ জায়াফি বর্ণনা করেছেন তিনি বলেন আব্দুর রহমান বিন সাবিত বর্ণনা করেছেন তিনি বলেন

হজরত জাবীর বিন আব্দুল্লাহ হইতে বর্নিত... তিনি বলেন রসুলুল্লাহ সাল্লালাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফরমান তোমরা বনী ইসরাইলদের ঘটনা বর্ণনা করো কেননা তাদের মাঝে অনেক আশ্চর্যজনক ঘটনা সংগঠিত হয়েছে। এরপর রাসূলে আকরাম সাল্লালাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম একটি ঘটনা বর্ণনা করলেন,একদা বনী ইসরাইলের কয়েকজন বন্ধু বের হল। তারা একটি কবরস্থানের পাশ দিয়ে অতিক্রম করছিল। তারা নিজেদের মধ্যে বলাবলি করলো আমরা যদি, দুই রাকাত নামায আদায় করে আল্লাহর নিকট দুয়া করি তাহলে আল্লাহ তায়ালা হয়তো কবরের কোন ব্যক্তিকে আমাদের সামনে উপস্থিত করবেন। সে মৃত্যুর সম্পর্কে আমাদের বলবে। অতঃপর তারা দুরাকাত নামাজ আদায় করলো এবং আল্লাহর দোয়া করলো হঠাৎ এক ব্যক্তি মাথা থেকে মাটি পরিষ্কার করতে করতে কবর থেকে বের হয়ে এল। তার কপালে সিজদার চিহ্ন ছিল। সে বলল, তোমরা কী চাও...? আমি একশ বছর পূর্বে মৃত্যুবরণ করেছি। এখনও আমার দেহ থেকে

মৃত্যুর যন্ত্রনা হ্রাস পায়নি। আল্লাহর নিকট দুয়া করো, যাতে তিনি আমাকে পূর্বের স্থানে (কবরে) ফেরত পাঠিয়ে দেন।

(১)মুসান্নাফে ইবনে আবি শাইবা,হাদীস নং-২৫৯০৫ (২)ইমাম ইবনে হাজার আস্কালানী.,মাসানিদে সামানিয়া,হাদীস নং-৮০৭(৩)মুসনাদে আবদ বিন হুমাইদ, হাদীস নং-১১৬৪(৪)ফাওয়াইদে তামাম রাযি, পৃষ্ঠা-২১৭(৫)তাম্বিউল গাফেলিন, আহাদিসে আম্বীয়া ওয়াল মুরসালিন,পৃষ্ঠা-১১(৬)ইবনে আবি শাইবাহ, আল আদাব,পৃষ্ঠা-২০৬(৭)ইবনে আবিদ দুনিয়া ., মান আশা বা'দাল মাউত,,পৃষ্ঠা-৫৮(৮)ফুনুন আল আজাইব,পৃষ্টা-১১৯,১২০(৯)মাজালিশ মিন আমালি, পৃষ্ঠা-৩৯৩

(১০) খাতিব বাগদাদী,আল-জামে আখলাকির রাবী হাদীস নং-১৩৭৮(১১)ইবনে আবি দাউদ, আল-বা'আস, হাদীস নং-৫(১২)আজ-জুহদ, ইমাম ওয়াকী ইবনে জাররাহ, পৃষ্ঠা-৫৪ (১৩) ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বল, কিতাব- আজ-জুহদ,পৃষ্ঠা-৮৮(১৪) মাজালিস মিন আমালি ইবনে মান্দাহ, ইবনে মান্দাহ, হাদীস নং- ৩৯৩(১৫)ইমাম জালাল উদ্দিন সুয়ুতী, শরহুস সুদুর, পৃষ্ঠা-.৪৩

উক্ত ঘটনাও আল্লাহর ওলীগনের কবরে সক্রিয় জীবনের প্রমাণ দেয়। উক্ত ঘটনায় নিশ্চিত ভাবে বনী ইসরাঈলের নেক কবর বাসী দ্বয়ের বর্ণনা হয়েছে। কারণ উক্ত বর্ণনায় তাদের মাথায় সেজদার চিহ্নের কথা উল্লেখ আছে ,যা প্রমান করে উক্ত কবরবাসী নেক বা স্বলেহ বা আল্লাহর ওলী ছিলেন।

চতুর্থ অধ্যায়

কোরান হইতে আওলীয়াএ কেরাম কর্তৃক ওসীলার প্রমাণ

আলোচনার বিষয়বস্তু হলো, কোরানের আলোকে আল্লাহর ওলীদের ওসীলা গ্রহনের বৈধতা ও তার মাধ্যমে কল্যান সাধনের প্রমাণ। এবং তারা হলেন আল্লাহর নিযুক্ত সাহায্যকারী। তবে তার পুর্বে

এই বিষয়ে কিছু আপত্তি নিয়ে আলোচনা করা যাক। যেগুলি সাধারণত ওসীলা বিরোধী দলগুলি করে থাকে। তাদের আপত্তির ভিত্তি হলো কিছু কোরানের আয়াত। যার দ্বারা বিভিন্ন অপযুক্তি ও অপব্যাখ্যার মাধ্যমে তাদের আপত্তির সুত্র গুলি তারা বাঁদতে চায় । তাই প্রথমে তাদের আপত্তি গুলি একে একে পর্যালোচনা করব এবং সেগুলির যথাযথ জবাব দেওয়ার চেষ্টা করব।তারপর মূল বিষয়, ওসীলা বিষয়ক আলোচনার দিকে অগ্রসর হব।

ওসীলার বিপক্ষে আপত্তি ও তার জবাব সমূহ

তাদের প্রথম আপত্তিঃ

اِنَّ الَّذِيْنَ تَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ عِبَادٌ اَمْثَالُكُمْ فَادْعُوْهُمْ فَلْيَسْتَجِيْبُوْا لَكُمْ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ

আল্লাহ ছাড়া যাদেরকে তোমরা ডাক তারা তোমাদের মতই বান্দাহ্ তাদেরকে ডাকতে থাক, তোমরা যদি সত্যবাদী হয়ে থাক তাহলে তারা তোমাদের ডাকে সাড়া দিক সুরা -আরাফ, আয়াত-১৯৪

আলোচনাঃ উক্ত আয়াতের মাধ্যমে তারা প্রমাণ করার চেষ্টা করে, আম্বীয়া ও আওলীয়াগন যেহেতু আল্লাহর বান্দা তাই তাদের নিকট সাহায্য প্রার্থনা করা বৈধন নয় বরং শির্ক।কারণ ইহা আল্লাহর জন্য খাস, শুধু ডাকতে হলে তাকে ডাকো।

আমার জবাবঃ প্রথমত,ওসীলা বিরোধীদের কে বলব আল্লাহ কে ডাকা বলতে কি শুধু প্রত্যক্ষ ডাক বোঝায়? নাকি তাকে

পরক্ষভাবে কোন ওসীলা দ্বারাও ডাকা সম্ভব? আমরা তো কখনই আল্লাহ কে ডাকার বিষয়ে অস্বীকার করিনা। তাই বলব এক্ষেত্রে এসব আয়াতের কোন প্রাসঙ্গিকতা থাকে না। তাছাড়া এখানে বলা হয়েছে তোমরা যাদের কে ডাকো! কিন্তু প্রশ্ন হলো তোমরা বলতে কারা এখানে উদ্দেশ্যিত? এবং যাদের কে ডাকা হচ্ছে তারা কারা? তাদের মতো বলতে কাদের মতো বান্দা আর কেমনই বা বান্দা? এখানে ডাকো বলতে কোন ধরণের ডাকের কথা বলা হয়েছে? তা কি ইবাদতের ডাক নাকি সাহায্য প্রার্থনার ডাক? তার মর্মভেদ না জেনে আদৌ কি হুকুম বয়ান করা যায়? যদি এই দিক গুলি না দেখে এসব সংবেদনশীল বিষয়গুলি আয়াতের শাব্দিক বিন্যাসের উপরই বিচার কেও করে তাহলে সেটা তাদের হটকারিতা ছাড়া কিছু না। তাই উক্ত শাব্দিক বিন্যাসের ঈঙ্গিত গুলি বোঝার জন্য কোরানের জ্ঞানী ব্যক্তিদেরই দারস্থ হওয়া প্রয়োজন। কেণ না আল্লাহ তা'আলা কোরানে তেমনটাই উপদেশ দিয়েছেন

فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ

যদি তোমাদের(পর্যাপ্ত) জ্ঞান না থাকে জ্ঞানীগুনিদের জিজ্ঞাসা করে নাও। (সুরা- নাহাল,আয়াত-৪৩)তাই কোন আয়াতের সঠিক ব্যখ্যা না জেনে তার মাধ্যমে দলিল নিতে গেলে ভ্রষ্টতার ভয় আছে। তাই আহলে তাফসীরদের দ্বারস্থ হওয়া একান্ত জরুরি।উল্লেখিত আয়াত সম্পর্কে তাফসীরকারকগন কি বলেন দেখা যাক। তারপর আলোচনা ভিত্তিক জবাবের দিকে অগ্রসর হবো ইনশাল্লাহ। নিচে উক্ত আয়াতের তাফসীরঃ

ذكر تعالى أنها عبيد مثل عابديها أي مخلوقات مثلهم.

আল্লাহ্‌ তাআলা ফরমান, তাহারা তো তাদের উপাসকদের মত বান্দা অর্থাৎ তাদের সাদৃশ্য মাখলুক।তাফসীরে ইবনে কাসীর,সুরা-আরাফ, আয়াত-১৯৪

আলোচনাঃ উক্ত তাফসীর দ্বারা বোঝা যায় এখানে তোমরা বলতে উদ্দেশ্য হলো কাফীর - মুশরিকগন। আর যাদের তারা ডাকে তারা হলো তাদের উপাস্য মুর্তি সমূহ। আর এখানে বান্দা বলতে সৃষ্টির বিচারে বান্দা। বান্দা বলতে আল্লাহর কোন নেক কিংবা অন্য কোন বান্দা নয়। যেহেতু কাফীর ও মুশরিক আল্লাহর সৃষ্টি আর তাদের মুর্তিও আল্লাহর সৃষ্ট, সৃষ্টিজাত উপাদান দিয়ে তৈরি তাই সৃষ্টির বিচারে তারা উভয়ই একে অপরের মত বান্দা। সৃষ্টির সাদৃশ্যতার খাতিরে,তাদের ও তাদের মা'বুদকে এখানে বান্দা বলা হয়েছে।আসলে এখানে আবিদ ও মা'বুদের সম্পর্কের ধরণ বোঝাতে কথাগুলি সাধারণত বলা হয়েছে।আর যেহেতু তাদের সম্পর্ক আবিদ আর মা'বুদের তাই এখানে ডাকা বলতেও ইবাদতের ডাকের কথাই বলা হয়েছে।কেণ না ইবাদতও মা'বুদ কে ডাকার একটি পদ্ধতি । এই বিষয়টি কে ইমাম কুরতুবি আরো খুলাসার সহিত ব্যখ্যা করেছেন।

إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم حاجهم في عبادة الأصنام . تدعون : تعبدون . وقيل : تدعونها آلهة . " من دون الله " أي من غير الله . وسميت الأوثان عبادا لأنها مملوكة لله مسخرة . الحسن : المعنى أن الأصنام مخلوقة أمثالكم ."

আল্লাহ তাআলা ফরমান আল্লাহ ছাড়া যাদের তোমরা ডাকো, তারা তোমাদের মতই বান্দা। তাদের উদ্দেশ্য হলো মুর্তি পূজা। .(

(تدعون তোমরা যাদের ডাকো...ইহার অর্থ হলো তোমরা যাদের ((تعبدون ইবাদত করো। এবং বলা হয়েছে তোমার যেসব ইলাহদের আল্লাহর সমতুল্য করে ডাকো অর্থাৎ আল্লাহ ছাড়া (যে ইলাহদের ডাকো) এবং মুর্তিদের নাম রাখা হলো ইবাদ বা বান্দা কারণ তারা আল্লাহর মিলকিয়াত,। একটি সুন্দর কৌতুক ইহার অর্থ হলো এই যে.. মুর্তিরা মাখলুকাতের দিক থেকে তোমাদের সাদৃশ্য।

তাফসীরে কুরতুবী,সুরা-আরাফ,আয়াত-১৯৪

উক্ত তাফসীরেও ইমাম কুরতুবি একি ধরণের মন্তব্য করেছেন। সৃষ্টির সাদৃশ্যতার কারণেই তাদের কে বান্দা বলে অবিহিত করা হয়েছে। আর যেহেতু মুর্তিগুলি জড় পদার্থের তাই তারা সাড়া দিতে অক্ষম। যে কারণে আল্লাহ কাফীরদের চ্যালেঞ্জ করেছে যদি তোমরা সত্যবাদী হয়ে থাকো তোমাদের জড় বস্তুদের বলো যে, তারা যেণ সাড়া দেয়। এবং আল্লাহ তা'আলা উপহাস করে উপাসক ও উপাস্য বস্তু, উভয় কে বান্দা বলে অবিহিত করেছেন। কেণ না উভয়ই আল্লাহর মিলকিয়াত ও সৃষ্টি ভুক্ত ।

দ্বিতীয়ত, যে বা যারা আম্বিয়া ও আওলীয়াদের নিকট ওসীলার ব্যাপারে আপত্তি করতে তাদের কে মুর্তিদের সঙ্গে তুলনা করতে চায় সেটা তাদের ধৃষ্টতা ছাড়া কিছু না। আম্বিয়া - আওলীয়া আর মুশরিকদের দেবদেবীর মুর্তিগুলি এক নয়।কারণ মুর্তি একটি কাল্পনিক ও মুশরিকদের বানানো ঘৃণ্য রুপ । আর আম্বিয়া আওলীয়াগন আল্লাহর শ্রেষ্ঠ সৃষ্টির বাস্তব রুপ। তাই তাদের সঙ্গে কোন কাল্পনিক, কোন ঘৃণ্য বিষয়ের তুলনাই চলে না।

তৃতীয়ও, আম্বিয়া- আওলীয় হলেন আল্লাহ প্রিয় মাখলুকের অন্তর্ভুক্ত। আর দেবদেবীর মুর্তি হলো, আল্লাহর অপ্রিয় বস্তুর অন্তর্ভুক্ত।

আল্লাহর প্রিয় বান্দাদের সাথে আল্লাহর অপ্রিয় বস্তুর তুলনা করা টা চরম প্রকৃতির ঘৃণীত একটি বিষয়।

চতুর্থত, কাফীর- মুশরিকগন তাদের দেব দেবীর উপসনা করতো আর তাদেরকে মা'বুদ মনে করে ডাকতো। আমরা না তো কোন নবী রসুলের কিংবা কোন ওলীর উপাসনা করি, না তাদের কে মা'বুদ মনে করে ডাকি। ইবাদত কিংবা ইবাদতের ডাকের ক্ষেত্রে শুধু আল্লাহ কে তার যোগ্য মনে করি। এবং তাকেই একমাত্র মা'বুদ বলে বিবেচিত করি। শুধু আল্লাহর ওলীগনকে আল্লাহর পক্ষ থেকে নিয়োজিত বান্দা হিসাবে, তাদের ওসীলা তলব করি।

দ্বিতীয় আপত্তিঃ

قُلِ ادْعُوا الَّذِيْنَ زَعَمْتُمْ مِّنْ دُوْنِهٖ فَلَا يَمْلِكُوْنَ كَشْفَ الضُّرِّ عَنْكُمْ وَلَا تَحْوِيْلًا

বলুনঃ যাদের কে তার সমপর্যায়ে তোমরা মনে করে আহব্বান কর। কিন্ত তারা তো তোমাদের কষ্ট দুর করার ও পরিবর্তন করার মালিকানা রাখে না ।সুরা- বনী ইসরাঈল,আয়াত-৫৬

আমার উত্তরঃ প্রথমেত, উক্ত আয়াতে يَمْلِكُوْنَ দ্বারা মালিকানার কথা বলা হয়েছে। অর্থাৎ তারা স্বীয় ক্ষমতায় ক্ষমতাবান নন সেই বিষয়ে এখানে বলা হয়েছে। আর আমরা কখনো বলি না আল্লাহর ওলীগনের কাছে চাইলে, নিজস্ব ক্ষমতা দ্বারা তারা দুঃখ কষ্ট দুর করতে পারে। বরং আমাদের আকীদা হলো তাদের ওসীলায় কিংবা আল্লাহর প্রদত্ত ক্ষমতায় তাদের মাধ্যমে দুঃখ - কষ্ট দূর হয়।

দ্বিতীয়ত, ওসীলা বিরধী রা দোয়া শব্দ দেখলেই তাদের আর খুশির ঠিকানা থাকে না। কিন্ত দোয়া বললেই সবসময় সাহায্যকারী আহব্বান কিংবা প্রার্থনাকারী ডাক বোঝাবে তেমন কোন শর্ত নেই। কোরানে যেখানে যেখানে আল্লাহ ব্যতীত অন্যের দোয়ার ব্যাপারে

নিষেধাজ্ঞা এসেছে সর্বত্রই ইবাদত কেই বোঝানো হয়েছে। আর ইবাদতও একটি দোয়া যেটা হয় তো ওসীলা বিরোধী রা ভুলে যায়। যেহেতু বিরোধী রা এমন কোন আয়াত দেখাতে পারবে না, যেখানে সাহায্য প্রার্থনা করা নিষেধ করা হয়েছে। তাই তাদের ইবাদত সম্পর্কিত আয়াত ছাড়া কোন সম্বল নেই। যেমন উক্ত আয়াতের তাফসীর অনুযায়ীও একি বিষয় প্রতিয়মান হয় যে, এখানে ইবাদত কে দোয়া বলে অবিহিত করা হয়েছে।

يقول تعالى "قل" يا محمد لهؤلاء المشركين الذين عبدوا غير الله "ادعوا الذين زعمتم من دونه" من الأصنام والأنداد فارغبوا إليهم "ف" إنهم "لا يملكون كشف الضر عنكم" أي بالكلية "ولا تحويلا" أي بأن يحولوه إلى غيركم والمعنى أن الذي يقدر على ذلك هو الله وحده لا شريك له الذي له الخلق والأمر. قال العوفي عن ابن عباس في قوله "قل ادعوا الذين زعمتم" الآية قال كان أهل الشرك يقولون نعبد الملائكة والمسيح وعزيرا

আল্লাহ তাআলা বলেন ইয়া মুহাম্মাদ সাল্লালাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আপনি মুশরিকিনদের বলেদিন, তোমরা যারা আল্লাহ ছাড়া অন্যের ইবাদত করো। আল্লাহ ছাড়া যে সব মুর্তিদের ডাকো আর তাদের প্রতি নিবিষ্ট হও, না তো তারা তোমাদের কষ্ট দূর করতে সক্ষম, না অন্যকে কষ্টে ফেলে রাখতে ক্ষমতা রাখে। আল্লাহই একমাত্র ইহাতে ক্ষমতাবান। আওফি হজরত ইবনে আব্বাসের সুত্রে বলেন, বলুন তোমরা ডাকো যাদের (উপাস্য)মনে করো.......... পুরো আয়াত।

মুশরিকরা বলতো, আমরা মালাইকা এবং ইসা মাসিহ ও উযাইরের ইবাদত করি। তাফসীরে ইবনে কাসীর,সুরা বনী ইসরাঈল, আয়াত-৫৬

উক্ত তাফসীর অনুযায়ী এখানে ইবাদত কে দোয়া বলে অবিহিত করা হয়েছে।আমরা আল্লাহর নেক বান্দাদের সাহায্য প্রার্থনার্থে ডাকি বটে কিন্ত তাদের ইবাদত করিনা।ইবাদত একটি দোয়া হলেও সব দোয়া ইবাদত নয়।তাছাড়া কোরানে এমন কোন আয়াত নেই যেখানে মোমিন কিংবা আম্বিয়া কিংবা আওলীয়া বলে সরাসরি উল্লেখ করে দেওয়া হয়েছে যে, তোমরা তাদের সাহায্যকারী মনে করো না বা ডেকো না। কিন্তু তারা তো অপব্যাখ্যাকারী তারা শুধু সেই সব আয়াত খুঁজে পায় যেগুলি কাফীর ও মুশরিকদের উদ্দেশ্যে অবতীর্ণ হয়েছে কিংবা তাদের উদ্দেশ্যে বলা হয়েছে।

তৃতীয় আপত্তিঃ

اَفَحَسِبَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْٓا اَنْ يَّتَّخِذُوْا عِبَادِىْ مِنْ دُوْنِىْٓ اَوْلِيَآءَ ؕ اِنَّآ اَعْتَدْنَا جَهَنَّمَ لِلْكٰفِرِيْنَ نُزُلًا

যারা কুফুরী করেছে তারা কি মনে করে যে, তারা আমার বান্দাহদেরকেই আমার ব্যাতিত ওলী বানিয়ে নেবে... ? আমি কাফিরদের মেহমানদারির জন্য জাহান্নাম প্রস্তুত করে রেখেছি।

সুরা কাহাফ,আয়াত-১০২

উক্ত আয়াতে ওলী শব্দ দেখেই ওসীলা বিরোধীরা খুশি তে একেবারেই গদগদ। যেহেতু আমরা আল্লাহর নেক বান্দাদের (আল্লাহর নিযুক্ত)ওলী বা সাহায্যকারী মনে করি, তখন চালাকি মেরে নিম্নোক্ত আয়াত টি পেশ করে।তবে উক্ত আয়াতের জবাব কয়েক ভাবে দেওয়া

যায় প্রথমত, উক্ত আয়াতের اَلَّذِيْنَ كَفَرُوْٓا যারা কুফরী করেছে উদ্ধৃতি দ্বারা বোঝা যায় কথাটি কাফীরদের উদ্দেশ্য করে বলা হচ্ছে যে, তারা কি মনে করে আল্লাহ কে ছেড়ে তার বান্দাদের কেই ওলী বানিয়ে নিতে পারবে ? এটাই হলো উক্ত আয়াতের সার মর্ম, কেণ না আল্লাহ কে ওলী না মেনে অন্য কাওকে ওলী বানিয়ে ফেলার কোন সার্থকতা নেই। কিন্ত আমরা আল্লাহ কে ও ওলী মানি তার রসুল কে ও ওলী হিসাবে মানি আর তার মোমিন বান্দাদের কে ও ওলী মনে করি।

দ্বিতীয়ত, উক্ত আয়াতের , اَفَحَسِبَ শব্দ দ্বারা খেয়ালখুশি মতবাদের কথা বোঝানো হয়েছে । কেণ না কাফীর সম্প্রদায় নিজেদের খেয়ালখুশি মত আল্লাহর বান্দাদের আল্লাহর সম পর্যায়ের ওলী মনে করে তাদের ইবাদত করত।অর্থাৎ তারা আল্লাহর বান্দাদের মা'বুদ হিসাবে ওলী বলে ধারণা করত যেটা তাদের মনগড়া মতবাদের অন্তর্ভুক্ত। এবং নিম্নোক্ত তাফসীরেও সেটাই বোঝানো হয়েছে।

قوله تعالى : أَفَحَسِبَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنْ يَتَّخِذُوا عِبَادِي مِنْ دُونِي أَوْلِيَاءَ إِنَّا أَعْتَدْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ نُزُلا (102)يقول عزّ ذكره: أفظن الذين كفروا بالله من عبدة الملائكة والمسيح، أن يتخذوا عبادي الذين عبدوهم من دون الله أولياء

আল্লাহ তাআলা ফরমান ঃ তারা কি মনে করে যারা কুফরি করে যারা আমার বান্দাদেরকেই আমার সমকক্ষ বা সমতুল্য, অবিভাবক বানিয়ে নেবে ? আমি অবস্যই জাহান্নামকে মেহমানদারী হিসাবে কাফীরদের জন্য বানিয়ে রেখেছি। তারা কি ভাবে যারা কুফরি করে আল্লাহর প্রতি, মালাইকা ও ইশা মাসিহর ইবাদত করা মাধ্যমে,

যারা তাদেরই ইবাদতকারী তারা কি মনে করে তারা আল্লাহ কে ছেড়ে ওলী বানিয়ে নেবে ...?

:حدثنا القاسم، قال: ثنا الحسين، قال: ثني حجاج، عن ابن جريج، في قوله (أَفَحَسِبَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنْ يَتَّخِذُوا عِبادي مِنْ دُونِي أَوْلِياءَ) قال: يعني من يعبد المسيح ابن مريم والملائكة، وهم عباد الله، ولم يكونوا للكفار أولياء

. হাদীস বয়ান করেন কাসীম, তিনি বলেন আমাকে হাদীস বর্ণনা করেছেন হুসাইন তিনি বলেন আমাকে হাদীস বর্ণনা করেছেন হিজাজ তিনি বলেন ইবনে জুরাইজ বর্ণনা করেন তিনি বলেন, তারা কি মনে করে যারা কুফরি করে তারা আমার বান্দাদেরই আমার সমকক্ষ বা সমতুল্য অবিভাবক বানিয়ে নেবে...? আমি অবস্যই জাহান্নামকে মেহমানদারী হিসাবে কাফীরদের জন্য বানিয়ে রেখেছি। তিনি বলেন ইহার অর্থ হলো। যারা ইবাদত করে ইশা ইবনে মারিয়াম এবং মালাইকাদের, এবং তারা হলো আল্লাহর বান্দা। এবং কাফীরদের জন্য কোন বন্ধু বা সাহায্যকারী নেই।

عن عليّ بن أبي طالب رضي الله عنه وعكرمة ومجاهد أنهم قرءوا ذلك (أَفَحَسِبَ الَّذِينَ كَفَرُوا) بتسكين السين، ورفع الحرف بعدها، بمعنى: أفحسبهم ذلك: أي أفكفاهم أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء من عباداتي وموالاتي.

হজরত আলী ইবনে আবু তালিব রাদীআল্লাহু আনহু, আকরামা এবং মুজাহিদ বর্ননা করেন তারা তাহা পাঠ করলেন(أَفَحَسِبَ الَّذِينَ كَفَرُوا (সিন ((السين উজঝ সহকারে এবং. উন্নিত করলেন তারপরের হুরফ। অর্থাৎ তাদের কি মনে হয় অর্থাৎ তারা কি তাদের সম্বন্ধ ধারনা রাখে, তারা আমার বান্দাদেরকেই আমার ইবাদতে এবং আমার প্রভুত্বের মধ্যে আমার সমতুল্যে অবিভাবক বানিয়ে নেবে...?

তাফসীরে তাবরী,সুরা-কাহাফ,আয়াত-১০২

তাফসীর কারকগনও আমার অনুরুপ অভিমত পেশ করেছেন । কাফীর গন আল্লাহর প্রতি কুফরী করে আবার তারই বান্দাদের ওলী বানায়। এবং তাদেরকেই তার সম পর্যায়ে বসিয়ে তাদের ইবাদত করে। কিন্ত আমরা আল্লাহর কোন বান্দা কে, না ইবাদত করি, না কোন বান্দা কে ওলেয়াতের দিক থেকে আল্লাহর সমপর্যায়ের মনে করি। তাই এক্ষেত্রে তাদের এসব আপত্তিগুলি অবান্তর বৈ কিছু নয়। আর যদি বলে আল্লাহর বান্দাদের ওলী হিসাবে মানা শির্ক, তাহলে এই আয়াতের যেন তারা উত্তর দেয়

وَاجعَل لَنا مِن لَدُنكَ وَلِيًّا وَاجعَل لَنا مِن لَدُنكَ نَصيرًا

হে আল্লাহ তোমার পক্ষ হতে কাউকেও আমাদের ওলী বানিয়ে দাও এবং তোমার পক্ষ হতে কাউকেও আমাদের সাহায্যকারী বানিয়ে ।(সুরা -নিসা,আয়াত-৭৫)

যদি ওলী বানানো শির্ক হয় তাহলে উক্ত আয়াতে কোন ওলী বানানোর কথা হচ্ছে? আল্লাহ নিশ্চয় দ্বিতীয় আল্লাহ বানাবেন না ! বানালে ওলী তো হবে কিন্ত আল্লাহ হবে না এবং তার বান্দাদের মধ্যে

থেকেই হবে । অতএব উক্ত আয়াতের আলোকে বলা যায় আল্লাহ ছাড়া আল্লাহর মোমিন বান্দাদের কে ওলী বা সাহায্যকারী মানা কোরানের বিধান ভুক্ত। তাছাড়া কাফীরদের ওলী না থাকলে মুসলমানের ওলী থাকবে না এই যুক্তিও অবান্তর। কারণ কাফীর হলো আল্লাহর দুশমন তাদের জন্য আল্লাহ নিশ্চই কোন ওলী নিযুক্ত করবেন না, এটাই স্বাভাবিক। আর যেমন মৃত আর জীবিত এক নয়,তেমন কাফীর আর মুসলমানও এক নয়। আবার যেমন যার শ্রবণশক্তি আছে এমন ব্যক্তি এবং বধির ব্যক্তির কোন তুলনা নেই তেমন কাফীরদের সঙ্গে মুসলমানদের কোন তুলনা করা যায় না। যেমন আল্লাহ তা'আলা তার কোরানের মধ্যে উল্লেখ করেছেন

وَمَا يَسْتَوِى الْأَحْيَآءُ وَلَا الْأَمْوَاتُ

আর জীবিত ও মৃতও সমান নয় সুরা ফাতীর,আয়াত-২২

তাফসীর কারক গন উক্ত আয়াত খুব সুন্দর ভাবে উপস্থাপন করেছেন। যা নিম্নোক্ত তাফসীর গুলি দেখলে বোঝা যায়।

وما يستوي الأحياء ولا الأموات قال ابن قتيبة : الأحياء العقلاء ، والأموات الجهال . قال قتادة : هذه كلها أمثال ; أي كما لا تستوي هذه الأشياء كذلك لا يستوي الكافر والمؤمن

আর জীবিত ও মৃতও সমান নয় ইবনে কুতাইবাহ বলেন জীবিত অর্থ হলো জ্ঞানী,আর মৃত অর্থ হলো জাহিল বা মুর্খ (সমান নয়)।কাতাদাহ বলেন ইহা হলো ঐ সমস্ত ধরনের উদাহরণ অর্থাৎ যেমন সমস্ত জিনিশ সমান নয় সেই রুপ কাফীর আর মোমিন সমান নয়। তাফসীরে কুরতুবী,সুরা ফাতীর,আয়াত-২২

وما يستوي الأحياء ولا الأموات) يعني : المؤمنين والكفار .
وقيل : العلماء والجهال

আর জীবিত ও মৃতও সমান নয়। ইহার অর্থ হলো মোমিন এবং কাফীর (সমান নয়) এবং এও বলা হয়েছে আলীম এবং জাহীল (সমান নয়)। তাফসীরে বাগাওয়ী,সুরা-ফাতির,আয়াত-২২

তাছাড়া কাফীরদের উদ্দেশ্যে নাযিল হওয়া আয়াত মোমিনদের উদ্দেশ্যে ব্যাবহার করা ইহা খারজী সম্প্রদায় ও মুলহিদ সম্প্রদায়ের স্বভাবের অন্তর্ভুক্ত, যা নিম্নোক্ত হাদীসটি দেখলে প্রমাণ পাওয়া যায়।

باب قتل الخوارج والملحدين بعد إقامة الحجة عليهم

অর্থ : খারজি ও মুলহিদ ফিরকার লোকেদের কতল করার পর তাদের উপর হুজ্জত কায়েম হয়

وكان ابن عمر يراهم شرار خلق الله وقال إنهم انطلقوا إلى آيات نزلت في الكفار فجعلوها على المؤمنين

ইবনে উমর রাদি আল্লাহু আনহু তাদের সম্বন্ধে বলতেন তারা আল্লাহর মাখলুক বা শৃষ্টির মধ্যে সব চাইতে নিকৃষ্ট...কারণ হিসাবে বলেন যে সমস্ত আয়াত কাফীরদের উদ্দেশ্যে নাযিল হয়েছে আর তারা মোমিনদের উপর ব্যাবহার করতো সহী বুখারী, হাদীস নং-৬৫৩০

উক্ত হাদীস তার পরিচ্ছেদ দ্বারা বোঝা যায় খারজিদের স্বভাব ছিলো কুফফারদের উদ্দেশ্যে নাজিলকৃত আয়াত মোমিনদের

উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা । আজকালকার কিছু দলের স্বভাব ঠিক তাদেরই মত। নিজেদের বক্তব্য প্রমাণ করতে সেই সব আয়াত উপস্থাপন করে যা কাফীরদের উদ্দেশ্যে বলা হয়েছে। আর যদি হাদিসের ভাষায় বলি অনুরুপ চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের ব্যক্তি বা দলভুক্ত রা সৃষ্টির মধ্যে সবচাইতে নিকৃষ্টতম বলেই বিবেচিত। যাইহোক তারা নিজেদের দাবীর প্রমাণার্থে কোন কৌশলই বাদ দেয়নি। কখনও তারা কাফীর - মুশরিকদের উদ্দেশ্যে নাজিল হওয়া আয়াত কে মুসলমানদের উপর ব্যবহার করে থাকে আবার কখনও ইবাদত সম্পর্কিত আয়াত কে ওসীলার সঙ্গে তালগোল পাকায়।

চতুর্থ আপত্তিঃ

قُلْ اِنَّمَآ اَدْعُوْا رَبِّیْ وَلَآ اُشْرِكُ بِهٖٓ اَحَدًا

হে মাহবুব আপনি বলুন আমি শুধু আমার প্রতিপালককেই ডাকি, আর অন্য কাউকে তাঁর অংশীদার গণ্য করি না।সুরা জ্বীন,আয়াত-২০

উক্ত আয়াত সম্পর্কে আমার জবাবঃ প্রথমত,উক্ত আয়াত ওসীলার ক্ষেত্রে অপ্রাসঙ্গিক। কেণ না আমরাও আল্লাহ কেই ডাকি। তবে প্রসঙ্গ হলো, সেই ডাক সবসময় প্রত্যক্ষ হতে হবে এমন কোন শর্ত নেই। আল্লাহ কে পরক্ষভাবেও ডাকা যেতে পারে।অতএব ওসীলার মাধ্যমে ডাকলে সে ডাক কে, ডাক বা দোয়া বলে বিবেচিত করা হবে। দ্বিতীয় কথা হলো সবসময় ডাক বা দোয়া বলতে সাহায্য প্রার্থনার দোয়া বোঝায় না। বরং দোয়া বলতে ইবাদতও বোঝায়, কেণ

না ইবাদতও একধরণের দোয়াই। উপরিউক্ত আয়াতটি সেই সম্পর্কেই বলা হয়েছে যা নিম্নোক্ত তাফসীর দ্বারা বোঝা যায়।

عن ابن عباس ومجاهد وسعيد بن جبير وقول ابن زيد وهو اختيار ابن جرير وهو الأظهر لقوله بعده "قل إنما أدعو ربي ولا أشرك به أحدا" أي قال لهم الرسول لما آذوه وخالفوه وكذبوه وتظاهروا عليه ليبطلوا ما جاء به من الحق واجتمعوا على عدوانه "إنما أدعو ربي" أي إنما أعبد ربي وحده لا شريك له وأستجير به وأتوكل عليه "ولا أشرك به أحدا".

ইবনে আব্বাস (রা আ) এবং মুজাহিদ সাইদ ইবনে জুবাবাইর বর্ণনা করেন এবং ইবনে যাইদের বক্তব্য হলো। ইবনে জারীরও ইহাই গ্রহন করেন এবং অতঃপর তিনি তার বক্তব্য জাহীর করেন বা বলেন, হে মাহবুব বলুন, আমি আমার পালনকর্তাকেই ডাকি, ইহার অর্থ হলো যাহা কিছু হকের বা আল্লাহর তরফ থেকে এলো বা নাজিল হলো তখন রসুল উহার প্রকাশ করলেন। তারা তার ক্ষতি করার চেষ্টা করলো এবং তারা বিরোধিতা করলোএবং তার সত্যকে মুছে ফেলার চেষ্টা করলো। এবং তা নিশ্চল করার উদ্দেশ্যে তাহার উপর বাধা দান করলো। এবং তারা একত্রিত হলো তার উপর আক্রমনের উদ্দেশ্যে তখন রসুল (সা আ)দিপ্ত কন্ঠে ঘোষনা করলেন আমি আমার পালনকর্তাকে ডাকি অর্থাৎ আমি আমার পালনকর্তারই ইবাদত করি। তিনি এক এবং তার কোন শরিক নেই। তাহারই দিকে প্রত্যাবর্তন করি। এবং তার উপরই ভরশা করি। তার সঙ্গে কাওকে শরিক করিনা।তাফশীরে ইবনে কাশীর, সুরা জ্বীন, আয়াত-২০

উপরি উক্ত আলোচনা দ্বারা বোঝা যায় উক্ত আয়াতটি, ইবাদত সম্পর্কিত। অর্থাৎ এখানে ইবাদত কে দোয়া বলে অবিহিত করা হয়েছে। তাছাড়া সমস্ত ইবাদত ডাকা বা দোয়া হলেও সমস্ত ডাকা বা দোয়া ইবাদত নয়। যেমন সমস্ত পাথর হীরে নয় আবার সমস্ত হীরেই হলো পাথর তেমন সমস্ত ইবাদত দোয়ার অন্তর্ভুক্ত কিন্তু সমস্ত দোয়া বা ডাক ইবাদতের অন্তর্ভুক্ত নয় । যেমন উদাহরণ দিয়ে যদি বলি, কেও কুয়োয় পড়ে গেলে সাহায্যের জন্য বাঁচাও বাঁচাও বলে ডাক দেওয়া শুরু করে । এটা ডাক বলা গেলেও ইবাদত বলা যাবে না । যদি কেও বলে তাহলে তাকেই প্রথমে কুয়ায় ফেলে পরিক্ষা করতে হয়। তাছাড়া ওসীলার বিরোধিতায় পৃথিবীর কেও এমন কোন আয়াত দেখাতে পারবে না সাহায্য জন্য কাওকে ডাকা ইসলাম বিরোধী। কিংবা এমন কোন আয়াত দেখাতে পারবে না যে, আম্বিয়া আওলীয়া কে সাহায্যকারী ভেবে তাদের কাছে সাহায্য প্রার্থনা করা নিষেধ। ওসীলা বিরোধীদের সম্বলই হলো এমন সব আয়াত, হয় তা কাফের মুশরিক সম্পর্কিত আয়াত নয় তো ইবাদত সম্পর্কিত । যেটা কে তারা কৌশলে ওসীলার বিরুদ্ধ ফিট করতে চায়। আর যখন তারা তাদের কৌশলে ব্যার্থ হয় এবং তাদের সম্বলের দলিল গুলি যখন ফুরিয়ে আসে তখন আবার ঘৃণ্য কৌশল অবলম্বন করে।

চতুর্থ আপত্তিঃ

قُلْ اِنِّیْ لَاۤ اَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَّلَا رَشَدًا

হে মাহবুব বলুন আমি তোমাদের কোন ক্ষতি এবং কল্যাণ করার মালিকানা রাখি নাসুরা জ্বীন, আয়ায়ত,-২১

কোরানের উক্ত আয়াতে ওসীলা বিরোধীদের অভিমত হলো, যেখানে কোরান বলে আল্লাহর রসুল আমাদের কোন কল্যান করতে সক্ষম নন (নাউজুবিল্লাহ) সেখানে আল্লাহর ওলীগনের কি ক্ষমতা?

আমার জবাবঃ প্রথমত, আয়াতে لَّآ أَمۡلِكُ শব্দ দ্বারা এটাই বোঝায় আয়াত গুলিতে কল্যানের মালিকানার কথা বলা হয়েছে যা একমাত্র আল্লাহরই। আমরা একথা কখনো বলিনি যে, কল্যানের মালিকানা আম্বিয়া কিংবা আওলীয়াদের আছে। বরং আমাদের অভিমত হলো, তারা আল্লাহর কল্যানের মিলকিয়াত থেকে নিজের কিংবা অপরের কল্যান সাধিত করেন।

দ্বিতীয়ত, কোন আয়াত থেকে নতিজা বার করতে গেলে অনেক গুলি দিক দেখার প্রয়োজন থাকে। তার মধ্যে অন্যতম বিষয় হলো আয়াতটির বিষয় বস্তু মুজমাল কিনা।অর্থাৎ আয়াতের কোন মুফাসসার (খুলাসার জন্য) আয়াত কিংবা হাদীস আছে কিনা। আর উপরিউক্ত আয়াতটিও তেমনই ধরণের আয়াত। অর্থাৎ উক্ত আয়াতের বিষয়বস্তু মুজমাল। যার মুফাসসর আয়াত অর্থাৎ খুলাসা আকারে আয়াত কোরানে আছে। এবং নিম্নোক্ত আয়টি তারই প্রমাণ।

قُل لَّآ أَمۡلِكُ لِنَفۡسِي نَفۡعًا وَلَا ضَرًّا إِلَّا مَا شَآءَ ٱللَّهُۚ

আপনি বলুন আমি নিজে ভালো এবং মন্দের মালিক নই... কিন্তু আল্লাহ যাহা চেয়েছেন..সুরা-আরাফ,আয়াত-১৮৮

আর উক্ত আয়াতটি তে إِلَّا مَا شَآءَ ٱللَّهُۚ কিন্তু আল্লাহ যা কিছু চেয়েছেন (সেটা করেছি) উদ্ধৃতাংশটি খুলাসা আকারে দেওয়া আছে। যার দ্বারা রসুলের নিকট আল্লাহর প্রদত্ত কল্যান রয়েছে সেটা বোঝা

যায়। কেণ না إِلَّا مَا شَآءَ ٱللَّهُ শব্দ দ্বারা আল্লাহ তার রসুলের মাধ্যমে কল্যান সাধন করতে চেয়েছেন সেটাই প্রতিয়মান হয়। এছাড়া আরো একটি বিষয় আয়াত দ্বারা বোঝা যায় আল্লাহর তার রসুলের মাধ্যমে তার বান্দাদের বিনয়ী হওয়ার শিক্ষা দিচ্ছেন যে, তোমরা যা কিছু করো সে কারোর কল্যান হোক না কেণ তার মালিকানা শুধু আল্লাহরই। তাই আল্লাহ বলেন আপনি বলুন আল্লাহ যেমন টা চেয়েছে তেমনটা আমার দ্বারা সম্ভব হয়েছে তার মালিক আমি নই । আর ইমাম কুরতুবি উক্ত আয়াতের উল্লেখিত বিষয়টি কে আরো সুন্দরভাবে উপস্থাপন করেছেন।

قوله تعالى قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا أي لا أملك أن أجلب إلى نفسي خيرا ولا أدفع عنها شرا ; فكيف أملك علم الساعة . وقيل : لا أملك لنفسي الهدى والضلال .إلا ما شاء الله في موضع نصب بالاستثناء . والمعنى : إلا ما شاء الله أن يملكني ويمكنني منه .

আল্লাহ তাআলা ইর্শাদ ফর্মান, হে মাহবুব আপনি বলুন আমি নিজে থেকে ভালো এবং মন্দের মালিক নই, ইহার অর্থ হলোঃআমি নিজের ভালোর মালিকানা রাখিনা এবং আমি (নিজে)মন্দকে প্রতিহত করিনা। কেমন আমি কিয়ামতের দিনের মালিক হতে পারি এবং আরো বলা হয়েছে, আমি নিজের হেদায়াত ও পথভ্রষ্টতার মালিক নই কিন্তু আল্লাহ চাইলেন ব্যাতিক্রমের সহিত আমাকে পদে বসালেন। এবং এর অর্থ হলো, আল্লাহ চাইলেন আমাকে মালিক বানালেন এবং তার প্রতিষ্ঠা দান করলেন। তাফসীরে কুরতুবী, সুরা-আরাফ,আয়াত-১৮৮

আলোচ্য তাফসীরে, إِلَّا مَا شَآءَ ٱللَّهُ তাৎপর্য কি তার ব্যখ্যা দিতে গিয়ে ইমাম কুরতুবি সুন্দর ব্যাখ্যা দিয়েছেন। তাঁর ভাষ্য অনুযায়ী এখানে আল্লাহর প্রদত্ত মালিকানার কথা বলা হয়েছে। অর্থাৎ আল্লাহ যতটা তার রসুল কে প্রতিষ্ঠা দান করেছেন সবই আল্লাহর প্রদত্ত। কল্যান বা যাকিছুর মালিকানা তার কাছে আছে সবই আল্লাহর প্রদত্ত। আসলে আয়াত গুলি স্বীয় মালিকানার ক্ষেত্রে আল্লাহর দিকে এবং প্রদত্ত মালিকানার ক্ষেত্রে রসুলের দিকে উদ্দেশ্য করা হয়েছে যা إِلَّا مَا شَآءَ ٱللَّهُ শব্দ দ্বারা সেটা পরিস্কার বোঝা যায়। এছাড়া খুলাসা স্বরুপ একটি হাদিসে পাকও প্রমাণ হিসাবে দেওয়া যেতে পারে

وَبَيْنَا أَنَا نَائِمٌ رَأَيْتُنِي أُتِيتُ بِمَفَاتِيحِ خَزَائِنِ الأَرْضِ، فَوُضِعَتْ فِي يَدِي ". قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ فَقَدْ ذَهَبَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَأَنْتُمْ تَلْغَثُونَهَا أَوْ تَرْغَثُونَهَا، .

একবার আমি ঘুমন্ত অবস্থায় দেখতে পেলাম, দুনিয়ার সমস্ত খাযানা বা ভাণ্ডারের চাবি আমাকে দান করা হয়েছে এবং তা আমার হাতে রেখে দেওয়া হায়ছে আবূ হুরায়রা (রাআঃ) বলেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পর্দা করেছেন...আর তোমরা তা ব্যবহার করছ....(১)বুখারী সরীফ,কিতাবু এইতেসাম, হাদীস,নং-৬৭৭৭(২)সহী মুসলিম,কিতাবুল মাসাজিদ ওয়া মাওয়াদিউসস্বলাত,হাদীস নং-৫২৩,৮১৪(৩)সুনানে নাসায়ি,কিতাবুজ জিহাদ, হাদীস নং-৩০৮১

উপরিউক্ত হাদীসটি তে ও আল্লাহ কর্তৃক তার রসুল (সাল্লালাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) কে মালিকানা প্রদানেরই বিষয়ে উল্লেখ আছে।উক্ত হাদিসে পৃথিবীর ধনসম্পদ প্রদানের মাধ্যমে বোঝা যায়

আল্লাহর রসুল, আল্লাহ কর্তৃক প্রদত্ত পৃথিবীর সমস্ত ধন সম্পদের মালিক | আর এটাই হলো ..إِلَّا مَا شَآءَ ٱللَّهُۚ এর আসল তাৎপর্য।

পঞ্চম আপত্তিঃ

وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ

আল্লাহ ব্যতীত তোমাদের কোন ওলী ও সাহায্যকারী নেই

সুরা -বাকারহ,আয়াত-১০৭

وَلَا يَجِدُونَ لَهُم مِّن دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا

তারা আল্লাহ ব্যতীত নিজেদের কোন ওলী ও সাহায্যকারী পাবে না

সুরা -আহযাব,আয়ত-১৭

উক্ত আয়াত অনুযায়ী আপত্তি হলো আল্লাহ ব্যতীত না ওলী কারোর থাকতে পারে, না কোন সাহায্যকারী।তাই যারা আল্লাহ ছাড়া অন্য কাওকে ওলী বা সাহায্যকারী বানায় তারা উক্ত আয়াতের আলোকে মুশরিক।

জবাবঃ উক্ত আয়াত গুলির উত্তরে আমি একটাই কথা বলবো,উক্ত আয়াতের তাদের তারজমা একেবারেই অজ্ঞতা সুলভ। কেণ না তাদের এই অনুবাদ অনুসরণ করলে কোরানের মধ্যে সংঘর্ষ দেখা দেবে যা একেবারে বিভ্রান্তিমূলক। তাদের তারজমা অনুযায়ী যদি আল্লাহ ছাড়া কোন ওলী বা সাহায্যকারী না থাকে তাহলে কোরানের সেইসব আয়াত গুলির তারা কি উত্তর দেবে যেখানে আল্লাহ ছাড়া অন্যান্য ওলীর কথা আছে ?

প্রথমঃ

وَاجعَل لَنا مِن لَدُنكَ وَلِيًّا وَاجعَل لَنا مِن لَدُنكَ نَصيرًا

হে আল্লাহ তোমার পক্ষ হতে কাউকেও আমাদের ওলী বা বানিয়ে দাও এবং তোমার পক্ষ হতে কাউকেও আমাদের সাহায্যকারী করে দাও।

সুরা -নিসা,আয়াত-৭৫ যদি আল্লাহ ছাড়া কোন ওলী কিংবা সাহায্যকারী নেই তাহলে এখানে কোন ওলী কিংবা সাহায্যকারীর কথা বলা হচ্ছে? এমন তো নয় যে, আল্লাহর অন্য কোন আল্লাহ বানাবেন! আল্লাহ বানালে সেটা ওলী কিংবা সাহায্যকারী তো হবে কিন্ত তা দ্বিতীয় আল্লাহ হবে না। অতএব বলা যায় আল্লাহ ছাড়া কোন ওলী কিংবা সাহায্যকারী নেই এমন তারজমা করা তাদের মুর্খামি মাত্র।নইলে তারজমা করার সময় এসব বিষয়গুলি তে নজর দিতো ।

দ্বিতীয়ঃ

- فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ ۖ وَالْمَلَائِكَةُ بَعْدَ ذَٰلِكَ ظَهِير

ঁ তবে জেনে রেখ আল্লাহ জিবরাঈল এবং সৎকর্মপরায়ণ মোমিনগণ তাঁর সহায়। উপরন্তুত ফেরেশতাগণও তাঁর সাহায্যকারী।

সুরা তাহরিম,আয়াত-৪

উক্ত আয়াত দ্বারা ও বোঝা যায় আল্লাহ ছাড়া আল্লাহর বান্দাদের মধ্যে থেকে ওলী হওয়া সম্ভব।অতএব উক্ত আয়াতও প্রমাণ করে ...من دون الله শব্দের তারজমা, আল্লাহ ছাড়া করা একেবারেই ভুল। কেণ না

من دون الله.. শব্দের অর্থ مع الله অর্থেও ব্যবহৃত হয়। যার অর্থ আল্লাহর সমপর্যায়েও হয় । যেমন ওসীলা বিরোধিদের গুরু স্বলেহ বিন আব্দুল আজিজ যে একজন ওয়াহাবি মতাদর্শের সেও একি কথা বলে

قال صالح بن عبد العزيز - في شرحه لكتاب التوحيد:"

لفظ من دون الله يكثر في القرآن والسنة، و(من دون الله) عند علماء التفسير وعلماء التحقيق يراد بها شيئان:

الأول: أن تكون بمعنى (مع)، (من دون اللهِ) يعني مع الله

والثاني: أن قوله (من دون اللّهِ) يعني غير الله

আব্দুল সালেহ বিন আব্দুল আজিয শারাহ কিতাবুত তৌহিদে বলে, মিন দুনিল্লাহ শব্দ কোরানও সুন্নাতে অনেক সময় পাওয়া যায় এবং উলমা এ তাফসীর উলমা এ তাহকিকের নিকট এর অর্থ দুই প্রকার,

প্রথমঃ এর দ্বারা অর্থ হলমعসঙ্গে বা সমতুল্য.. ((من دون اللهِ মিন দুনিল্লাহর অর্থ হলো আল্লাহর সমতুল্য বা সমকক্ষ

এবং দ্বিতীয়ঃ তার বক্তব্য অনুযায়ী ((من دون اللهِ মিন দুনিল্লাহর অর্থ হলো গাইরিল্লাহ,অর্থাৎ আল্লাহ ব্যাতিত।

অর্থাৎ দুই আয়াতের তারজমা এইভাবে হওয়া উচিৎ

وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ

আল্লাহর সমপর্যায়ে তোমাদের কোন ওলী ও সাহায্যকারী নেই

সুরা -বাকারহ,আয়াত-১০৭

وَلَا يَجِدُونَ لَهُم مِّن دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا

তারা আল্লাহর সমপর্যায়ের নিজেদের কোন ওলী ও সাহায্যকারী পাবে না....

সুরা -আহযাব,আয়ত-১৭

অর্থাৎ উক্ত আয়াতগুলিতে আল্লাহর পর্যায়ে ওলী কিংবা সাহায্যকারী হওয়ার কথা অস্বীকার করা হয়েছে৷ আল্লাহ ছাড়া অন্য কোন ওলী কিংবা সাহায্যকারী থাকতে পারে না,সে বিষয়ে বলা হয়নি৷ আল্লাহর সমপর্যায়ের ক্ষমতার অধিকারী হওয়া আল্লাহ ব্যতীত একি বিষয়ে ক্ষমতাবান হওয়া এক জিনিশ নয় । যে কোন বিষয়ে কেওই তার সমপর্যায়ে পৌঁছাতে পারবে না সেটা একজন সাধারণ মুসলমানও জানে ।

আল্লাহর ওলীগনের ওসীলার বৈধতার দলিল

কোরানে আল্লাহর ওলীগনের সাহায্যকারী হওয়ার বিষয়ে এবং তাদের ওসীলা প্রার্থনা বিষয়ক একাধিক আয়াত পাওয়া যায়৷ যার দ্বারা প্রমাণ হয়, তারা মুসলমানদের জন্য সাহায্যকারী হিসাবে নিযুক্ত এবং তাদের ওসীলায় কল্যানও সাধিত হয়৷

প্রথম আয়াতঃ

اِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللّٰهُ وَرَسُوْلُهٗ وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوا الَّذِيْنَ

তোমাদের বন্ধু বা অবিভাবক বা সাহায্যকারী কেবল আল্লাহ, তাঁর রসূল ও মু'মিনগণ

সুরা মায়েদা,আয়াত-৫৫

প্রথমত, উক্ত আয়াতে আমাদের জন্য আল্লাহ কর্তৃক ওলী নিযুক্তির প্রমাণ পাওয়া যায়। এবং বোঝা যায় তিনি আল্লাহ শুধু আমাদের ওলী নন বরং তার রসুল ও মোমিন বান্দাগনও আমাদের ওলী বা সাহায্যকারী। যদিও উক্ত আয়াতে ওলী শব্দের অর্থ কেও কেও অবিভাবক বা বন্ধু করে থাকেন তারপরেও উক্ত আয়াতের ভিত্তিতে আল্লাহর ওলীগন কে সাহায্যকারী মানতে কোন বাধা নেই। কেণ না অবিভাবক বা বন্ধু থাকেই সাহায্যকারী হিসাবে। যার সঙ্গে বন্ধুত্ব তার যদি সাহায্য না করা হয় তাহলে কিসের অবিভাবকতা বা বন্ধুত্ব?

দ্বিতীয়ত, উক্ত আয়াতের তাফসীরে ইমাম তাবরীও ওলী শব্দের অর্থ নাসির কিংবা সাহায্যকারী হিসাবেই করেছেন, তিনি বলেনঃ

قال أبو جعفر: يعني تعالى ذكره بقوله: " إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا "، ليس لكم، أيها المؤمنون، ناصر إلا الله ورسوله، والمؤمنون الذين صفتهم ما ذكر تعالى ذكره

ইমাম আবু জাআফার বলেন.... اِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللّٰهُ وَرَسُوْلُهٗ وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوا এর তাফসীর হলো অর্থাৎ আল্লাহ তাআলা বলেন হে মোমিনগন, আল্লাহ ও তার রসুল এবং মোমিন বান্দাগন যাদের বৈশিষ্ট পুর্বে বর্ণিত হয়েছে, তারা ব্যতীত তোমাদের কোন সাহায্যকারী নেই। তাফসীরে তাবরী,সুরা-মায়েদাহ,আয়াত -৫৫

অর্থাৎ বলা যায় আল্লাহ ছাড়া তার রসুলও আমাদের জন্য সাহায্যকারী আর মোমিন বান্দাগনও আমাদের জন্য সাহায্যকারী। এখানে আল্লাহর সাহায্য টা স্বীয় আর রসুল ও আল্লাহর ওলীগনের সাহায্য, আল্লাহর প্রদত্ত।

দ্বিতীয় আয়াতঃ

أُولَـٰئِكَ الَّذِينَ يَدْعُونَ يَبْتَغُونَ إِلَىٰ رَبِّهِمُ الْوَسِيلَةَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُ وَيَخَافُونَ عَذَابَهُ ۚ إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ كَانَ مَحْذُورًا

যাদেরকে তারা আহবান করে, তারা নিজেরাই তো তাদের পালনকর্তার নৈকট্য লাভের জন্য ওসীলা খুঁজে বেড়ায় যে, তাদের মধ্যে কে নৈকট্যশীল। .এবং তারা তাঁর রহমতের আশা করে এবং তাঁর শাস্তিকে ভয় করে। নিশ্চয় আপনার পালনকর্তার শাস্তি ভয়াবহ।

সুরা-বানী ইসরাঈল,আয়াত-৫৭

উক্ত আয়াত দ্বারা বোঝা যায় আল্লাহর রহমত কিংবা কল্যানের আশায় আল্লাহর নেক বান্দাদের ওসীলা তলব করা বৈধ। তার সমর্থিত একটি তাফসীর যাতে একি কথা বলা হয়েছে

أيهم أقرب معناه : ينظرون أيهم أقرب إلى الله فيتوسلون به وقال الزجاج : أيهم أقرب يبتغي الوسيلة إلى الله تعالى ويتقرب إليه بالعمل الصالح

তাদের মধ্যে যে নৈকট্যশীল তার অর্থ হলো, তারা লক্ষ করে কে তাদের মধ্যে আল্লাহর নিকট প্রিয় অতঃপর তার ওসীলা গ্রহন করে। .

এবং যাজাজ বলেন, যে তাদের মধ্যে নৈকট্যশীল তারা আল্লাহর নিকট তাদের ওসীলা তালাশ করে এবং নেক আমলের দ্বারা আল্লাহর নৈকট্য অর্যন করে...

তাফসীরে বাগাওয়ী,সুরা-বানী ইসরাঈল, আয়াত-৫৭

তৃতীয় আয়াতঃ.

وَاَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلٰمَيْنِ يَتِيْمَيْنِ فِى الْمَدِيْنَةِ وَكَانَ تَحْتَهٗ كَنْزٌ لَّهُمَا وَكَانَ اَبُوْهُمَا صَالِحًاۚ فَاَرَادَ رَبُّكَ اَنْ يَّبْلُغَآ اَشُدَّهُمَا وَيَسْتَخْرِجَا كَنْزَهُمَاۖ رَحْمَةً مِّنْ رَّبِّكَۚ

আর ঐ দেয়ালটির বিষয় হল- তা ছিল ঐ শহরের দু'জন ইয়াতীম বালকের.তার নীচে ছিল তাদের জন্য রক্ষিত ধন, তাদের পিতা ছিল এক সৎ ব্যক্তি... তাই তোমার প্রতিপালক চাইলেন তারা দু'জন যৌবনে উপনীত হোক আর তাদের গচ্ছিত ধন বের করে নিক- যা হল তোমার প্রতিপালকের রহমত বিশেষ.....সুরা -কাহাফ,আয়াত-৮২

উক্ত আয়াতে বালকদ্বয়ের পিতা নেক হওয়ার কারণে তাদের উপর কল্যান সাধিত হলো। আল্লাহর রহমত বর্ষণের মাধ্যমে তারা গুচ্ছিত ধন পেয়ে গেল।

চতুর্থ আয়াতঃ

وَلَوْلَا رِجَالٌ مُّؤْمِنُوْنَ وَنِسَآءٌ مُّؤْمِنٰتٌ لَّمْ تَعْلَمُوْهُمْ اَنْ تَطَئُوْهُمْ فَتُصِيْبَكُمْ مِّنْهُمْ مَّعَرَّةٌۢ بِغَيْرِ عِلْمٍۚ لِيُدْخِلَ اللّٰهُ فِىْ رَحْمَتِهٖ مَنْ يَّشَآءُۚ لَوْ تَزَيَّلُوْا لَعَذَّبْنَا الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْهُمْ عَذَابًا اَلِيْمًا

মু'মিন পুরুষ আর মু'মিন নারীরা যদি (মাক্কায় কাফিরদের মাঝে) না থাকত যাদের সম্পর্কে তোমরা জান না অর্থাৎ তাদের পিষ্ট হয়ে যাওয়ার আশংকা না থাকত, অতঃপর তাদের কারণে তোমরা অজ্ঞাতসারে ক্ষতিগ্রস্ত হতে, কিন্তু এতে বিলম্ব হয়েছে যে আল্লাহ যাকে ইচ্ছা করেন নিজ রহমতে দাখিল করাবেন... যদি তারা(ঐ মোমিনগন কাফীরদের থেকে) আলাদা হয়ে যেতো , তাহলে আমি তাদের মধ্যে কাফিরদেরকে ভয়াবহ শাস্তি দিতাম...সুরা ফাতাহ,আয়াত-২৫

উক্ত আয়াত থেকে বোঝা যায়, মোমিনগনের(বান্দা ও বান্দি) ওসীলায় কাফীরদের পর্যন্ত কল্যান সাধন হয় । তারা যদি আল্লাহর গজব থেকে সুরক্ষিত থাকে। আল্লাহর ওলী ওসীলায় আমাদের মত সাধারণ ও গুনাহগার মুসল্মানদের উপর রহমত বর্ষিত হবে না কেণ?

পঞ্চম আয়াত

وَمَن يَتَوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ

আর যারা আল্লাহ তাঁর রসূল এবং মোমিনদের ওলী রুপে গ্রহন করে তারাই আল্লাহর দল এবং তারাই বিজয়ী

সুরা মায়েদা-৫৬

উক্ত আয়াত থেকে বোঝা যায়, আল্লাহ তার রসুল ও মোমিনগন কে , যারা ওলী হিসাবে মানে সে দল আল্লাহর মোনোনিত দল। যে কারণে তাদের কে বিজয় দান করানো হবে। যার দ্বারা বোঝা যায় আল্লাহর ওলী গনের সংসর্গও আমাদের জন্য কল্যান সাধনের ওসীলা স্বরুপ। যার দ্বারা আমরা বিজয়প্রাপ্ত হব। এ কল্যান শুধু দুনিয়াবি

নয় দুনিয়া ও আখেরাতের উভয় কল্যান যা ইবনে কাসীরের ভাষ্য দ্বারা বোঝা যায়।

يقول تعالى " ومن يتول الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون " فكل من رضي بولاية الله ورسوله والمؤمنين فهو مفلح في الدنيا والآخرة ومنصور في الدنيا والآخرة.

আল্লাহ তাআলা ফর্মান ঃ وَمَن يَتَوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ

আর যারা আল্লাহ তাঁর রসূল এবং মোমিনদের ওলী মানে তারাই আল্লাহর দল এবং তারাই বিজয়ী। আর যেকেও আল্লাহর ও তার রসুল ও মোমিনদের বন্ধুত্ব থেকে রাজি অতঃপর তারাই হবে দুনিয়াও আখিরাতে সফলকাম।এবং তারাই হবে দুনিয়া ও আখিরাতে সাহায্য প্রাপ্ত তাফসীরে ইবনে কাসীর,সুরা-মায়দাহ,আয়াত-৫৬

উক্ত আলোচনা দ্বারা বোঝা যায়, যারা আল্লাহর নির্দেশে আল্লাহ ও তার রসুল ও প্রকৃত মোমিন কে (আওলীয়া আল্লাহ) ওলী হিসাবে তাদের সংসর্গ কে গ্রহন করবে তারাই কল্যানের হকদার হয়ে দুনিয়া ও আখেরাতে বিজয় লাভ করবে। তার ভাষ্য দ্বারা বোঝা যায় আম্বিয়া আওলীয়ার সংসর্গ দ্বারা শুধু দুনিয়াতে নয় আখেরাতেও আমাদের উপর কল্যান সাধিত হয়। আর মুসলমান হিসাবে আমাদে কাছে এর চেয়ে বড় ব্যাপার কি আর হতে পারে যে ,যাদের দুনিয়া ও আখেরাত উভয়েই কল্যানের সুযোগ আছে।

উক্ত আয়াতের দ্বিতীয় তাফসীরঃ

والذين تمسكوا بحلفهم وخافوا دوائر السوء تدور عليهم، فسارعوا إلى موالاتهم= أنّ مَن وثق بالله وتولى الله ورسوله والمؤمنين، (79) ومن كان على مثل حاله من أولياء الله من المؤمنين، لهم الغلبة والدوائر والدولة على من عاداهم وحادّهم، لأنهم حزب الله،وحزبُ الله هم الغالبون، دون حزب الشيطان

যারা দৃড় প্রতিজ্ঞ থাকে তাদের মৈত্রিত্ব বা বন্ধুতে শয়তানী বা মন্দ চক্র বা দল তাদের প্রতি চক্রান্ত করতে ভয় পায়। তারা তাদের সাহায্যকারীর দিকে অগ্রসর হয়। যারা আল্লাহ তাআলার প্রতি ভরসা রাখে এবং আল্লাহ ও তার রসুল ও মোমিনদের ওলী বা বন্ধু রুপে গ্রহন করে এবং যারা মোমিন বান্দাদের মধ্যে থেকে আল্লাহর ওলীদের সংসর্গে থাকে... তাদের জন্য রয়েছে বিজয় ও সৌভাগ্য এবং সত্রু ও প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে সাফল্য।তারা হলো আল্লাহর দল এবং আল্লাহর দলই বিজয়ী, শয়তানের দল নয়। তাফসীরে তাবরী, সুরা -মায়দাহ,আয়াত-৫৬

ইমাম তাবারীর ভাষ্য অনুযায়ী , আল্লাহর দল হলো তারা যারা আল্লাহর নির্দেশ অনুযায়ী রসুল ও আল্লাহর ওলীদের সংসর্গে থাকে এবং তাদের সাহায্যকারী দিকে অগ্রসর হয়। আর তারাই হয় বিজয়ী এবং তাদের উপরই কল্যান সাধিত হয়। আর যারা রসুল ও আল্লাহর ওলীদের বন্ধু হিসাবে মানে না বা তাদের সঙ্গ পছন্দ করেনা । তারা আসলে আল্লাহর নির্দেশ অমান্য করে তাই তারা শয়াতানের মনোনীত দল অর্থাৎ ফিতনা ফাসাদের দল আর তারা কোনদিন সাফল্য পাবেনা।আর এই কারণে আল্লাহ তা'আলা তার কোরানে বলেন

مَنْ يَّهْدِ اللّٰهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ ۚ وَمَنْ يُّضْلِلْ فَلَنْ تَجِدَ لَهٗ وَلِيًّا مُّرْشِدًا ⍰

আল্লাহ যাকে হেদায়াত দান করেন সে হেদায়াত প্রাপ্ত আর যাকে তিনি গুমরাহ করেন, তার জন্য আপনি কখনও ওলী- মুরশিদ(وَلِيًّا مُّرْشِدًا) সৎপথের দিশা দানকারী আভিভাবক বা সাহায্যকারী পাবেন না...সুরা-কাহাফ,আয়াত-১৭

وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن وَلِيٍّ مِّن بَعْدِهِ

আল্লাহ যাকে গুমরাহ করে তার কোন ওলী নাই তার ব্যতীত...
সুরা,শুরা, আয়াত-৪৪

উক্ত দুই আয়াত থেকে বোঝা যায় যারা গুমরাহ, তার জন্য আল্লাহ না কোন ওলী নিজুক্ত করবেন না, না কোন মুর্শিদ মনোনীত করবেন। আর যেহেতু গুমরাহ ব্যক্তি আল্লাহর মিলকিয়াতের অন্তর্গত , তাই তিনি যেমন মোমিনদের ওলী বা অবিভাবক তেমন গুমরাহ ব্যক্তিরও ওলী বা অবিভাবক। তার ইমান না থাকার কারণে তাদের কোন ওলী নিযুক্ত করবেন না। আর এটাই তাদের গুমরাহ হওয়ার চিহ্ন, যা আল্লাহ কোরানে পরিস্কার ভাবে বলে দিয়েছেন যে, আল্লাহর মনোনীত কোন ওলী ও মুর্শিদ তাদের কপালে জুটবে না। কিন্তু মোমিন ব্যাক্তির চিহ্ন হলো আল্লাহ তার জন্য ওলী এবং মুর্শিদ উভয় নিযুক্ত করবেন। তাই যাকে দেখবেন ওলী মুর্শিদের সঙ্গে সম্পর্ক রেখেছে সে মোমিন আর যার কোন ওলী ও মুর্শিদ পাবেন না সে গুমরাহ, তারা কোনদিন সফল হতে পারবেনা।

পঞ্চম অধ্যায়

হাদিসের আলোকে,আল্লাহ ওলীগনের মাধ্যমে ওয়াসিলার বৈধতা

আলোচনার বিষয়বস্তু হলো, হাদিসের আলোকে আল্লাহর ওলীগনের ওসীলার বৈধতা।এ সম্পর্কে হাদিসে ভুরি ভুরি প্রমাণ পাওয়া যায় যে ,তাদের ওসীলা ধরা সম্পুর্ণ বৈধ । তবে সেই বিষয়ে কিছু বলার পুর্বে সংক্ষেপে এই বিষয়ে কিছু আপত্তি নিয়ে কথা বলা প্রয়োজন। কেণ না আপত্তি গুলির খন্ডন না করে দলিল উপস্থাপন করার কোন সার্থকতা নেই। যাই হোক এই সম্বন্ধিত আপত্তিগুলির মধ্যে একটি আপত্তি হলো আল্লাহ তো সরাসরি শুনতে পান এবং সরাসরি সাহায্য করার ক্ষমতা রাখেন সে ক্ষেত্রে ওসীলার কিসের দরকার? তিনি তো সব কিছু জানেন যেমন আল্লাহ তা'আলা কোরান পাকে বলেন

وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ ۖ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ

আমি মানুষ সৃষ্টি করেছি এবং তার মন নিভৃতে যে কুচিন্তা করে, সে সম্বন্ধেও আমি অবগত আছি আমি তার গ্রীবাস্থিত ধমনী থেকেও অধিক নিকটবর্তী সুরা কাফ, আয়াত-১৬

ওসীলা বিষয়ে আপত্তি করতে কিছু মতাদর্শের লোক, উক্ত আয়াত কে সচরাচর পেশ করে থাকে। এবং এটাই তাদের আপত্তির

সমর্থক দলিলগুলির মধ্যে অন্যতম। তারা বলে আল্লাহ যখন এতটাই নিকটবর্তী এবং তিনি যখন সব জানেন সব শোনেন এবং সমস্ত কিছু দেওয়ার ক্ষমতাও রাখেন তাহলে ওসীলার প্রয়োজন কি?

আমার উত্তরঃ প্রথমে তো আল্লাহর কুদরত নিয়ে আমরা কখনোই অস্বীকার করিনি। অবশ্যই তিনি সব জানেন, শোনেন এবং সমস্ত কিছু দেওয়ার মালিক তিনিই।এখানে আল্লায়াহর সবকিছু জানা, শোনা কিংবা মালিকানা নিয়ে কোন দ্বিমতই নেই। এখানে প্রশ্ন জানা বা শোনা কিংবা মালিকানা নিয়ে নয়, প্রশ্ন হলো কুবুলিয়াত নিয়ে। যে বান্দা আল্লাহর যত বেশী নিকটবর্তী সে তত বেশী আল্লাহর নিকট মকবুল এই সামান্য বিষয়টিও বোঝার ব্যাপার আছে । আর উক্ত আয়াত লক্ষ করলে বোঝা যায় আল্লাহ কে, বান্দার নিকটবর্তীর কথা বলা হয়েছে। বান্দার নৈকট্যতার ব্যাপারে বলা হয়নি । আল্লাহ কোন বান্দার নিকটবর্তী হওয়া আর কোন বান্দা আল্লাহর নিকটবর্তী হওয়া এক নয়। যে বান্দা যত বেশী আল্লাহর নৈকট্যতা অর্জন করতে চায় আল্লাহও তাকে তত বেশী নৈকট্যতা লাভ করায়। নির্ভর করছে বান্দা আল্লাহর কতটা নিকট, সেই বান্দার ও নৈকট্যতা ততো বেশি এবং তার মাকবুলিয়াতও আল্লাহর নিকট ততো বেশী। যেমন হাদিসে কুদসি তে আল্লাহ ফরমান

وَمَنْ تَقَرَّبَ إِلَيَّ شِبْراً تَقَرَّبْتُ إِلَيْهِ ذِرَاعاً وَمَنْ تَقَرَّبَ إِلَيَّ ذِرَاعاً تَقَرَّبْتُ إِلَيْهِ بَاعاً

যে ব্যক্তি আমার দিকে এক বিঘত পরিমাণ অগ্রসর হয়, আমি তার দিকে এক হাত পরিমাণ অগ্রসর হই। যে আমার দিকে এক হাত পরিমাণ অগ্রসর হয়, আমি তার দিকে দুই হাত পরিমাণ অগ্রসর হই।

(সহীহ বুখারী হাদীস নং- ৭৪০৫, সহি মুসলিম, হাদীস নং- ২৬৭৫, তিরমিযী , হাদীস নং - ২৩৮৮, ইবনে মাজাহ হাদীস নং - ৩৭২২, মুসনাদে আহমাদ হাদীস নং- , ২৭৪০৯,)

উক্ত হাদীস দ্বারা বোঝা যায়, যে বান্দা আল্লাহর যত নৈকট্য অর্যন করতে চায় আল্লাহও তত বেশী তাকে নৈকট্যতা অর্যন করায়। অর্থাৎ যে যত বেশী আল্লাহর নিকট আল্লাহও তত বেশী তার নিকট। অনুরুপ ভাবে যে বান্দা যত বেশী আল্লাহ হইতে দূরবর্তি আল্লাহও তার থেকে তত দূরে। অর্থাৎ যখন কোন বান্দা গুনাহায় লিপ্ত থাকে স্বাভাবিক ভাবে সে আল্লাহ থেকে দুরবর্তী হয়ে যায়। এবং তারা মাকবুলিয়াতও আল্লাহর নিকট হারাতে থাকে। তাই আল্লাহ কারোর নিকট হওয়া মানে এই নয় যে, আল্লাহর নিকট তার দোয়া মকবুল!! যেহেতু আম্বিয়াগন আল্লাহর সবচাইতে নিকট তারপর আসহাবে কেরাম ও তারপর অন্যান্য আওলীয়া গন।তাই সেই অনুযায়ী তারাও আল্লাহর কাছে মাকবুলিয়াত পায়। কারণ যাদের কে আল্লাহ নিজের ওলী বা বন্ধু বানিয়েছেন। তাদের নৈকট্যতা দান না করলে বন্ধুও বানাতেন না। তাই একজন সাধারণ বান্দার মধ্যে আর আল্লাহর ওলীর মধ্যে বিশাল ফারাক। তাদের উভয়ের মাকবুলিয়াত কখনই সমান হতে পারে না।আর মকবুল বান্দা যখন আল্লাহর নিকট দোয়া করে তাও অন্যদের তুলনায় অধিক কুবুল যোগ্য। তাই সাধারণ মানুষ আল্লাহর মকবুল বান্দাদের দারস্ত হয় যাতে তাদের মকবুলিয়াতের ওসীলায় আম বান্দার দোয়া কুবুল হয়ে যায়।এটাই হলো ওসীলার সার্থকতা ও প্রয়োজনীয়তা।

ওসীলার বৈধতার প্রমাণ সমূহ

প্রথম দলিলঃ

إِنَّ عَلِيّاً مِنِّي، وَ أَنَا مِنْهُ، وَ هُوَ وَلِيُّ كُلِّ مُؤْمِنٍ بَعْدِي.

নিশ্চয় আলী আমার থেকে। আর আমি আলী থেকে। আর সে আমার পরে সকল মুমিনের অবিভাবক বা সাহায্যকারী

(১)সুনানে তিরমিজি,কিতাবুল মানাকিব,বাব মানাকিবে আলী ইবনে আবী তালীব, হাদীস নং-৩৭১২(২)হাকিম আল মুস্তাদরাক,কিতাব মারেফাতে সাহাবা, হাদীস নং-৪৬৩৬ هذا حديث صحيح على شرط مسلم . (৩)মুসনাদে আহমাদ ইবনে হাম্বাল,হাদীস নং-১৯৪২৬

উক্ত হাদীস শরীফ থেকে বোঝা যায় মওলা আলী হলেন, আল্লাহ ও তার রসুল কর্তৃক নিযুক্ত প্রত্যেক মোমিনদের সাহায্যকারী....

দ্বিতীয় দলিলঃ

أخبرنا أبو الحسين أحمد بن عثمان الآدمي ، ببغداد ، ثنا سعيد بن عثمان الأهوازي ، ثنا محمد بن يعقوب السدوسي ، ثنا محمد بن عمران القيسي ، ثنا معاوية بن هشام ، وحدثنا أبو محمد المزني ، ثنا محمد بن عبد الله الحضرمي ، وعبد الله بن غنام ، قالا : ثنا أبو كريب ، ثنا معاوية بن هشام ، وحدثني أبو بكر محمد بن أحمد بن بالويه ، ثنا علي بن محمد بن خالد المطرز ، ثنا علي بن المثنى الطوسي ، ثنا معاوية بن هشام ، ثنا عمرو بن غياث ، عن عاصم ، عن زر بن حبيش ، عن عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه - قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - : " إن فاطمة أحصنت فرجها فحرم الله ذريتها على النار " .

আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাদিআল্লাহু আনহু হইতে বর্নিত রসুলুল্লাহ সাল্লালাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন নিশ্চই ফাতেমা তার পবিত্রতা রক্ষা করেছে আর আল্লাহ তার বংশধরদের উপর জাহান্নামকে হারাম করে দিয়েছেন(১)হাকিম আলা মুস্তাদরাক, হাদীস নং - ৪৭৭৯

هذا حديث صحيح الإسناد (২)ইমাম সুউতি, ইহইয়াউল মাইয়াত বে ফাযায়েলে আহলে বাইত, পৃষ্ঠা- ৩৫(৩)ইমাম তাবরানী মুজামুল কাবীর , হাদীস - ১০১৮

(৪)ইমাম আবু নুইএম হিলইয়াতুল আওলীয়া খন্ড-৪, পৃষ্ঠা-২৭৪(৫)খাতিব বাগদাদি, তারিখে বাগদাদ, পৃষ্ঠা-৯৯৭(৬)ইবনে হাজার আস্কালানী, মাতালেবুল আলিয়া, খন্ড -৪ হাদীস নং- ৩৯৮৭ (৭)তাহজিবুল কামাল হাদীস নং -৭৮৯৯(৮)ইমাম যুরকানী শারহ মুহাইব খন্ড-৩ পৃষ্ঠা-২০৩(৯)কানযুল উম্মাল হাদীস নং- ৩৪২২০

উক্ত হাদীস থেকে বোঝা যায় জান্নাতুল বুতুল ফাতিমা রাদিল্লাহু তা'আলা আনহার ওসীলায় আল্লাহ, তার সমস্ত (কেয়ামত পর্যন্ত) আল আওলাদদের (ذريتها) জন্য জান্নাত নির্ধারিত করে দিয়েছেন।

তৃতীয় দলিলঃ

حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الأَنْصَارِيُّ حَدَّثَنِيْ أَبِيْ عَبْدُ اللهِ بْنُ الْمُثَنَّى عَنْ ثُمَامَةَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَنَسٍ عَنْ أَنَسٍ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ كَانَ إِذَا قَحَطُوْا اسْتَسْقَى بِالْعَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ فَقَالَ اللَّهُمَّ إِنَّا كُنَّا نَتَوَسَّلُ إِلَيْكَ بِنَبِيِّنَا صلى الله عليه وسلم فَتَسْقِيْنَا وَإِنَّا نَتَوَسَّلُ إِلَيْكَ بِعَمِّ نَبِيِّنَا فَاسْقِنَا قَالَ فَيُسْقَوْنَ

আনাস (রাআঃ) হতে বর্ণিত যে, ‘উমর (রাআঃ) অনাবৃষ্টির কারণে দুর্ভিক্ষ দেখা দিলে ‘আববাস ইবনে ‘আবদুল মুত্তালিব (রাআঃ) এর ওসীলা নিয়ে বৃষ্টি বর্ষণের দোয়া করতেন। তিনি বলতেন, হে

আল্লাহ্! আমরা অনাবৃষ্টি দেখা দিলে আমাদের নবীর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ওসীলা নিয়ে দোয়া করতাম আপনি বৃষ্টি বর্ষণ করতেন এখন আমরা আমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর চাচা ‘আববাসের (রাআঃ)ওসীলায় বৃষ্টি বর্ষণের দোয়া করছি আপনি আমাদের উপর বৃষ্টি বর্ষণ করুন তখন বৃষ্টি হত.

(১)সহী বুখারী,কিতাবুল ইস্তিসকা,হাদীস নং-৯৬৪(২)সুনানে আবু দাউদ, ফাযাএলে সাহাবা,খন্ড-২হাদীস নং-৩৭১০(৩)সুনান আল কুবরা,হাদীস নং-৬২৯৩

(৪)সহী বুখারী,ফাযাএলে সাহাবা, হাদীস নং-৩৫০৭(৫)ম'জামুল কাবীর,হাদীস নং-৮৪

চতুর্থ দলিলঃ

ثنا مُحَمَّدُ بْنُ عُثْمَانَ بْنِ أَبِي شَيْبَةَ ، ثنا أَحْمَدُ بْنُ طَارِقٍ الْوَابِشِيُّ ، ثنا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " إِنَّ لِلَّهِ عَزَّ وَجَلَّ خَلْقًا خَلَقَهُمْ لِحَوَائِجِ النَّاسِ ، يَفْزَعُ إِلَيْهِمُ النَّاسُ فِي حَوَائِجِهِمْ ، أُولَئِكَ الآمِنُونَ غَدًا مِنْ عَذَابِ اللَّهِ

হজরত আব্দুল্লাহ ইবনে উমর বর্ননা করেন, যে হুজুর সাল্লালাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইর্শাদ করেন নিশ্চই আল্লাহর কিছু খাস বান্দা আছেন আল্লাহ তাআলা তাদেরকে মাখলুকের ইচ্ছা পূরনের জন্য খাস করে বানিয়েছেন। লোকে ভয় পেয়ে নিজেদের পেরেশানি বা হাজত নিয়ে তাদের নিকট নিয়ে যায়...আল্লাহর সেই খাস বান্দারা তার (আল্লাহর)আযাব থেকে নিরাপদে আছেন

(১) ইমাম আবু নুইয়েম, হিলিয়াতুল আওলীয়া, খন্ড-৩,প্রষঠা-২২৫, খন্ড-৬ পৃষ্ঠা-১১৫, খন্ড-১৩ পৃষ্ঠা-২১৫ আব্দুল্লাহ ইবনে উমর হইতে বর্ণিত (২)ইমাম হাইশামি, মাজমাউজ যাওয়াইদ,খন্ড-৪, হাদীস নং-১০০৭আব্দুল্লাহ ইবনে উমর হইতে বর্ণিত(৩)ইমাম বাইহাকি, শুয়েবুল ইমান,হাদীস নং-৭১৪৬(৪) ইমাম তাবরানী, ম'জামুল কাবীর খন্ড-১২, হাদীস নং-১৩৩৩৪, আব্দুল্লাহ ইবনে উমর হইতে

বর্ণিত ইমাম তাবরানী বলেন رجاله رجال الصحيح(৫)ইমাম তাবরানী, ম'জামুল আউসাত,হাদীস নং-৫৩০৪(৪)মুসনাদে আবু ইয়ালা,হাদীস নং-১৫৭৫

(৬) মুসনাদে শিহাব,খন্ড-২, হাদীস নং-১০০৭, আব্দুল্লাহ ইবনে উমর হইতে বর্ণিত

(৭) ইমাম শাজরী,তারতীব আল আলমালী, খন্ড-২, হাদীস নং-২২৮৫,হজরত আয়েশা হইতে , হজরত জয়নুল আবেদিন হইতে বর্ণিত (৮) ইমাম দায়নুরী, মাজালিসাহ ওয়া জাওয়াহির,খন্ড-৮,হাদীস নং-৩৪৮২, আবু হুরাইরা হইতে বর্নিত

(৯) মাশিখা আল কাজি,খন্ড-২ হাদীস নং-১০২৩, ইবনে আব্বাস হইতে বর্নিত

(১০) আলকামীল,খন্ড৭,পৃষ্ঠা-৫৪০,(১১)খাতিব বাগদাদী,তারিখে বাগদাদ,হাদীস নং-৩২৩৭(১২) খাতিব বাগদাদী,আল মুত্তাফিক ওয়াল মুতাফারিক, খন্ড-২,হাদীস নং-১০৪০, আনাস ইবনে মালিক রা হইতে বর্নিত

(১৩) ইবনে আবী দুনীয়,কাযাইল হাওয়াইজ,হাদীস নং-৬৯৭০ তিনি বলেন عن الحسن مرسلا অর্থাৎ হাসান ও মুরসাল পর্যায়ে বর্নিত হয়েছে(১৪) ফাওয়াইদে তামাম রাযি,খন্ড-২, পৃষ্ঠা-২১৯(১৫) ইমাম মানাওয়ী,ফাইজুল কাদীর, খন্ড-২, পৃষ্ঠা-৪৭৪(১৬) ইমাম দাইলমি, মুসনাদে ফিরদৌস,খন্ড- ১

হাদীস নং-২৪৪(১৭)ইমাম সুয়ুতি জামিউস সাগীর,হাদীস নং-৬৯৭২(১৮) ইমাম ইবনে হিব্বান,কিতাবুস সিকাত,খন্ড-১, পৃষ্ঠ-৪৪(১৯)তারিখে দামিস্ক,হাদীস নং-৫৭৩১(২০)আবু ইয়ালা হাম্বালী, তাবকাতে হাম্বালিয়া,হাদীস নং-৫

(২১) ইমাম তাবরানী, মুকাররামুল আখলাক,হাদীস নং-৮২

أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، نا أَبُو الْحَسَنِ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَهْلِ بْنِ سَهْلَوَيْهِ الْمُزَكِّي، وَأَنَا سَأَلْتُهُ نا أَبُو نَصْرٍ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ نَصْرٍ اللَّبَّادُ، نا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، حَدَّثَنِي الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ، عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ، عَنْ عَبْدَةَ بْنِ أَبِي لُبَابَةَ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " إِنَّ لِلَّهِ أَقْوَامًا اخْتَصَّهُمْ بِالنِّعَمِ لِمَنَافِعِ الْعِبَادِ، وَيُقِرُّهَا فِيهِمْ مَا بَذَلُوهَا، فَإِذَا مَنَعُوهَا نَزَعَهَا عَنْهُمْ وَحَوَّلَهَا إِلَى غَيْرِهِمْ

হজরত ইবনে উমর হইতে বর্ণিত তিনি বলেন, আল্লাহর রসুল সাল্লালাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন নিশ্চই আল্লাহ, বান্দাকে ফায়দা পৌঁছানোর জন্য তাদের সহয়াক হিসাবে একটি দল নিযুক্ত করেছেন। এবং তাদের মধ্যে নির্ধারিত করা হয় যা কিছু আছে তা

দেওয়ার উদ্দেশ্যে।আর যদি তারা অস্বীকার করে তাদের থেকে দূরে সরিয়ে দেওয়া হয় এবং তাদের থেকে অন্য দিকে ঠেলে দেওয়া হয়।

শুয়েবুল ইমান, হাদীস নং- ৭২৫৬

উক্ত হাদীস থেকে বোঝা যায়, আল্লাহ তার বান্দাদের সাহায্যের জন্য, খাস বান্দাদের নিযুক্ত করে রেখেছেন।যাতে কেও কোন সমস্যায় পড়লে তাদের দ্বারা সাহায্যপ্রাপ্ত হতে পারে।

পঞ্চম দলিলঃ

أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الشُّرَيْحِيُّ ، أَخْبَرَنَا أَبُو إِسْحَاقَ الثَّعْلَبِيُّ ، أنا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ بْنُ فَنْجَوَيْهِ ، أنا أَبُو بَكْرِ بْنُ خُرْجَةَ ، أنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ ، أنا أَبُو حُمَيْدٍ الْحِمْصِيُّ ، أنا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْعَطَّارُ ، أنا حَفْصُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سُوقَةَ ، عَنْ وَبَرَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ لَيَدْفَعُ بِالْمُسْلِمِ الصَّالِحِ عَنْ مِائَةِ أَهْلِ بَيْتٍ مِنْ جِيرَانِهِ الْبَلاءَ " ، ثُمَّ قَرَأَ : وَلَوْلا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ سورة البقرة آية 251

হজরত ইবনে উমর রাদিআল্লাহু আনহু হইতে বর্ণিত তিনি বলেন রসুলুল্লাহ সাল্লালাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন নিশ্চয় আল্লাহ আজযাওয়াজাল কোনো প্রতিবেশী পুণ্যবান মুসলমানের মাধ্যমে ১০০ জন প্রতিবেশীর বালা দূর করেন।তারপর কোরানের আয়াত পাঠ করলেন, আর আল্লাহ যদি মানুষকে প্রতিহত না করতেন তাদের কিছু লোককে কিছু লোক দ্বারা। (সুরা বাকারা, আয়াত-২৫১)

(১)ইমাম তাবরানী, ম'জামুল আওসাত,হাদীস নং-৪০৮০ (২) জামিউল বায়ান লিত তাবারী, খন্ড-৪, হাদীস নং-৫২৭৩,(৩)ইমাম বাগাওয়ি, মালিমুত তানযিল, পৃষ্ঠা -১৭০

উক্ত হাদিসের মাধ্যমে বোঝা যায়, আল্লাহর নেক বান্দার ওসীলায় তাদের প্রতিবেশীর উপরও কল্যান সাধিত হয়।

ষষ্ট দলিলঃ

حدثنا علي بن سعيد قال : حدثنا إسحاق بن زريق الراسبي قال : حدثنا عبد الوهاب بن عطاء ، عن سعيد بن أبي عروبة ، عن قتادة ، عن أنس قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " لن تخلو الأرض من أربعين رجلا مثل إبراهيم خليل الرحمن ، فبهم يسقون وبهم ينصرون ، ما مات منهم أحد إلا أبدل الله مكانه آخر "

আনাস রাদিআল্লাহু আনহু হইতে বর্নিত, তিনি বলেন রসুলুল্লাহ সাল্লালাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইর্শাদ ফরমান ইব্রাহিম খালিলুর রাহমানের(আলাইহিস সালামের) বৈশিষ্ট সম্পন্ন ৪০ জন লোক থেকে পৃথিবী কখনও খালি হয়না এবং তাদের ওসীলায় বৃষ্টি বর্ষিত হয় এবং তাদের ওসীলায়(আল্লাহর তরফ থেকে) সাহায্য করা হয় যেকেও তাদের মধ্যে ইন্তেকাল হয়ে যায় আল্লাহ তার স্থান পূরন করে দেন

(১)ম'জামুল আওসাত হাদীস নং-৪১১৩(২)কাঞ্জুল উম্মাল, হাদীস নং-৩৪৫৯৭ আনাস ইবনে মালিক হইতে বর্নিত,(৩)ইমাম আবু নুইয়েম, হিলিয়াতুল আওলীয়া,খন্ড-৪, পৃষ্ঠা-১৯০(৪)তারিখে দামিস্ক,পৃষ্ঠা-৬১৭,আনাস বিন মালিক হইতে বর্নিত(৫)তারিখে দামিস্ক,পৃষ্ঠা-৬১৮,আনাস বিন মালিক হইতে বর্নিত

সপ্তম দলিলঃ

حَدَّثَنَا أَبُو الْمُغِيرَةِ حَدَّثَنَا صَفْوَانُ حَدَّثَنِي شُرَيْحٌ يَعْنِي ابْنَ عُبَيْدٍ قَالَ ذُكِرَ أَهْلُ الشَّامِ عِنْدَ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَهُوَ بِالْعِرَاقِ فَقَالُوا

الْعَنْهُمْ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ قَالَ لَا إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ الْأَبْدَالُ يَكُونُونَ بِالشَّامِ وَهُمْ أَرْبَعُونَ رَجُلًا كُلَّمَا مَاتَ رَجُلٌ أَبْدَلَ اللَّهُ مَكَانَهُ رَجُلًا يُسْقَى بِهِمْ الْغَيْثُ وَيُنْتَصَرُ بِهِمْ عَلَى الْأَعْدَاءِ وَيُصْرَفُ عَنْ أَهْلِ الشَّامِ بِهِمْ الْعَذَابُ

হজরত আলী ইবনে আবী তালীব বর্ণনা করেন আমি নবীএ করিম সাল্লালাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি। শাম দেশে ৪০ জন আব্দাল আছে যখন তাদের মধ্য একজন ব্যাক্তি মারা যায় আল্লাহ তার যায়গা পুরোন করে দেয় তাদের ওসীলায় বৃষ্টি বর্ষিত হয়।তাদের ওসীলায় শত্রুর উপর বিজয় লাভ হয়। তাদের ওসীলায় মুলকে শামের উপর আযাব দুরিভুত হয়।

(১)মুসনাদে আহমাদ, হাদীস নং-,২২১৩৯, ২২২৪৫ ইবাদা বিন স্বমাত হইতে বর্নিত(২)মুসনাদে আহমাদ,হাদীস নং- ৮৯৮,৮৭৪, হজরত আলী হইতে বর্নিত(৩) মাজমাউজ যাওয়াইদ, হাদীস নং -১৬৬৭২ ইমাম হাইশমি বলেন.. رواه أحمد ، ورجاله رجال الصحيح (৪) ম'জামুল কাবীর,হাদীস নং-১০৩৯০,আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ হইতে বর্নিত(৫)আলহাদীসে মুখতারা,পৃষ্ঠা-৪৪৮ হজরত আলী হইতে বর্নিত (৬)মুসনাদে সাসি,হাদীস নং-১২৫০, হজরত আলী হইতে বর্নিত

(৭)হিলিয়াতুল আওলীয়া,হাদীস নং-৫৩৩৭,৫৩৩৩, আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ হইতে বর্নিত

(৮)মারেফাতে সাহাবা,ইমাম আবু নুঈয়েম ,হাদীস নং- ৪৫২৩,আব্দুল্লাহ ইবনে মাসুদ হইতে বর্নিত (৯) তারিখে দামিস্ক, পৃষ্ঠা-৬১৩,আলী ইবনে আবী তালিব হইতে বর্নিত(১০)ইবনে আসাকির,তারিখে দামিস্ক,পৃষ্ঠা-৬২০,ইবাদা বিন স্বমাত হইতে বর্নিত(১১) তারিখে দামিস্ক,পৃষ্টা-৬১৪,আলী ইবনে আবী ত্বালিব হইতে বর্নিত (১২)তারিখে দামিস্ক,পৃষ্ঠা-৬১৫,ওউফ বিন মালিক হইতে বর্নিত (১৩) তারিখে দামিস্ক,পৃষ্ঠা-৬১৬,ওউফ বিন মালিক হইতে বর্নিত(১৪) ফাযায়েলে সাহাবা,হাদীস নং-১৭২৭,আলী ইবনে আবি তালিব হইতে বর্নিত(১৫) মুজামুল আওসাত,হাদীস নং-৪১১৩(১৬) হিলইয়াতুল আওলীয়া,পৃষ্ঠা-১৯০, আনাস ইবনে মালিক হইতে বর্নিত (১৭)মিস্কাত শরীফ,খন্ড-২, হাদীস নং-৬০১৫, হজরত আলী হইতে বর্নিত

অষ্টম দলিলঃ

حدثنا أبو زرعة عبد الرحمن بن عمرو الدمشقي ، ثنا محمد بن المبارك الصوري ، ثنا عمرو بن واقد ، عن يزيد بن أبي مالك ، عن شهر

بن حوشب ، قال : لما فتحت مصر ، سبوا أهل الشام ، فأخرج عوف بن مالك رأسه من ترس ثم قال : يا أهل مصر أنا عوف بن مالك ، لا تسبوا أهل الشام فإني سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول : " فيهم الأبدال ، وبهم تنصرون ، وبهم ترزقون

হাদীস বয়ান করেন আবু জাররাহ আব্দুর রহমান বিন আমরোল দামিস্কি, সনদ বর্ণনা করেন মুহাম্মাদ বিন মুবারাক সুরি,সনদ বর্ণনা করেন আমর বিন ওয়াকদ, ইয়াযিদ বিন আবু মালিক শাহর বিন হাওসব থেকে বর্ণনা করেন তিনি বলেন আবদালগন সিরিয়ায় আছেন। তাঁদের বরকতে মানুষেরা (খোদায়ী) সাহায্য পায় এবং একমাত্র তাঁদের কারণেই রিযক মঞ্জুর হয়।

(১)ইমাম তাবরানী, ম'জামুল কাবীর, বাবুল আইন, হাদীস নং-১২০(২)মাজমাউজ যাওয়ায়িদ, কিতাবুল মানাকিব, হাদীস নং -১৬৬৭৬ ইমাম হাইসামি বলেন ووثقه محمد بن المبارك الصوري ، وشهر اختلفوا فيه ، وبقية رجاله ثقات(৩)ইবনে আসাকির,তারিখে দামিস্ক,খন্ড-১ প্র্ষঠা-২৯০

এই সমস্ত হাদীস থেকে বোঝা যায়, আল্লাহর ওলীদের ওসীলা ধরা যায়েজ এবং তাদের মাধ্যমে আল্লাহর তরফ থেকে আমরা সাহায্য পেয়ে থাকি। এবং তাদের কে আমাদের সাহায্যের জন্য নিযুক্ত করেছেন যাদের ওসীলায় আমাদের উপর বৃষ্টি বর্ষন করেন ও এবং আমাদের সাহায্য করেন।

আল্লাহর ওলীগনের ওসীলা ও সাহায্য বিষয়ক এত দলিল থাকার পরেও ওসীলা বিরোধিদের নিত্যনতুন আপত্তির পালা অব্যাহত থাকে। সেগুলির মধ্যে অন্যতম হলো তাদের কে আহব্বান করা নিয়ে।যেমন সাধারণত আমরা ইয়া রসুলুল্লাহ আলমাদাদ, ইয়া গওস

আলমাদাদ ইত্যাদি ভাবে আল্লাহর খাস বান্দাদের আহব্বান করে থাকি।এ বিষয়েও কয়েকজনের যথেষ্ট আপত্তি রয়েছে। এই আপত্তির সুত্র হলো, কিছু কোরানের আয়াত। নিম্নোক্ত আয়াতটি তার মধ্যে অন্যতমঃ

وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُوْنِيْٓ اَسْتَجِبْ لَكُمْ ۗ اِنَّ الَّذِيْنَ يَسْتَكْبِرُوْنَ عَنْ عِبَادَتِيْ سَيَدْخُلُوْنَ جَهَنَّمَ دَاخِرِيْنَ ۝

তোমাদের প্রতিপালক বলেন- তোমরা আমাকে ডাকো, আমি (তোমাদের ডাকে) সাড়া দেব। যারা আমার ইবাদত করতে অহঙ্কার দেখায় (করবে না বলে জেদ দেখায়) , নিশ্চিতই তারা লাঞ্ছিত অবস্থায় জাহান্নামে প্রবেশ করবে..সুরা -গাফির, আয়াত-৬০

উক্ত আয়াতের আলোকে মুলত যে আপত্তি বা দাবি মূলত ওসীলা বিরোধী রা করে , সেটা হল ডাকার হলে আল্লাহ কে ডাকো। অন্য কাওকে ডাকার যায়গা ইসলামে নেই এবং তা একেবারেই ইসলাম বিরোধী।

আমার জবাবঃ প্রথমত,উক্ত আয়াতে ডাকো বলতে বোঝার জন্য পুরো আয়াত টা ভালো করে পড়া প্রয়োজন আছে। শুধু দোয়া শব্দ দেখেই আনন্দ আত্মহারা হলেই চলবে না। আসলে আয়াত টি তে লক্ষ করলে বোঝা যায়, এখানে ইবাদতের দোয়া বা ডাকেরই কথা বলা হয়েছে। কেণ না উক্ত আয়াতে الَّذِيْنَ يَسْتَكْبِرُوْنَ عَنْ عِبَادَتِيْ ۝ যারা আমার ইবাদত করতে অহঙ্কার দেখায় , উদ্ধৃতিটি আছে। যার দ্বারা বোঝা যায়, উক্ত আয়াতের উদ্দেশ্য হল শুধু আল্লাহরই ইবাদত করো। এখানে দোয়া বলতে ইবাদত কে বোঝানো হয়েছে কেণ না ইবাদতও

আল্লাহ কে ডাকা বা দোয়ার একটি পদ্ধতি। অতএব উক্ত আয়াত ওসীলার বিষয়ে একেবারেই অপ্রাসঙ্গিক কেণ না আমরা ইবাদতের ডাক বা দোয়া আল্লাহর জন্য খাস তা কখনই অস্বীকার করি না। তাছাড়া সাহায্য প্রার্থনারার্থে দোয়ার জন্যও আল্লাহরই মুখাপেক্ষী হই। তবে সে ডাক বা দোয়া প্রতক্ষ হওয়া শর্ত নয়। বরং তা পরক্ষও হতে পারে, কখনও আম্বিয়া - আওলীয়ার ওসীলার মাধ্যমে। আবার আল্লাহর প্রতি উদ্দেশ্য রেখে কখন আম্বিয়া কিংবা আওলীয়া গন কে ডাকার মাধ্যমে । তাছাড়া ইবাদতের প্রথম এবং মূল শর্তই হলো কাওকে মা'বুদ মানা। নৈলে কখনই তার ইবাদত সম্ভব হবে না। তাই কাওকে সাহায্যের জন্য ডাকা ও ইবাদতের উদ্দেশ্যে ডাকা দুটির মধ্যে বিস্তর ফারাক আছে।

দ্বিতীয়ত,আম্বিয়া, আওলীয়াগন হলেন আল্লাহর নিযুক্ত বান্দা। আল্লাহ কোন বান্দাকে নিযুক্ত করলেও, মূল সাহায্য আল্লাহর তরফ থেকে থাকে এটাই আমাদের আকীদা। তাদের মাধ্যমে সাহায্য পেয়ে প্রকৃত অর্থে আল্লাহর নিকট হইতে সাহায্যই আমরা পাই।যেমন কোন দেশের শাসক বা সর্কার তার জনসাধারনের সাহায্যের জন্য বিভিন্ন সাহায্যকারী (পুলিশ,জজ,এম.এ. লে এম্পি,কাউন্সিলার এবং মিলাটারি ইত্যাদি) নিযুক্ত করে রাখে। , তাদের মাধ্যমে যখন আমরা সাহায্য পাই,আসলে শাসক বা সর্কারের কাছ থেকেই সাহায্য পাই।এখানে মুল সাহায্যটা শাসক বা সর্কারেরই । একি ভাবে আল্লাহ আমাদের জন্য তার খাস বান্দাদের সাহায্যকারীরুপে নিযুক্ত করে রেখেছেন,তাদের নিকট থেকে সাহায্য চাওয়া বা পাওয়া আসলে আল্লাহর তরফ থেকে সাহায্য পাওয়া।

তৃতীয়ত, তারা আয়াতের মর্ম বুঝতে যথেষ্ঠ অক্ষম। কেণ না আয়াতে পরিস্কার ইবাদতের ব্যাপারে উল্লেখ করে দেওয়া হয়েছে। কিন্তু তারপরেও যখন তারা বুঝতে পারে না সেক্ষেত্রে অন্তত তার তাফসীর দেখে বোঝার চেষ্টা করতেই পারে। যেমন নিম্নোক্ত তাফসীর টি দেখলেও বোঝা যায়

وَقَوْله : { وَقَالَ رَبّكُمْ اُدْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ } يَقُول تَعَالَى ذِكْره : وَيَقُول رَبّكُمْ أَيّهَا النَّاس لَكُمْ اُدْعُونِي : يَقُول : اُعْبُدُونِي وَأَخْلِصُوا لِي الْعِبَادَة دُون مَنْ تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِي مِنْ الْأَوْثَان وَالْأَصْنَام وَغَيْر ذَلِكَ { أَسْتَجِبْ لَكُمْ } يَقُول : أُجِب دُعَاءَكُمْ فَأَعْفُو عَنْكُمْ وَأَرْحَمكُمْ . وَبِنَحْوِ الَّذِي قُلْنَا فِي ذَلِكَ قَالَ أَهْل التَّأْوِيل . ذِكْر مَنْ قَالَ ذَلِكَ : 23436- حَدَّثَنِي عَلِيّ , قَالَ : ثنا عَبْد اللَّه , قَالَ : ثني مُعَاوِيَة , عَنْ عَلِيّ , عَنْ اِبْن عَبَّاس , قَوْله : { اُدْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ } يَقُول : وَحِّدُونِي أَغْفِر لَكُمْ . 23437 - حَدَّثَنَا عَمْرو بْن عَلِيّ , قَالَ : ثنا عَبْد اللَّه بْن دَاوُد , عَنْ الْأَعْمَش , عَنْ زِرّ , عَنْ يُسَيْع الْحَضْرَمِيّ , عَنْ النُّعْمَان بْن بَشِير , قَالَ : قَالَ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " الدُّعَاء هُوَ الْعِبَادَة " وَقَرَأَ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : { وَقَالَ رَبّكُمْ اُدْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ

(এবং তিনি অর্থাৎ আল্লাহ তাআলা বলেন তোমাদের পালনকর্তা বলেন তোমরা ডাকো আমাকে আমি তোমাদের সাড়া দেবো) আল্লাহ তাআলা বলেছেন হে লোকেরা তোমাদের পালণকর্তা তোমাদের প্রতি আদেশ করে বলেন তোমরা আমাকে ডাকো। তিনি

বলেন মুর্তি ও দেবদেবীর এবং আরো অন্যান্যদের মধ্যে যাকে তোমরা ইবাদত করো, তাকে ছেড়ে তোমরা আমার ইবাদত কর।এবং আমার ইবাদতে নিয়োজত হও (আমি তোমাদের ডাকে সাড়া দেবো)এবং বলেন আমি .তোমাদের ক্ষমা দান করবো আর তোমাদের উপর রহমত প্রদান করবো। এই বিষয়ে আমি যাহা বলেছি সেই ভিত্তিতে তাফসীর কারকগন উল্লখিত আয়াত সবন্ধে বলেন যে, হজরত আলী ইবনে আব্বাস হইতে বর্ণনা করেন তিনি বলেন আল্লাহ তাআলা ফরমান(তোমরা আমাকে ডাকো তোমাদের ডাকে সাড়া দেবো) আমি একমাত্র তোমাদের ক্ষমা দান করবো।নোমান বিন বাশির বর্ণনা করেন তিনি বলেন রসুলে আকরাম সাল্লালাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফরমান, এই ডাক হলো ইবাদতের ডাক তারপর রসুলুল্লাহ সাল্লালাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পাঠ করলেন, তোমাদের প্রতিপালক বলেন-তোমরা আমাকে ডাকো, আমি তোমাদের ডাকে সাড়া দেব।

তাফসীরে তাবরী,সুরা-মোমিন, আয়াত-৬০

{ وقال ربكم ادعوني أستجب لكم } أي اعبدوني أثبكم بقرينة

আর তোমাদের প্রতিপালক বলেন শুধু আমাকেই তোমরা ডাকো আমি তোমাদের দাকে সাড়া দেবো।.অর্থাৎ আমার ইবাদত কর আমি তোমাদেরকে নিশ্চই সওয়াব প্রদান করবো।

তাফসীরে জালালাইন,সুরা -মোমিন,আয়াত-৬০

তাফসীরের আলোকে বোঝা যায়, আয়াতটি আসলে ইবাদত সম্পর্কিত আয়াত যেটা শুধু আল্লাহর জন্য খাস। এখানে দোয়া বলতে ইবাদত কে বোঝানো হয়েছে। আর আমরা শুধু মাত্র আল্লাহরই ইবাদত করি তার ইবাদতে অন্য কাওকে শরিক করিনা। কোন নবী

আলাইহিমুসসালাম ও তার মুকাররাব বান্দাদের বা আওলীয়া কামেলীনদেরও নয়, কারণ তারা অনুসরণ যোগ্য হলেও ইবাদত যোগ্য নয়। কিন্তু আল্লাহ যাকে সাহায্যকারী রুপে নিযুক্ত করেছেন তাকে সাহায্যকারী মেনে নিতে এবং তাদের কে সাহায্যের জন্য আহব্বান দিতে অসুবিধা হওয়ার কথা নয়।যাই হোক বিষয়টি পরিস্কার হওয়ার পর আল্লাহর বান্দাদের আহব্বানের দলিল টা দেখে নেওয়া যাক।যার দ্বারা প্রমাণ হবে কোন ওলী কে ও ইয়া শব্দ দ্বারা সাহায্যের জন্য আহব্বান করাটা ও বৈধ।

حدثنا إبراهيم بن نائلة الأصبهاني ثنا الحسن بن عمر بن شقيق ثنا معروف بن حسان السمرقندي عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن عبد الله بن بريدة عن عبد الله بن مسعود

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم

: إذا انفلتت دابة أحدكم بأرض فلاة فليناد : يا عباد الله احبسوا علي يا عباد الله احبسوا علي فإن لله في الأرض حاضر سيحبسه عليكم

ইবরাহিম ইবনে নাইলাল আসবাহানি বর্ননা করেন.... হাসান ইবনে উমর ইবনে শাকিক থেকে তিনি বর্ননা করেন মারুফ ইবনে হাসান সামার কানদি থেকে,তিনি বর্ননা করেন সাইদ ইবনে আবি আরুবা থেকে তিনি কাতাদা থেকে তিনি করেন আব্দুল্লাহ ইবনে বুরাইদা থেকে,তিনি আব্দুল্লাহ ইবনে মাসুদ থেকে তিনি বলেন,আল্লাহর রসুল সাল্লালাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ যখন তোমাদের কেও

রাস্তায় নিজের সাওয়ারি হারিয়ে ফেলে, তা ফিরে পাওয়ার জন্য এই ভাবে ডাকা উচিত ইয়া ইবাদল্লাহ অর্থাৎ হে আল্লাহর বান্দা সাহায্য করুন.হে আল্লাহর বান্দা সাহায্য করুন।তার জন্য পৃথিবীতে উপস্থিত আল্লাহর বান্দা,তোমাদের সাহায্য করবে তা ফিরে পাওয়ার জন্য।

(১) মাজামুল কাবীর...হাদীস নং-১০৫১৮,আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ হইতে বর্নিত

(২)ইমাম তাবরানী মুজামুল কাবীর,হাদীস নং-১৩৭৩৭ তিনি বলেন .وَ قَدْ جَرَّبَ ذَلِكَ হজরত ইবনে গাযওয়ান হইতে বর্ণিত

(৩) মাজমাউয যাওয়াইদ, হাদীস নং-১৭১০৩, খন্ড- ১০ হজরত উকবা বিন গাজওয়ান হইতে বর্নিত, .তিনি বলেন إسناد حسن كما قالوا، فإن رجاله كلهم ثقات

(৪) মুসান্নাফে ইবনে আবি শাইবা,খন্ড-৬,হাদীস নং-২৯৭২১

(৫) মুসনাদে বাজ্জার, হাদীস নং-১৭১০৪, ইমাম বাজ্জার বলেন رجاله ثقات

(৬) মুসনাদে আবু ইয়ালা,হাদীস নং-১৭১০৬

.(৭) আলবানীর, সিলসিলাতুল যাইফা ওয়াল মওযুয়াত,খন্ড-২ পৃষ্ঠা-১০ وهذا الحديث له شواهد يحسن

(৮) কিতাবুল আযকার,খন্ড-৫,পৃষ্ঠা- ১৫১

)حسن الإسناد غريب(৯) ইমাম হাফীজ ইবনে হাজার আস্কালানী, তাকরীবে ৩১৭ পৃষ্ঠায় বলেন الصدوق يهم "

(১০)ইমাম ইবনে হাজার আস্কালানী, মাতালেবুল আলীয়,খন্ড-২ হাদীস নং-৩৩৮২

(১১)জামেউস সাগীর,খন্ড-১, হাদীস নং-১৪১৭

(১২) খাতিব বাগদাদি,তারিখে বাগদাদ,পৃষ্ঠা-১৩৫

মুল্লা আলী কারী বলেনঃ

المراد بهم الملكة او المسلمون من الجن او رجال الغيب بابدال

এর দ্বারা মুরাদ হলো মালাইকা অথবা মুসল্মান জ্বীন অথবা গাইবের আব্দাল পুরুষদের মধ্যে থেকে...

هذا حديث حسن

অত্র হাদীসটি হাসান শারাহ হিসনুল হাসিন,পৃষ্ঠা-৩৭৪

উক্ত হাদীস থেকে বোঝা যায় আল্লাহর মুকাররাব বান্দাদের ইয়া শব্দ দ্বারা আহব্বান করা বৈধ এবং এও প্রমাণিত হয় আল্লাহ তার কিছু মুকাররাব বান্দা ও মালায়েকা ও আওলীয়াএ কেরামদের কে সাহায্যের জন্য নিযুক্ত করে রেখেছেন তাদের সাহায্যের জন্য ডাকলে তারা আল্লাহর প্রদত্ত সাহায্যে আমাদের সাহায্য করেন। এছাড়া এটি একটি পরিক্ষিত আমলও যা ইমাম আহমাদ বিন হাম্বলের সম্মানিত পিতাও করতেন।নিম্নে তার দলিল

أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ ، أنا أَحْمَدُ بْنُ سَلْمَانَ الْفَقِيهُ ببغداد ، نا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ أَبِي ، يَقُولُ : " حَجَجْتُ خَمْسَ حِجَجٍ ، اثْنَتَيْنِ رَاكِبًا ، وَثَلاثَ مَاشِيًا ، أَوْ ثَلاثَ رَاكِبًا ، وَاثْنَتَيْنِ مَاشِيًا ، فَضَلَلْتُ الطَّرِيقَ فِي حَجَّةٍ ، وَكُنْتُ مَاشِيًا فَجَعَلْتُ أَقُولُ : يَا عِبَادَ اللَّهِ ، دُلُّونِي عَلَى الطَّرِيقِ ، قَالَ : فَلَمْ أَزَلْ أَقُولُ ذَلِكَ حَتَّى وَقَفْتُ عَلَى الطَّرِيقِ ، أَوْ كَمَا قَالَ أَبِي " .

আব্দুল্লাহ বিন আহমাদ ইবনে হাম্বাল (রাহঃ)বলেন যে তিনি তার পিতাকে বলতে শুনেছেন তিনি বলেন আমি ৫বার হজ সম্পন্ন করেছি, তিনবার পায়ে হেটে।আর দুইবার সাওয়ারিতে, অথবা তিনি বলেছেন তিনবার সাওয়ারিতে এবং দুইবার পায়ে হেটে। একদা আমি হাটছিলাম আমি আমার পথ হারিয়ে ফেললাম।অতঃপর আমি উচ্চস্বরে ইহাই বলতে লাগলাম। হে আল্লাহর বান্দা রাস্তা দেখাও,আমি পথ খুঁজে পাওয়া পর্যন্ত ইহাই পুনরাবৃত্তি করতে থাকলাম।অথবা আমার শ্রদ্ধেয় পিতা অনুরুপ কিছু বলেছিলেন।

(১)ইমাম আহমাদ,মাসায়েলে ইমাম আহমাদ রিওয়াইয়াতে ইবনু আব্দুল্লাহ,পৃষ্ঠা-২১৭ (২)ইমাম বাইহাকী,শুয়েবুল ইমান,খন্ড-২,হাদীস নং-৭১৮৩(৩)ইবনে আসাকির, খন্ড-৩,পৃষ্ঠা-৭২

উক্ত আমলটি ইমাম আহমাদ বিন হাম্বালের সম্মানিত পিতা দ্বারা পরিক্ষিত। আর উক্ত বর্ণনা এও প্রমাণ করে সাল্ফ স্বলেহীনগনও এই ধরণের আমলের পক্ষপাতি ছিলেন। এবং এটাও ধারণা পাওয়া যায় তারাও আল্লাহর মুকাররাব বান্দা তথা ওলীগন কে সাহায্যকারী হিসাবে মানতেন।

উক্ত বর্ণনা কারোর অস্বীকার করার আগে বলে দি তাদেরই মতাদর্শের নেতা আলবানী তার কিতাব সিলসিলাতুল জয়িফা ও মওজুয়াতে বলেছেন...

رواه البيهقي في " الشعب " ابن عساكر من طريق

عبد الله بسند صحيح

যাই হোক আল্লাহর ওলীগনের মাধ্যমে দুনিয়াতে তো সাহায্য পেয়েই থাকি কিন্তু সেটা দুনিয়া পর্যন্ত সীমাবদ্ধ নয়, সেটা আখেরাতেও অব্যাহত থাকে। দলিল হিসাবে নিচে কিছু দলিল উল্লেখ করলামঃ

প্রথমঃ

حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَرْوَانَ , حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ , حَدَّثَنَا عَنْبَسَةُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ , عَنْ عَلَّاقِ بْنِ أَبِي مُسْلِمٍ , عَنْ أَبَانَ بْنِ عُثْمَانَ , عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ , قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " يَشْفَعُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثَلَاثَةٌ الْأَنْبِيَاءُ , ثُمَّ الْعُلَمَاءُ , ثُمَّ الشُّهَدَاءُ

অর্থ: হজরত উসমান ইবনে আফফান রাদিআল্লাহু আনহু হইতে বর্নিত, আল্লাহর রসুল সাল্লালাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেনঃকিয়ামতের দিন তিন শ্রেণীর লোক সুপারিশ করবে, আম্বিয়াএ কেরাম আলাইহিমুসসালাম

আর উল্মাএ কেরাম (আওলীয়া) আর শহীদগন(১)সুনানে ইবনে মাজাহ, হাদীস নং-৪৩১২(২)মিস্কাত শরীফ, হাদীস নং-৫৩৭০(৩)মাজমাউজ যাওয়াইদ, হাদীস নং-১৮৫৪২(৪)মুসনাদে বাজ্জার, হাদীস নং-৩৬৮(৫)তারিখে বাগদাদ, হাদীস নং-৩৭০৮(৬)তারিখে দামিস্ক,হাদীস নং-৩৪১৬৮(৭)তাহজিবুল কামাল,হাদীস নং-২৬১১(৮)তাফসীরে কুরতুবি,পৃষ্ঠা-১২১

দ্বিতীয়ঃ

حدثنا أبو عمار الحسين بن حريث أخبرنا الفضل بن موسى عن زكريا بن أبي زائدة عن عطية عن أبي سعيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن من أمتي من يشفع للفئام من الناس ومنهم من يشفع للقبيلة ومنهم من يشفع للعصبة ومنهم من يشفع للرجل حتى يدخلوا الجنة

হযরত আবূ সাঈদ খুদরী (রাঃআ)হইতে বর্ণিত , রাসুলুল্লাহ সাল্লালাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন নিশ্চয়ই আমার উম্মতের মধ্যে এমন কিছু লোক আছেন যারা একটি বিরাট দল এর জন্য সুপারিশ করবেঃ আর কিছু লোক আছেন যারা একটি দলের জন্য সুপারিশ করবেঃআর কিছু লোক আছে যারা এক এক জনের জন্য সুপারিশ করবে।এভাবে তারা সকলেই জান্নাতে প্রবেশ করবে।

(১)তিরমীযি শরীফ, হাদীস নং- ২৪৪০ , (২)ইবনে মাজাহ, হাদীস নং-৪৩২৩
(৩)মুসনাদে আহমাদ, হাদীস নং-১০৭৬৪(৪)মাজমাউজ যাওয়াইদ,হাদীস নং-১৮৪৯৮(৫)মিশকাত শরীফ, হাদীস নং- ৫৩২৬ (৬)মুসান্নাফে ইবনে আবি শাইবা,হাদীস নং-৪৬৬৬

তৃতীয়ঃ

وَإِذَا رَأَوْا أَنَّهُمْ قَدْ نَجَوْا، فِي إِخْوَانِهِمْ، يَقُولُونَ: رَبَّنَا إِخْوَانُنَا، كَانُوا يُصَلُّونَ مَعَنَا، وَيَصُومُونَ مَعَنَا، وَيَعْمَلُونَ مَعَنَا، فَيَقُولُ اللَّهُ تَعَالَى: اذْهَبُوا، فَمَنْ وَجَدْتُمْ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالَ دِينَارٍ مِنْ إِيمَانٍ فَأَخْرِجُوهُ، وَيُحَرِّمُ اللَّهُ صُوَرَهُمْ عَلَى النَّارِ، فَيَأْتُونَهُمْ وَبَعْضُهُمْ قَدْ غَابَ فِي النَّارِ إِلَى قَدَمِهِ، وَإِلَى أَنْصَافِ

سَاقَيْهِ، فَيُخْرِجُونَ مَنْ عَرَفُوا، ثُمَّ يَعُودُونَ، فَيَقُولُ: اذْهَبُوا فَمَنْ وَجَدْتُمْ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالَ نِصْفِ دِينَارٍ فَأَخْرِجُوهُ، فَيُخْرِجُونَ مَنْ عَرَفُوا، ثُمَّ يَعُودُونَ، فَيَقُولُ: اذْهَبُوا فَمَنْ وَجَدْتُمْ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ مِنْ إِيمَانٍ فَأَخْرِجُوهُ، فَيُخْرِجُونَ مَنْ عَرَفُوا " قَالَ أَبُو سَعِيدٍ: فَإِنْ لَمْ تُصَدِّقُونِي فَاقْرَءُوا: {إِنَّ اللَّهَ لاَ يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ وَإِنْ تَكُ حَسَنَةً يُضَاعِفْهَا} [النساء: 40] ، " فَيَشْفَعُ النَّبِيُّونَ وَالمَلاَئِكَةُ وَالمُؤْمِنُونَ، فَيَقُولُ الجَبَّارُ: بَقِيَتْ شَفَاعَتِي، فَيَقْبِضُ قَبْضَةً مِنَ النَّارِ، فَيُخْرِجُ أَقْوَامًا قَدْ امْتُحِشُوا، فَيُلْقَوْنَ فِي نَهَرٍ بِأَفْوَاهِ الجَنَّةِ، يُقَالُ لَهُ: مَاءُ الحَيَاةِ، فَيَنْبُتُونَ فِي حَافَتَيْهِ كَمَا تَنْبُتُ الحِبَّةُ فِي حَمِيلِ السَّيْلِ، قَدْ رَأَيْتُمُوهَا إِلَى جَانِبِ الصَّخْرَةِ، وَإِلَى جَانِبِ الشَّجَرَةِ، فَمَا كَانَ إِلَى الشَّمْسِ [ص:131] مِنْهَا كَانَ أَخْضَرَ، وَمَا كَانَ مِنْهَا إِلَى الظِّلِّ كَانَ أَبْيَضَ، فَيَخْرُجُونَ كَأَنَّهُمُ اللُّؤْلُؤُ، فَيُجْعَلُ فِي رِقَابِهِمُ الخَوَاتِيمُ، فَيَدْخُلُونَ الجَنَّةَ، فَيَقُولُ أَهْلُ الجَنَّةِ: هَؤُلاَءِ عُتَقَاءُ الرَّحْمَنِ، أَدْخَلَهُمُ الجَنَّةَ بِغَيْرِ عَمَلٍ عَمِلُوهُ، وَلاَ خَيْرٍ قَدَّمُوهُ، فَيُقَالُ لَهُمْ: لَكُمْ مَا رَأَيْتُمْ وَمِثْلَهُ مَعَه

যখন মোমিনগন(ওলীগন) এই দৃশ্যটি অবলোকন করবে যে, তাদের(মুসল্মান) ভাইদেরকে রেখে একমাত্র তারাই নাজাত পেয়েছে, তখন তারা বলবে, হে আমাদের রব! আমাদের সেসব ভাই কোথায়, যারা আমাদের সঙ্গে সালাত আদায় করত, রোযা পালন করত, নেক কাজ করত? তখন আল্লাহ তা’আলা তাদেরকে বলবেনঃ তোমরা যাও, যাদের অন্তরে এক দীনার বরাবর ঈমান পাবে, তাদেরকে জাহান্নাম থেকে বের করে আন। আল্লাহ তাআলা তাদের মুখমন্ডল জাহান্নামের ওপর হারাম করে দিয়েছেন। এদের কেউ কেউ দু'পা ও দু'পায়ের

নলীর অধিক পর্যন্ত জাহান্নামের মধ্যে থাকবে। তারা যাদেরকে চিনতে পারে, তাদেরকে বের করবেন। তারপর এরা আবার প্রত্যাবর্তন করবেন।

আল্লাহ্ আবার তাদেরকে বলবেন, তোমরা যাও, যাদের অন্তরে অর্ধ দীনার পরিমাণ ঈমান পাবে তাদেরকে বের করে নিয়ে আসবে। তারা গিয়ে তাদেরকেই বের করে নিয়ে আসবেন যাদেরকে তারা চিনতে পারবেন। তারপর আবার প্রত্যাবর্তন করবেন। আল্লাহ্ তাদেরকে আবার বলবেন, তোমরা যাও, যাদের অন্তরে অনু পরিমাণ ঈমান পাবে, তাদেরকে বের করে নিয়ে আসবে। তারা যাদেরকে চিনতে পাবে তাদেরকে বের করে নিয়ে আসবে। বর্ণনাকারী আর সাঈদ খুদরী (রাঃ) বলেনঃ তোমরা যদি আমাকে বিশ্বাস না কর, তাহলে আল্লাহর এ বানীটি পড়ঃ আল্লাহ অণু পরিমানও জুলুম করেন না। এবং অণু পরিমান পূণ্য কাজ হলেও আল্লাহ তাকে দ্বিগুণ করেন

তারপর নবী ফেরেশতা ও মোমিনগণ(আল্লাহর ওলী) সুপারিশ করবেন। তখন মহান পরাক্রমশালী আল্লাহ্ বলবেন, এখন একমাত্র আমার শাফাআতই অবশিষ্ট রয়েছে। তিনি জাহান্নাম থেকে একমুষ্টি ভরে এমন কতগুলো কওমকে বের করবেন, যারা জ্বলে পুড়ে দগ্ধ হয়ে গিয়েছে। তারপর তাদেরকে বেহেশতের সামনে অবস্থিত 'হায়াত’ নামক নহরে ঢালা হবে। তারা সে নহরের দুপার্শ্বে এমনভাবে উদ্ভুত হবে, যেমন পাথর এবং গাছের কিনারে বহন করে আনা আবর্জনায় নীচ থেকে তৃণ উদ্ভুত হয়। দেখতে পাও তন্মধ্যে সূর্যের আলোর অংশের গাছগুলো সাধারণত সবুজ হয়, ছায়ার অংশগুলো সাদা হয়। তারা সেখান থেকে মুক্তার দানার মত বের হবে। তাদের গর্দানে মোহর লাগানো হবে। জান্নাতে তারা যখন প্রবেশ করবে, তখন

অপরাপর জান্নাতবাসীরা বলবেন, এরা হলেন রহমান কর্তৃক মুক্তিপ্রাপ্ত যাদেরকে আল্লাহ তা'আলা কোন নেক আমল কিংবা কল্যাণ কাজ ছাড়া জান্নাতে দাখিল করেছেন। তখন তাদেরকে ঘোষনা দেয়া হবেঃ তোমরা যা দেখেছ, সবই তো তোমাদের এর সাথে আরো সমপরিমান দেওয়া হল তোমাদেরকে।বুখারী শরীফ, কিতবুত তওহিদ, হাদীস নং-৬৯৩২

ষষ্ঠ অধ্যায়

কবরস্থ ওলীগন কর্তৃক ওসীলার প্রমাণ

উক্ত আলোচনার বিষয়বস্তু হলো, কবরস্থ আওলীয়াএ কেরামদের মাধ্যমে ওসীলা ও সাহায্য প্রার্থনার বৈধতা। কবরস্থ আওলীয় কিংবা আম্বিয়ার নিকট দোয়ার চাওয়া ব্যাপারে আহলে সুন্নতের কারোর দ্বিমত নেই। যদিও থাকে তা অতি নগন্য এবং ধর্তব্যের মধ্যেও নয়। উক্ত আলোচনায় দালিলিক ভাবে প্রমাণ করার চেষ্টা করব সাহাবীদের যুগ থেকে শুরু করে সাল্ফ স্বলেহীনগন কবরস্থ আম্বিয়া কিংবা আওলীয়ার নিকট ওসীলার বৈধতার ব্যাপারে দ্বিমত পোষণ করেনি। বরং তাদের বিভিন্ন আমলের মাধ্যমে প্রমাণ হয়েছে আম্বিয়া কিংবা আওলীয়া উভয়ের কবরে গিয়ে দোয়া চাওয়ার যুগ যুগ ধরে মুসলমানদের বৈধ বলে বিবেচিত। কিন্তু কিছু দল আছে শুধু কবরস্থ আওলীয়া কিংবা আম্বিয়া নয় বরং তারা সমস্ত ধরণের ওসীলা কে অবৈধ মনে করে। বিশেষ করে যারা ওহাবী মতদর্শে প্রভাবিত ও অনুপ্রাণিত তারাই এই বিষয়ে বেশী বিরোধিতা করে। তাদের দাবি কবরস্থ আওলীয়াএ কেরামদের মাধ্যমে ওসীলা তলব করা জায়েয নয়।

তাদের দাবির সমর্থক দলিল হলো কিছু কোরানের আয়াত।তাই যে সমস্ত আয়াতের উপর নির্ভর করে তাদের আপত্তির সুত্রপাত, তার মধ্যে একটি আয়াত কে নমুনা হিসাবে পেশ করা হলো ।

وَمَا يَسْتَوِى الْاَحْيَآءُ وَلَا الْاَمْوَاتُ ؕ اِنَّ اللّٰهَ يُسْمِعُ مَنْ يَّشَآءُ ۚ وَمَآ اَنْتَ بِمُسْمِعٍ مَّنْ فِى الْقُبُوْرِ

আর জীবিত ও মৃতও সমান নয়,আল্লাহ যাকে ইচ্ছে করেন শোনান; যারা ক্বরে আছে আপনি তাদেরকে শোনাতে পারবেন না।

সুরা ফাতীর,আয়াত-২২

অনুরুপ কিছু আয়াত দ্বারা ওহাবিগং নিজেদের দাবি সাব্যস্ত করতে চায়। এবং কবরস্থ আওলীয়ার মাধ্যমে ওসীলার বিরোধিতা করতে দলিল হিসাবে তারা আয়াতটি কে ব্যবহার করে।উল্লেখিত আয়াত অনুযায়ী তাদের দাবী, যেহেতু কবর বাসী কে কিছু শোনানো সম্ভব নয় তাই তাদের মাধ্যমে ওসীলা ধরা অনর্থক এবং অবৈধ । তারা কোন কিছু শুনতে যখন পান না, কাওকে সাহায্য করার তো প্রশ্নই আসে না।

আমার জবাবঃপ্রথমেত, বলব, তারা সমস্ত ধরণের ওসীলার বিরোধিতা করে কিন্তু কবরস্থ ব্যক্তিদের শ্রবণশক্তির উপর প্রশ্ন তুলে মূলত তালগোল পাকাতে চায়। একি ভাবে হজরত আব্বাসের ওসীলার প্রমাণ দিলে তখন আবার পালটি মেরে জীবিত ও মৃতের পৃথকীকরণের মাধ্যমে, তালগোল পাকিয়ে বিভ্রান্তি ছড়াতে চায় ।এগুলি আসলে ওসীলার বিরোধিতা করতে, তাদের প্রতারণামুলক পন্থা ছাড়া কিছু না, নৈলে তারা কোন ধরণের ওসীলারই পক্ষে নয়। এক্ষেত্রে তারা চালাকি

মেরে বলে, যদি কবরস্থ ব্যক্তির মাধ্যমে দোয়া চাওয়া বৈধ হতো তাহলে হজরত উমর, হজরত আব্বাসের দ্বারা বৃষ্টির জন্য দোয়া চাওয়াতেন না বরং রসুলের কবরে গিয়ে তাঁর ওসীলায় দোয়া চায়তেন। যেমন হাদীস শরিফে আছে

أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ كَانَ إِذَا قَحَطُوْا اسْتَسْقَى بِالْعَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ فَقَالَ اللَّهُمَّ إِنَّا كُنَّا نَتَوَسَّلُ إِلَيْكَ بِنَبِيِّنَا صلى الله عليه وسلم فَتَسْقِيْنَا وَإِنَّا نَتَوَسَّلُ إِلَيْكَ بِعَمِّ نَبِيِّنَا فَاسْقِنَا قَالَ فَيُسْقَوْنَ

যখন দুর্ভিক্ষ দেখা দিত তখন হজরত উমর বিন খাত্তাব রাদিআল্লাহু আনহু হজরত আব্বাস বিন আব্দুল মুতালিবের মাধ্যমে বৃষ্টির দোয়া করতেন।এবং বলতেন হে আল্লাহ আমরা আপনার নিকট আমাদের নবী সাল্লালাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওসীলায় দোয়া করতাম অতঃপর আপনি বৃষ্টি বর্ষণ করতেন। এবং আমরা আপনার নিকট আমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের চাচার ওসীলায় বৃষ্টি বর্ষণের দোয়া করছি আপনি আমাদের উপর বৃষ্টি বর্ষণ করুন, তিনি বলেন তখন বৃষ্টি হত।

উক্ত আপত্তির জবাবে আমি একটাই কথা বলব, ওহাবীগংদের অতি চালাকের গলায় দড়ির মতো অবস্থা। আসলে তারা মাথা মোটা কেণ না তাদের যদি ঘটে ঘিনু থাকত, তাহলে বুঝতে পারত হজরত আব্বাসের ওসীলা ধরার মাধ্যমে এটা প্রমাণ হয় শুধু আম্বিয়াগন নন আওলীয়াগনের ওসীলা তলব করা বৈধ। কেণ না হাদীস শরিফে পরিস্কার আছে وَإِنَّا نَتَوَسَّلُ إِلَيْكَ بِعَمِّ نَبِيِّنَا আমরা আপনার নিকট আমাদের নবীর(সাল্লালাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) চাচার ওসীলা তলব করছি। উক্ত

হাদীস দ্বারা প্রমাণ হয় শুধু নবীগন নয়, ওলীগনেরও ওসীলা তলব করা জায়েজ।

বাকি রয়ে গেল রসুলের ইন্তকালের পর হজরত হজরত আব্বাসের ওসীলা দিয়ে দোয়ার করার কথা,আসলে রসুলের পরে তার পরিবারের মধ্যে হজরত আব্বাসই একমাত্র বয়েজেষ্ট হিসাবে জীবিত ছিলেন।এত বয়েজষ্ট সাহাবী থাকা সত্তেও হজরত আব্বাসের ওসীলা কে বেছে নেওয়ার একটাই কারণ, প্রথমেত তিনি নবী পরিবারের ছিলেন এবং সেই পরিবারের একমাত্র বয়েজেষ্ট অর্থাৎ বুজুর্গ সদস্য ছিলেন। দ্বিতীয়ত, তার ওসীলায় দোয়া করে কাজ হওয়ার কারণে হাইয়ার অথিরিটির (নবীর কবর মুবারকে)কাছে যাওয়ার প্রয়োজন হয়নি। কেণ না যে উমর ইবনে খাত্তাব(রাদিআল্লাহু আনহু), হজরত ইবনে আব্বাসের ওসীলায় বৃষ্টি বর্ষণের দোয়া করতেন সেই উমর ইবনে খাত্তাবের (রাদিআল্লাহু আনহু) যুগে একজন সাহাবী, বৃষ্টির জন্য রসুলের কবরে গিয়ে তার ওসীলায় দোয়া করেছেন এবং উমর ইবনে খাত্তাব রাদিআল্লাহু আনহু সেটা কে কুবুলও করেছেন। দলিল হিসাবে নিম্নে হাদীসটি উল্লেখ করলামঃ

أخبرنا أبو نصر بن قتادة، وأبو بكر الفارسي قالا حدثنا أبو عمر بن مطر، حدثنا إبراهيم بن علي الذهلي، حدثنا يحيى بن يحيى، حدثنا أبو معاوية، عن الأعمش، عن أبي صالح عَنْ مَالِكِ الدَّارِ، قَالَ: أَصَابَ النَّاسَ قَحْطٌ فِي زَمَنِ عُمَرَ ، فَجَاءَ رَجُلٌ إِلَى قَبْرِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، اسْتَسْقِ لِأُمَّتِكَ فَإِنَّهُمْ قَدْ هَلَكُوا ، فَأَتَى الرَّجُلَ فِي الْمَنَامِ فَقِيلَ لَهُ : " ائْتِ عُمَرَ فَأَقْرِئْهُ السَّلَامَ، وَأَخْبِرْهُ أَنَّكُمْ مسْقِيُّونَ وَقُلْ لَهُ :

عَلَيْكَ الْكَيْسُ ، عَلَيْكَ الْكَيْسُ "، فَأَتَى عُمَرَ فَأَخْبَرَهُ فَبَكَى عُمَرُ ثُمَّ قَالَ : يَا رَبِّ لَا آلُو إِلَّا مَا عَجَزْتُ عَنْهُ .

হজরত আবি সালেহ বর্ননা করেন হজরত মালিক দার বলেন : উমারের (রা.আ) জমানায় অনাবৃষ্টিতে মুসলমানবৃন্দ আক্রান্ত হলে এক ব্যক্তি রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর তুরবাত মুবারকে এসে বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)! আপনার উম্মতকে পানি দান করুন (বৃষ্টির জন্য দোয়া করুন),তারা ধ্বংসপ্রায়... অতঃপর ঐ ব্যক্তিকে স্বপ্নে হুজুরে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জানান, উমরে(রাআ:) কাছে যাও, সালাম জানাও, অতঃপর তাঁকে এই খবর দাও যে নিশ্চয় তোমাকে তৃপ্ত করা হবে।এবং উমরকে (রা.আ)এও বলে দাও যে..ধৈর্যের সাথে শাসন চালান ধৈর্যের সাথে শাসন চালান । তিনি (সেই ব্যক্তি) উমর (রা.আ) এর কাছে গেলেন এবং তাকে সেই সংবাদ দিলেন এবং হজরত উমর (রা আ) কাঁদতে লাগলেন...এবং আরয করলেন হে আল্লাহ...আমার যতটুকু সাধ্য তাতে আমি ত্রুটি করছিনা...

ইবনে আবি শাইবা, মুসান্নাফে ইবনে আবি শাইবা.... খন্ড-৭ পৃষ্ঠা-৪৮২, হাদীস নং-৪৭২২
ইমাম বুখারী তারিখুল কাবীর, খন্ড-৭ পৃষ্ঠা-৩০৪,হাদীস নং-১২৯৫
বাইহাকি দালাউল নাবুয়াহ, খন্ড-৭,পৃষ্ঠা-৪৭,হাদীস নং-২৯৭৪
ইমাম মুত্তাকি হিন্দি,কানজুল উম্মাল,খন্ড-৮,হাদীস নং-২৩৫৩৫
আল ইস্বাবাত, খন্ড--৩, পৃষ্ঠা-৪৮৪,হাদীস নং-৮৩৭৫
ইবনে আব্দুল বার,আল ইস্তেয়াব.খন্ড-২ পৃষ্ঠা-৪৬৪
ইবনে কাসীর, আল বিদায়াহ ওয়ান নিহায়ায়া, খন্ড-৭ পৃষ্ঠা-১০১ . وهذا اسناد صحيح ،
ইবনে কাসীর, জামেএ মাসানিদ,খন্ড-১, পৃষ্ঠা-২২৩ তিনি বলেন
اسناده جيد بقوي.
ইবনে তাইমিয়াহ,ইকতেদায়ে সিরাতুল মুস্তাকিম, পৃষ্ঠা-৩৭৩

ইবনে আসাকির,তারিখে দামিস্ক, হাদীস নং-৮১৮০
ইবনে হাযার আস্কালানী,ফাতহুল বারী,খন্ড-২, প্র্ষঠা-৪৯৫ وروى ابن أبي شيبة بإسناد صحيح

ইবনে হাজার আস্কালানীর ফাতহুল বারীতে আছে :

وروى ابن أبي شيبة بإسناد صحيح من رواية أبي صالح السمان عن مالك الداري - وكان خازن عمر - قال " أصاب الناس قحط في زمن عمر فجاء رجل إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله استسق لأمتك فإنهم قد هلكوا، فأتى الرجل في المنام فقيل له: ائت عمر " الحديث.

وقد روى سيف في الفتوح أن الذي رأى المنام المذكور هو بلال بن الحارث المزني أحد الصحابة،

وظهر بهذا كله مناسبة الترجمة لأصل هذه القصة أيضا والله الموفق

ইমাম ইবনে আবি সায়েবা সহি সনদে বর্ণনা করেছেন আবি সালেহ আস স্বমান বর্ণনা করেন মালিকে দার থেকে যিনি হজরত উমারের (রা.আ) কোষাধ্যক্ষ ছিলেন। তিনি বলেন :হজরত উমর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুর শাসন কালে লোকেরা দুর্ভিক্ষের কবলে পড়েছিল।তখন এক ব্যক্তি, নবী করিম সাল্লাললাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের রওজা মুবারাকে গেলেন এবং বললেন"হে আল্লাহর রসুল,আপনার উম্মত কে পানি দান করুন। আপনার উম্মাত ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে ।

তারপর তিনি তার স্বপ্নে হুজুর সাল্লাললাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে দেখলেন বললেন উমারের (রা আ) কাছে যাও....... হাদীসের শেষ পর্যন্ত। সায়েফ বর্ননা করেন নিজের ফতুহতে,যে ব্যক্তিটি স্বপ্ন দেখেছিলেন তিনি সাহাবী এ রসুল(সাল্লালাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বিলাল বিন হারিস বিন মুজনি ছিলেন।ফাতহুল বারী...খন্ডখন্ড-২ পৃষ্ঠা-৪৯৫

এক্ষেত্রে উক্ত হাদীসটি ওহাবী মতাদর্শী দলভুক্তদের যুক্তি বাতিল প্রমাণ করে। কেণ না, যে হজরত উমর রসুলের ইন্তেকালের পর হজরত আব্বাসের ওসীলায় বৃষ্টি বর্ষণের দোয়া করছেন, তাঁরই শাসনকালে দুর্ভিক্ষ দেখা দিলে আর এক সাহাবীর আমল কে কুবুলও করেছেন। যখন বিলাল বিন মুজনি (রাদিআল্লাহু আনহু) নামক সাহাবী সমস্ত বৃত্তান্ত হজরত উমর কে বর্ণনা করলেন তখন তিনি কিন্তু একবারও বলেন নি রসুলের কবরে গিয়ে তার ওসীলায় বৃষ্টি বর্ষণের জন্য দোয়া চেয়ে আপনি ঠিক করেননি। বরং তিনি সেই সাহাবীর আমল কে সমর্থন জানিয়েছেন।

এইবার উপরিউক্ত আয়াতের সম্বন্ধিত জবাবের দিকে আসা যাকঃ জবাব দিতে গিয়ে প্রথমে তো বলব, তারা যে আয়াতের উপর নিজেদের দাবি সাব্যস্ত করতে চায় সেই আয়াতেরই اِنَّ اللّٰهَ يُسْمِعُ مَنْ يَّشَآءُ নিশ্চয়ই আল্লাহ যাকে চান তাকে শোনান এই অংশটি তারা এড়িয়ে যায়।কেণ এড়িয়ে যায়, সামান্য বিষয়টি বুঝতে অসুবিধা হওয়ার কথা নয়।কেণ না আল্লাহ যাকে ইচ্ছা শোনান দ্বারা প্রমাণ হয় মৃত হোক আর জীবিত হোক আল্লাহর দানকৃত ক্ষমতায় তারা শুনতে সক্ষম।তাছাড়া সবসময় শাব্দকি অর্থ নিয়ে লাফালাফি করাও,একধরনের মাথামোটামির পরিচয় বলা যায় । কারণ একটি শব্দ একাধিক রুপক অর্থেও ব্যবহৃত হয়। যেহেতু কোরান উচ্চ মানের সাহিত্য সমৃদ্ধ একটি

কিতাব তাই এতে রুপক শব্দ বা প্রবাদ ব্যবহার হওয়া টা অস্বাভাবিক কিছু না । শোনা বা শোনানো শব্দটা মানা বা মানানো অর্থে অনেক সময় ব্যবহার হয়। যেমণ কারোর সন্তান সন্ততি অবাধ্য হলে সচরাচর বলাই হয় আমার সন্তান আমারই কথা শোনে না। যার অর্থ স্বাভাবিক ভাবে দাঁড়ায় সে আমার কোন কথাই মানে না,সে সম্পুর্ণ ভাবে আমার অবাধ্য। কিংবা যেমন আমরা সচারাচর বলি, তুমি তাকে তোমার কথা শোনাতে পারবে না যার অর্থ হলো,তাকে তোমার কোন কথাই মানাতে পারবে না। উক্ত আয়াতেও একিভাবে শব্দচয়ন করা হয়েছে যে, হে রসুল এই কাফিরগন যারা প্রকৃত অর্থে মৃত তাদের কে তুমি শোনাতেই অর্থাৎ কিছুতেই মানাতে পারবে না।আল্লাহ বলেন আমি তা তো যাকে ইচ্ছা শোনাই, জীবিত হোক কিংবা মৃত সমস্ত মোমিন আমার বাধ্য, তারা আমার কথা শোনে বা মানে। হে রসুল তুমিই যতই কাফীরদের মানানোর চেষ্টা করো তাদের কে তুমি মানাতেই পারবে না।কেণ না কাফীরগন হলো প্রকৃত অর্থে মৃত, এটাই হলো উক্ত আয়াতের মর্মার্থ।যেমন কোরানেই আবার কাফিরদের কে অন্ধ বধির এবং বোবা বলা হয়েছে। যেমন কোরানে আল্লাহ বলেনঃ

صُمٌّ بُكْمٌ عُمْيٌ فَهُمْ لَا يَرْجِعُونَ

তারা বধির, মূক ও অন্ধ...সুতরাং তারা ফিরে আসবে না..(সুরা বাকারাহ, আয়াত-১৮)। অর্থাৎ তদের অবাধ্যতার কারণে তারা এমনই বোবা, কালা ও অন্ধ , না তারা সত্য শুনতে রাজি, না সত্য দেখতে রাজি, না সত্য স্বীকার করতে রাজি। এবং মৃত বলতে গেলে তারাই প্রকৃত অর্থে মৃত যারা সত্যের প্রতি নির্বিকার । এছাড়া যদি উক্ত আয়াতের তাফসীর দেখা যায় একি মর্মার্থ তাফসীর কারকগন উল্লেখ করেছেন যা নিম্নোক্ত তাফসীরগুলি তার প্রমাণঃ

. قال قتادة : هذه كلها أمثال ; أي كما لا تستوي هذه الأشياء كذلك لا يستوي الكافر والمؤمن . إن الله يسمع من يشاء أي يسمع أولياءه الذين خلقهم لجنته . وما أنت بمسمع من في القبور أي الكفار الذين أمات الكفر قلوبهم ; أي كما لا تسمع من مات ، كذلك لا تسمع من مات قلبه . وقرأ الحسن وعيسى الثقفي وعمرو بن ميمون : (بمسمع من في القبور) بحذف التنوين تخفيفا ; أي هم بمنزلة أهل القبور في أنهم لا ينتفعون بما يسمعونه ولا يقبلونه .

হজরত কাতাদাহ বলেন এখানে সবকিছুর উদাহরণ দেওয়া হয়েছে। যেভাবে এই সমস্ত বস্তু সমান নয় তেমন কাফীর আর মোমিন সমান নয়। আর আল্লাহ যাকে ইচ্ছা তাকে শোনান অর্থ হলো তিনি তাঁর ওলীদের শোনান যাদের কে জান্নাতের জন্য সৃষ্টি করেছেন।আর যারা কবরে আছে তাদের কে শোনাতে পারবেন না ইহার অর্থ হলো কাফির যাদের অন্তরকে তাদের কুফর মেরে দিয়েছে তাদের কে আপনি শোনাতে পারবেন না । যেভাবে (বাহ্যিকভাবে মনে হয়) মৃত দের কে আপনি শোনাতে পারবেন না। সেই ভাবে অন্তর মৃত হলে আপনি শোনাতে পারবেন না। তাফসীরে কুরতুবী,সুরা ফাতীর,আয়াত-২২

(وما يستوي الأحياء ولا الأموات) يعني : المؤمنين والكفار . وقيل : العلماء والجهال .(إن الله يسمع من يشاء) حتى يتعظ ويجيب (وما أنت بمسمع من في القبور) يعني : الكفار ، شبههم بالأموات في القبور.

আর জীবিত ও মৃতও সমান নয় ইহার অর্থ হলোঃ মোমিন এবং কাফীর (সমান নয়) এবং এও বলা হয়েছে আলীম এবং জাহীল (সমান নয়)।আল্লাহ যাকে ইচ্ছে করেন শোনান ইহার অর্থ হলোঃ আল্লাহ যাকে ইচ্ছা শোনান এমনকি তাকে জাগ্রত করেন এবং উত্তর দেওয়ার ক্ষমতা দান করেন।যারা কবরে আছে তুমি তাদেরকে শোনাতে পার না ইহার অর্থ হলোঃ কাফীর, তাদের কে কবরের মৃতদের মত বলা হয়েছে। তাফসীরে বাগাওয়ী,সুরা-ফাতির,আয়াত-২২

এরপরেও যদি তারা বলে কবর বাসী শুনতে পায়না তাহলে বলব তারা গন্ড মুর্খ। কেণ না একাধিক হাদীস রয়েছে যার দ্বারা প্রমাণ হয় মারা যাওয়ার পর মৃত শুনতে পায় এমনকি তারা কবরেও আমাদের আওয়াজ শুনতেও পায় এবং তার উত্তর দিতেও সক্ষম। তার জন্য কয়েকটি হাদীস উল্লেখ করলাম

حَدَّثَنَا عَيَّاشٌ حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ وَقَالَ لِي خَلِيفَةُ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ حَدَّثَنَا سَعِيدٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ الْعَبْدُ إِذَا وُضِعَ فِي قَبْرِهِ وَتُوُلِّيَ وَذَهَبَ أَصْحَابُهُ حَتَّى إِنَّهُ لَيَسْمَعُ قَرْعَ نِعَالِهِمْ أَتَاهُ مَلَكَانِ فَأَقْعَدَاهُ فَيَقُولاَنِ لَهُ مَا كُنْتَ تَقُولُ فِي هَذَا الرَّجُلِ مُحَمَّدٍ فَيَقُولُ أَشْهَدُ أَنَّهُ عَبْدُ اللَّهِ وَرَسُولُهُ فَيُقَالُ انْظُرْ إِلَى مَقْعَدِكَ مِنْ النَّارِ أَبْدَلَكَ اللَّهُ بِهِ مَقْعَدًا مِنْ الْجَنَّةِ قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فَيَرَاهُمَا جَمِيعًا وَأَمَّا الْكَافِرُ أَوْ الْمُنَافِقُ فَيَقُولُ لاَ أَدْرِي كُنْتُ أَقُولُ مَا يَقُولُ النَّاسُ فَيُقَالُ لاَ دَرَيْتَ وَلاَ تَلَيْتَ ثُمَّ يُضْرَبُ بِمِطْرَقَةٍ مِنْ حَدِيدٍ ضَرْبَةً بَيْنَ أُذُنَيْهِ فَيَصِيحُ صَيْحَةً يَسْمَعُهَا مَنْ يَلِيهِ إِلاَّ الثَّقَلَيْنِ

আনাস (রাঃআঃ) হইতে বর্ণিত যে, আল্লাহর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ বান্দাকে যখন তার কবরে রাখা হয় এবং তাকে পিছনে রেখে তার সাথীরা চলে যায় (এতটুকু দূরে যে,) তখনও সে তাদের জুতার শব্দ শুনতে পায়, এমন সময় তার নিকট দু'জন ফেরেশ্তা এসে তাকে বসিয়ে দেন। অতঃপর তাঁরা প্রশ্ন করেন, এই যে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম! তাঁর সম্পর্কে তুমি কী বলতে? তখন সে বলবে, আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, তিনি আল্লাহর বান্দা এবং তাঁর রাসূল। তখন তাঁকে বলা হবে, জাহান্নামে তোমার অবস্থানের জায়গাটি দেখে নাও, যার পরিবর্তে আল্লাহ্ তা'আলা তোমার জন্য জান্নাতে একটি স্থান নির্ধারিত করেছেন। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেনঃ তখন সে দু'টি স্থান একই সময় দেখতে পাবে। আর যারা কাফির বা মুনাফিক, তারা বলবে, আমি জানি না। অন্য লোকেরা যা বলত আমিও তাই বলতাম। তখন তাকে বলা হবে, না তুমি নিজে জেনেছ, না তিলাওয়াত করে শিখেছ। অতঃপর তার দু' কানের মাঝখানে লোহার মুগুর দিয়ে এমন জোরে মারা হবে, যাতে সে চিৎকার করে উঠবে, তার আশেপাশের সবাই তা শুনতে পাবে মানুষ ও জ্বীন ছাড়া।

(১)বুখারী শরীফ,হাদীস নং-১৩৩৮(২)মুসলিম শরীফ,হাদীস নং-২৮৭০(৩)মুসনাদে আহমাদ, হাদীস নং-১২২৭৩

উক্ত হাদীস দ্বারা বোঝা যায়, কাফীর -মুনাফিক হোক কিংবা মোমিন ব্যক্তি সকলেই হেঁটে চলার আওয়াজ শুনতে পায়। এর দ্বারা প্রমাণ হয় তাদের শ্রবণশক্তি বিলুপ্ত হয় না বরং তাদের শ্রবণশক্তি এতটাই বেড়ে যায়, কবরে রাখার পর তার সাথি রা হেঁটে চলে তখন বাইরের চলার শব্দকে ও তারা শুনতে পায়।

দ্বিতীয় হাদিসঃ

أَخْبَرَنَا أَبُو الْحُسَيْنِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْقَطِيعِيُّ بِبَغْدَادَ مِنْ أَصْلِ كِتَابِهِ، ثَنَا أَبُو إِسْمَاعِيلَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، ثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْأَوْسِيُّ، ثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ، عَنْ عَبْدِ الْأَعْلَى بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي فَرْوَةَ، عَنْ قَطَنِ بْنِ وَهْبٍ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ- صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ- حِينَ انْصَرَفَ مِنْ أُحُدٍ مَرَّ عَلَى مُصْعَبِ بْنِ عُمَيْرٍ وَهُوَ مَقْتُولٌ عَلَى طَرِيقِهِ، فَوَقَفَ عَلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ- صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ- وَدَعَا لَهُ، ثُمَّ قَرَأَ هَذِهِ الْآيَةَ: (مِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا)، ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ- صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ-: " أَشْهَدُ أَنَّ هَؤُلَاءِ شُهَدَاءُ عِنْدَ اللَّهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، فَأْتُوهُمْ وَزُورُوهُمْ، وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَا يُسَلِّمُ عَلَيْهِمْ أَحَدٌ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ إِلَّا رَدُّوا عَلَيْهِ

ইমাম হাকিম বলেন আমাকে খবর দিয়েছেন আবুল হুসাইন আব্দুল্লাহ বিন মুহাম্মাদ আল কাতিই।

তিনি বলেন আমাকে হাদীস বর্ণনা করেছেন ইসমাইল বিন মুহাম্মাদ ইসমাইল তিনি বলেন আমাকে হাদীস বর্ণনা করেছেন আব্দুল আজিজ বিন আব্দুল্লাহ আওসি।তিনি বলেন আমাকে হাদীস বর্ণনা করেছেন সুলাইমান বিন বিলাল। তিনি বলেন আব্দুল আ'লা বিন আব্দুল্লাহ বিন আবি ফারওয়াহ বর্ণনা করে বলেন কাতান বিন ওয়াহাব বর্ণনা করে বলেছেন উবাইদ বিন উমাইর বর্ণনা করেন তিনি বলেন

হজরত আবু হুরাইরা হইতে বর্ণিত তিনি বলেন যে,আল্লাহর রসুল সাল্লালাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উহুদ থেকে ফিরলেন তখন মুসা'ব বিন উমাইর (রাদিআল্লাহু আনহুর) যিনি অত্র যুদ্ধে শহিদ হয়েছিলেন, তার কবর অতিক্রম করছিলেন তখন তার পাসে দাঁড়িয়ে গেলেন। এবং তার জন্য দোয়া করলেন। অতঃপর, মোমিনদের মধ্যে কিছু লোক রয়েছে যারা আল্লাহর সাথে কৃত তাদের প্রতিশ্রুতি সত্যে বাস্তবায়ন করেছে। তাদের কেউ কেউ তার দায়িত্ব পূর্ণ করেছে, আবার কেউ কেউ প্রতীক্ষায় রয়েছে। তারা (প্রতিশ্রুতিতে) কোন পরিবর্তনই করেনি,অত্র আয়াত পাঠ করলেন। অতঃপর আল্লাহর রসুল সাল্লালাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলে উঠলেন আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি এরা কিয়ামত দিবস পর্যন্ত আল্লাহর নিকট শহিদ। অতএব তোমরা তাদের নিকট এসো তাদের কবর জিয়ারত করো কসম সেই সত্তার যার কুদরতের হাতে আমার প্রাণ আছে কিয়ামত পর্যন্ত এমন কেও নেই যে তাদের সালাম দেয়, তারা তাদের সালামের উত্তর দেয়। হাকিম আল মুস্তাদরাক,হাদীস নং-৩০৩১

উক্ত হাদীস দ্বারা প্রমাণ হয় মোমিনগন শুধু শুনতে পায় না বরং কেও সালাম দিলে তার জবাবও দেয়। অর্থাৎ বোঝা যায় কবরস্থ মোমিন বান্দাদের শুধু শ্রোবন শক্তি নয় কোন বিষয়ে তার প্রতিক্রিয়া দেওয়ার ক্ষমতাও আল্লাহ দান করে থাকেন যে কারণে তাদের কেও সালাম দিলে তার সালামের উত্তরও তারা দেন। পার্থক্য এটাই তাদের কোন প্রতিক্রিয়ায়াই আমরা অনুধাবন করতে পারিনা কেণ না আল্লাহ সে ক্ষমতা আমাদের দেননি,বাহ্যিক ভাবে যেন মনে হয় তারা নির্বিকার।

যাইহোক ওহাবী মতাদর্শী রা ওসীলায় বিরোধিতায় নিত্যনতুন আপত্তির মাধ্যমে প্রতারণা দিতে চায়লেও তারা কোন ধরণেই

ওসীলারই সমর্থক নয়, শুধু ঘুরিয়ে পেঁচিয়ে কখনও কবরস্থ ব্যক্তিদের শ্রবণশক্তির উপর আপত্তি তোলে কখন আবার হজরত আব্বাসের মাধ্যমে ওসীলা কে ভিত্তি বানিয়ে জীবিত ও মৃতের মধ্যে তালগোল পাকিয়ে প্রতারণা দিতে চায়।কিন্তু তাদের আপত্তি শুধু তাদের নিজস্ব কিয়াসের উপর, যার কোন ভিত্তি নেই। তারা এমন কোন আয়াত দেখাতে পারবে না, যাতে প্রমাণ হয় পার্থিব জীবনে জীবিত ব্যক্তির কাছে শুধু সাহায্য চাওয়া যাবে কিন্তু বারজাখি জীবনে জীবিত ব্যক্তির কাছে রুহানি সাহায্য চাওয়া যাবে না। এমন কোন আয়াত তারা কিয়ামত পর্যন্ত দেখাতে পারবে না।

এইবার প্রশ্ন হলো আমরা আল্লাহর ওলীদের মাজারে বা আস্তানায় গিয়ে দোয়া চাই কেণ, তার জন্য একটি আয়াতে করিমা দেখে নেওয়া যাকঃ

دَخَلَ عَلَيْهَا زَكَرِيَّا الْمِحْرَابَۙ وَجَدَ عِنْدَهَا رِزْقًاۚ قَالَ يٰمَرْيَمُ اَنّٰى لَكِ هٰذَاؕ قَالَتْ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللّٰهِؕ اِنَّ اللّٰهَ يَرْزُقُ مَنْ يَّشَآءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ هُنَالِكَ دَعَا زَكَرِيَّا رَبَّهٗۚ قَالَ رَبِّ هَبْ لِيْ مِنْ لَّدُنْكَ ذُرِّيَّةً طَيِّبَةًۚ اِنَّكَ سَمِيْعُ الدُّعَآءِ فَنَادَتْهُ الْمَلٰٓئِكَةُ وَهُوَ قَآئِمٌ يُّصَلِّيْ فِى الْمِحْرَابِۙ اَنَّ اللّٰهَ يُبَشِّرُكَ بِيَحْيٰى

যখনই যাকারিয়া মারইয়ামের কক্ষে প্রবেশ করেন, তার কাছে রিযক দেখতে পান;তিনি জিজ্ঞেস করলেন- হে মারইয়াম এসব কোত্থেকে তোমার কাছে আসে ? মারইয়াম বলেন, ‘ওসব আল্লাহর নিকট হতে। নিশ্চয়ই আল্লাহ যাকে ইচ্ছে বেহিসাব রিযক দান করেন।ঐ স্থানে যাকারিয়া নিজ রবের কাছে দোয়া করলেন। হে আমার

রব! আমাকে আপ্নার পক্ষ হতে একটি সুসন্তান দান করুন। নিশ্চয় আপনি দোয়া শ্রবণকারী। যখন যাকারিয়া ‘মাহরাবে সলাতে দন্ডায়মান হলেন তখন। ফেরেশতারা তাকে সম্বোধন করে বলল : আল্লাহ আপনাকে ইয়াহ্ইয়া’র সুসংবাদ দিচ্ছেন,(সুরা -আলে ইমরান,আয়াত- ৩৭,৩৮, ৩৯)

উক্ত আয়াত দ্বারা বোঝা যায় হজরত মারিয়াম একজন আল্লাহর ওলী (ওলীয়া) যার আস্তানায় আল্লাহর রহমতের কারণে তা বরকতপূর্ণ। এবং এতে ঈঙ্গিত পাওয়া যায় একজন আল্লাহর ওলীর মাহরাব তথা আস্তানা বরকত ময় হওয়ার কারণে সেখানে দোয়াকারীর দোয়া কুবুল হয়,যা হজরত জাকারিয়ার দোয়া কুবুলের মাধ্যমে বোঝা যায় । এখানে জীবত কিংবা মৃতের কোন প্রসঙ্গ নেই, বরং প্রসঙ্গ হলো বরকত ও রহমতের। তাদের আস্তানা কিংবা মাজার বরকতময় ও রহমতপূর্ণ হওয়ার কারণে অর্থাৎ সেখানে আল্লাহ বরকত ও রিযিক দান করে থাকে এবং কেও সেখানে অবস্থান করে আল্লাহর নিকট দোয়া করলে সেই আল্লাহর ওলীর আস্তানার বরকতে বা ওসীলায় তার দোয়া আল্লাহ তার কবুল করে থাকেন।যেমন হজরত যাকারিয়া আলাইহিস নবী হয়েও, হজরত মারইয়ামের মেহরাব তথা আস্তানায় দাঁড়িয়ে আল্লাহর নিকট দোয়া করেছিলেন যেমন উক্ত আয়াতে উল্লেখ আছে...

هُنَالِكَ دَعَا زَكَرِيَّا رَبَّهُۥ .....

.... ..অর্থাৎ ঐ স্থানে যাকারিয়া নিজ রবের কাছে দোয়া করলেন. তারপর আল্লাহ হজরত মারইয়ামের মেহরাব তথা আস্তানার বরকত বা ওসীলায় একজন নবীর দোয়া কুবুল করলেন, বৃদ্ধ বয়েসেও তাঁকে

সন্তান দান করলেন।আর যদি একজন নবী মুস্তাজাবুদ দোয়া হয়েও আল্লাহর ওলীর আস্তানা কে বরকতময় ভেবে দোয়া চায়তে পারেন তাহলে আমাদের মত অতি সাধারণের ওলীগনের মাজার কে বরকতময় ভাবাতে সমস্যা কোথায় ? তাছাড়া আওলীয়াএ কেরামদের পার্থিব জীবন শেষ হলেও তারা বারযাখি অর্থাৎ পর্দার আড়ালে জীবিত আছেন যা কোরান ও আহাদীস হইতে প্রমাণিত। পার্থিব জীবনটা,জীবন মনে করা আর অন্য কোন আলমি জীবনটা জীবন না এই ধারনা রাখাটা ভুল।কারণ মালায়েকারাও জিবীত কিন্তু তাদের জগৎ ও জীবন জাপন আলাদা। ঠিক একিভাবে আওলীয়াএ কেরামদের পৃথিবীর বুকে তাদের জীবন জাপনের সময়কাল শেষ হয়ে গেলেও তাদেরকে আল্লাহ বারযাখে জীবিত রেখেছেন। তাদেরকে শুধু স্থানন্তর করিয়ে অন্য দুনিয়ায় রুহানী জীবন দান করা হয়েছে।

এইবার কবরস্থ আওলীয়াএ কেরামদের মাধ্যমে দোয়া চাওয়ার প্রমাণের দিকে আসা যাক,যার মাধ্যমে প্রমাণ হবে তাদের মাজার শরিফে গিয়ে দোয়া চাওয়া বৈধ এবং তাদের নিকট দোয়া চায়লে কুবুলও হয়। নমুনা স্বরুপ কয়েকটি দলিল উল্লেখ করা হলোঃ

সাহাবীদের যুগে কবরস্থ আল্লাহর ওলীর নিকট সাহায্য প্রার্থনার দলিল

حدثنا أبو عبد الله الأصبهاني ، ثنا محمد بن عبد الله بن رستة ، ثنا سليمان بن داود ، ثنا محمد بن عمر قال : آخى رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - بين أبي أيوب ، وبين مصعب بن عمير ، وشهد أبو

أيوب بدرا ، وأحدا ، والخندق والمشاهد كلها مع رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - وتوفي عام غزا يزيد بن معاوية القسطنطينية في خلافة أبيه معاوية سنة اثنتين وخمسين ، وقبره بأصل حصن القسطنطينية بأرض الروم فيما ذكر يتعاهدون قبره ، ويزورونه ويستسقون به إذا قحطوا .

মুহাম্মাদ বিন উমর বর্ণনা করে বলেন, আল্লাহর রসুল সাল্লালাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আবু আইউব রাদিআল্লাহু আনহু ও মুসাব বিন উমাইরের মধ্যে ভ্রাতৃত্ব ভাব ছিলো।হজরত আবু আইউব বলেন বদর, ওহদ ও খন্দকের যুদ্ধে আল্লাহর রসুল সাল্লালাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সহিত সমস্ত কিছুর প্রত্যক্ষদর্শী হিসাবে উপস্থিত ছিলেন। এবং তিনি আমীরে মুয়াবীয়ার শাসনকালে ইয়াজিদের কুস্তুনতুনিয়ার যুদ্ধে অংশগ্রহনের বছর বাহান্ন হিজরিতে ওয়াফাত লাভ করেছিলেন। এবং তার কবর, রোমের কুস্তুনতুনিয়ায় দূর্গের পাসে ছিল। যেমন বর্ণিত হয়েছে তার কবরে তারা জমা হতেন এবং জিয়ারত করে এবং যখন খরা পড়ে সকলে তার ওসীলায় বৃষ্টির জন্য দোয়া করতেন।

(১)হাকিম আল মুস্তাদরাক,অধ্যায়- মারেফাতে সাহাবা, বাব -মানাকিবে আবু আইয়ুব রাদিআল্লাহু আনহু খন্ড-৩হাদীস নং-৫৯৮৪(২)ইবনে জাউযি, সিফাতে আল সাফুয়া,পৃষ্ঠা-৮৩(৩)উসুদুল গাবা,পৃষ্ঠা-৪০১(৪)ইমাম ওয়াকদি,ফুতহুস সাম,পৃষ্ঠা-৪১৬

দলিল নং-২

حدثنا سعيد بن نصر قال: حدثنا قاسم بن أصبغ قال: حدثنا محمد بن وضاح، قال: حدثنا ابن أبي شيبة حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي ظبيان عن أشياخه عن أبي أيوب أنه خرج غازيًا في زمن معاوية

فمرض فلما ثقل قال لأصحابه: إذا أنا مت فاحملوني فإذا صاففتم العدو فادفنوني تحت أقدامكم ففعلوا ** وذكر تمام الحديث.

وقبر أبي أيوب قرب سورها معلوم إلى اليوم معظم يستسقون به فيسقون، وقد ذكرنا طرفًا من أخباره في باب كنيته.

হাদীস বয়ান করেন সাইদ বিন নাসির, তিনি বলেন হাদীস বয়ান করেছেন কাসিম বিন আসবাগ, তিনি বলেন হাদীস বয়ান করেছেন মুহাম্মাদ বিন ওয়াদাহ..তিনি বলেন হাদীস বয়ান করেছেন ইবনে আবি শাইবাহ। হাদীস বয়ান করেনে আবু মুওয়াবিয়া আল আ'মেস থেকে তিনি বর্ণনা করেন আবি যাইবান হইতে তিনি বর্ণনা করেন তার শাইখ হইতে তিনি আবু আইউব আন্সারী রাদিআল্লাহু আনহু সম্বন্ধে বর্ননা করে বলেনঃ(আবু আউব রাদিআল্লাহু আনহু) হজরত মুয়াবিয়ার (রাঃআঃ)জামানায় যুদ্ধে বাহির হলেন অতঃপর তিনি কঠিন রোগে আক্রান্ত হলেন। তিনি সাহাবী সাথিদের বললেন, যখন আমি ইন্তেকাল করবো তখন আমার শরীর বহন করে নিয়ে যাবে। তারপর শত্রুদের সামনে সারিবদ্ধ হবে তখন আমাকে তোমাদের কদমের নিচে দাফন করবে।অতঃপর তারা তাই করলেন, তারপর বর্ণনাকারী সম্পুর্ন হাদীস বর্ননা করে বলেন ..হজরত আবু আইউবের কবর দূর্গের গলির পাশে, সকলে অবগত আছেন যে সেখানে গিয়ে তারা বৃষ্টির জন্য দোয়া করতেন তাতে বৃষ্টি শুরু হতো।ইমাম আব্দুল বার (রা হ:)আল ইস্তেআব, পৃষ্ঠা-৪৪২

উক্ত দলিল দ্বারা বোঝা যায় হজরত আবু আইউব আন্সারী কে দাফন করার পর তার সাহাবী সাথি বয়ান করেন, যখন তারা দুর্ভিক্ষে পতিত হতেন তারা দোয়া চাইতে হজরত আবু আইউব

আন্সারীর(রাদিআল্লাহু আনহুর) কবরে চলে যেতেন তারপর বৃষ্টি শুরু হয়ে যেত। এর দ্বারা প্রমাণ হয় সাহাবীরদের যুগেও কবরস্থ আওলীয়া আল্লাহর ওসীলা কে বৈধ মনে করা হতো এবং তাদের রুহানি শক্তির কারণে সাহায্য প্রাপ্ত হওয়া যেতে পারে এও আকীদা তারা পোষণ করতেন।

খায়রুল কুরূনে কবরস্থ ওলীগনের ওসীলা চাওয়ার প্রমাণ

প্রথম দলিলঃ

أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، أخبرني أبو محمد بن زياد، حدثنا محمد بن إسحاق الثقفي، قال: سمعت أبا إسحاق القرشي، يقول: كان عندنا رجل بالمدينة إذا رأى منكرا لا يمكنه أن يغيره أتى القبر، فقال:

أيا قبر النبي وصاحبيه ... ألا يا غوثنا لو تعلمونا

খবর দিলেন আবু আব্দুল্লাহ আল হাফীয...তাকে খবর দিলেন আবু মুহাম্মাদ বিন যাইদ, হাদীস বয়ান করেন মুহাম্মাদ বিন ইসাখ সাকাফি। তিনি বলেন আবু ইসাখ কুরাশি থেকে বলতে শুনেছি। তিনি বলেন মাদিনা সরিফে একজন ব্যক্তি ছিলো যখন কোন আপত্তিকর কোন কাজ দেখেতেন বাধা দান করতে অক্ষম হলে তা আটকাতে কবরস্থানে আসতেন তারাপর নবী করিম সাল্লালাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার আসহাবে রাদিআল্লাহু আনহু আজমাইনদের উদ্দশ্য করে বলতেন

আমাকে বাচান হে আমার গওস বা সাহায্যকারী যদি আমাকে জেনে থাকেন।শুয়েবুল ইমান, হাদীস নং-৩৮৭৯

উক্ত বর্ণনাটি খাইরুল কুরুনের আমলের অন্তর্ভুক্ত। কেণ না আবু ইসহাক কুরাসি একজন তাবেঈ ছিলেন কারণ তিনি বর্ণনা,করতেন সাহাবীএ রসুল আব্দুল্লাহ বিন আমর বিন আ'স থেকে। কেণ না আমরা জানি সাহাবীদের যুগ পেয়েছেন তাবেঈগন আর তাবেঈদের যুগ পেয়েছেন তাবে তাবেঈগন। অতএব যে ব্যক্তির সম্বন্ধে বর্ণনা হচ্ছে যে, তিনি আসহাবে কেরামদের কবরে গিয়ে সাহায্য প্রার্থনা করতেন, ব্যক্তিটি হয় তাবেঈ কিংবা তাবেতাবেঈ হবেন। আর দ্বিতীয় কথা হলো একজন তাবেঈ অর্থাৎ আবু ইসহাক কুরাসিও ব্যক্তিটির আমল কে কুবুল করেছেন। এবং লেখকও অর্থাৎ ইমাম বাইহাকিও নিজের কিতাবে বর্ণানাটি এনে কোন মন্তব্য করেননি যা প্রমাণ করে উক্ত বর্ণনা কে তিনি সমর্থন করেছেন।

দ্বিতীয় দলিলঃ

أخبرنا القاضي أبو عبد الله الحسين بن علي بن محمد الصيمري ، قال : أنبأنا عمر بن إبراهيم المقرئ قال : نبأنا مُكرم بن أحمد قال : أنبأنا عمر بن إسحاق بن إبراهيم قال : نبأنا علي بن ميمون قال : سمعت الشافعي يقول : إني لأتبرك بأبي حنيفة ، وأجيء إلى قبره في كل يوم - يعني زائراً - فإذا عرضت لي حاجة صليتُ ركعتين وجئت إلى قبره ، وسألت الله تعالى عنده ، فما تبعد عني حتى تُقضى .

আলী বিন মাইমুন বলেন ইমাম সাফায়ীকে বলতে শুনেছি নিশ্চয়ই আমি ইমাম আবু হানিফা রহমাতুল্লাহি আলাইহি হতে বরকত

হাসিল করি। যখন আমার কোন সমস্যা দেখা দেয় তখন আমি উনার কবর শরীফে দিকে আসি।অর্থাৎ যিয়ারত করি অতঃপর যখন হাজত দেখা দেয় আমি দুই রাকাত নামাজ আদায় করি। তারপর তার কবরের নিকট আসি। অতঃপর উনার উসীলা দিয়ে আল্লাহ তাআলার নিকট প্রর্থনা করি। অতএব আমি সেখানেই অবস্থান করি যতক্ষন না সমাধান হয়ে যায়। ”

(১) খতিব বাগদাদি নিজের তারিখে বাগদাদে সহী বর্ননার সঙ্গে লিখেছেন। কিতাব তারিখে বাগদাদ, খন্ড-১,পৃষ্ঠা -১২৩(২) ইবনে হাজার হায়েতমি, আল খায়রাতুল হিসান ফি মানাকিবে ইমামে আজাম, পৃষ্ঠা -৯৪I(৩) মুহাম্মাদ জাহিদ খওয়াথারি, মাকালাত, পৃষ্ঠা-৩৮১(৪)ফতোয়ায়ে শমী, মুকাদ্দিমা ১ম খন্ড ৫৫ পৃষ্ঠা

উক্ত বর্ণনায় উল্লেখিত আমলটিও খাইরুল কুরুনের এক সদস্য, ইমাম সাফেঈর আমল থেকে প্রমাণিত। একদিকে তিনি যেমন তাবেতাবেঈ ছিলেন তেমণ মাজহাবে আরবার মধ্যে থেকে এক মাজহাবের ইমামও ছিলেন। তার এই আমল প্রমাণ করে, কবরস্থ আওলীয়াদের নিকট গিয়ে তার ওসীলা তলব করা তার নিকট বৈধ।তার স্বীকারোক্তিও এই নমুনা পেশ করে যে কবরস্থ আওলীয়াদের কবরে গিয়ে ওসীলা তলব করলে দোয়া কুবুল হয়।

সাল্ফ স্বলেহিনদের আমল ও অভিমত থেকে কবরস্থ ওলীর ওসীলার বৈধতা

প্রথম দলিলঃ

أخبرنا القاضي أبو محمد الحسن بن الحسين بن محمد بن رامين الإستراباذي قال: أنبأنا أحمد بن جعفر بن حمدان القطيعي قال : سمعت الحسن بن إبراهيم أبا علي الخلال يقول : ما همني أمر فقصدت قبر موسى بن جعفر فتوسلت به الا سهل الله تعالى لي ما أحب .

কাজি আবু মুহাম্মাদ হাসান বিন হুসাইন বিন মুহাম্মাদ বিন রামিন খবর দিলেন। তিনি বলেন আমাকে খবর দিলেন আহমাদ বিন জাফার বিন হামদ আল কাতায়ি। তিনি বললেন হাসান বিন ইবরাহিম আবু খালিলকে বলতে শুনেছি তিনি বলেন যখন আমি পেরেশাননির সম্মুখিন হতাম তখন ইমাম মুসা কাযিম বিন জাফারের কবরে হাযীর হতাম। এবং তার মাধ্যমে আল্লাহর নিকট ওসিলা তলব করতাম।এবং আল্লাহ তাআলা আমার আকাঙ্ক্ষা পূরণ করে দিতেন।

তারিখে বাগদাদ, খন্ড-১,পৃষ্ঠা-১৩৩

দ্বিতীয় দলিলঃ

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ، ثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي عَاصِمٍ، قَالَ: " قَدْ رَأَيْتُ جَمَاعَةً مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ وَالْفَضْلِ إِذَا هَمَّ أَحَدُهُمْ بِأَمْرٍ , قَصَدَ إِلَى قَبْرِ طلحة بن عبيد الله فَسَلَّمَ عَلَيْهِ فَدَعَا بِحَضْرَتِهِ فَيَكَادُ يَعْرِفُ الْإِجَابَةَ،

হাদীস বয়ান করেছেন আব্দুল্লাহ বিন মুহাম্মাদ আবু বকর বিন আবি আসিম বর্ণনা করেন তিনি বলেনঃ আমি দেখেছি আহলে ইলমে ও অনুগ্রহ প্রাপ্ত জামাত যখন তাদের মধ্যে কেও পেরেশানিতে পড়তেন, তারা তালহা বিন উবাইদুল্লাহ রাদিআল্লাহু আনহুর কবরের নিকট যেতেন।এবং তাকে সালাম দিতেন. সেখানে উপস্থিত থেকে দোয়া করতেন এবংউক্ত কার্যের পর তা সমাধান লাভ(পেরেশানি দূর হয়ে যেতো) হতো। ইমাম আবু নুইয়েম, মারেফাতে সাহাবা,হাদীস নং-৩৮৯

তৃতীয় দলিলঃ

: أخبرنا زاهر بن طاهر قال: أخبرنا أحمد بن الحسين البيهقي أخبرنا أبو عبد الله الحاكم قال: سمعت أبا العباس محمد بن أحمد القاضي يقول: سمعت أبا عبد الله محمد بن جعفر الزاهد يقول: سمعت زكريا بن أبي دلويه يقول: رأيت أحمد بن حرب بعد وفاته بشهر في المنام فقلت: ما فعل بك ربك قال: غفر لي و فوق المغفرة. قلت: وما فوق المغفرة قال: أكرمني بأن يستجيب دعوات المسلمين إذا توسلوا بقبري

খবর দিলেন যাহির বিন ত্বাহির,তিনি বলেন আমাকে খবর দিলেন আহমাদ বিন হুসাইন বাইহাকি।তাকে খবর দিলেন আবু আব্দুল্লাহ আল হাকিম। তিনি বলেন আবু আব্বাস মুহাম্মাদ বিন আবু কাযিকে আমি বলতে শুনেছি। তিনি বলেন আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মাদ বিন জাফার যাহিদকে আমি বলতে শুনেছি। তিনি বলেন যাকারিয়া বিন আবু দুলাওয়িহকে আমি বলতে শুনেছি। তিনি বলেন আমি আহমাদ বিন হারবকে তার ওয়াফাতের মাসেই স্বপ্নে দর্শন করলাম।তারপর তাকে জিজ্ঞাসা করলাম আল্লাহ আপনার প্রতি কেমন আচরণ করেছেন? তিনি

উত্তর দিলেন আমাকে ক্ষমা দান করেছেন এবং আমার উপর অনুগ্রহ দান করেছেন? আমি জিজ্ঞাসা করলাম কি অনুগ্রহ দান করেছেন। তিনি উত্তর দিলেন আমি এই সম্মান পেয়েছি যে,মুসল্মান যখন আমার কবরের মাধ্যমে ওসীলা তলব করবে সেই দোয়া অবশ্যই পূরণ হবে

ইমাম ইবনে জৌযী,আল মুন্তাযাম,খন্ড-১১, পৃষ্ঠা- ২১১

চতুর্থ দলিলঃ

ذكر ابي يعلى الحنبلي

وحفر له بجنب قبر إمامنا أحمد فدفن فيه وأخذ الناس من تراب قبره الكثير تبركا به ولزم الناس قبره ليلا ونهارا مدة طويلة ويقرأون ختمات ويكثرون الدعاء

ইমাম আবি ইয়ালা হাম্বালী বয়ান করেন, আমাদের ইমাম আহমাদের জন্য কবর খনন করা হলো এবং তাতে দাফন করা হলো।এবং লোকেরা তার. কবর থেকে বেশী করে মাটি নিয়ে যায় বরকতের উদ্দেশ্যে।এবং লোকেরা সেখানে দিবা রাত্রি দীর্ঘক্ষণ ধরে অতিবাহিত করে এবং কোরান খতম করে, তারা বেশী বেশী করে দোয়া করে।ইমাম আবু ইয়ালা,তাবকাতে হাম্বালিয়াহ, খন্ড-২,পৃষ্ঠা-২৪০

পঞ্চম দলিলঃ

قال: سمعت أبا بكر محمد بن المؤمل بن الحسن بن عيسى يقول: خرجنا مع إمام أهل الحديث أبي بكر بن خزيمة، وعديله أبي علي الثقفي مع جماعة من مشايخنا، وهم إذ ذاك متوافرون، إلى زيارة قبر علي بن

موسى الرضا بطوس، فرأيت من تعظيمه - يعني ابن خزيمة - لتلك البقعة وتواضعه لها وتضرّعه عندها ما تحيّرنا.

আবু বকর মুহাম্মাদ বিন মুয়াম্মিল বিন হাসান বিন ঈসা বলেন.. আমরা ইমামুল হাদীস আবু বকর ইবনে খুজাইমার সহিত বের হলাম , এবং আবু আলী আসসাকাফি এবং মাশাএখের জামাত যারা তাউসে অবস্থিত, হজরত আলী বিন মুসা রেজার কবর তথা মাযার যিয়ারতের জন্য উপস্থিত ছিলেন।অতঃপর আমি উনার নিকট হইতে তাযিম লক্ষ করলাম.... অর্থাৎ ইবনে খুযাইমা হইত।সেই স্থানের জন্য তার বিনয়তা বা নম্রতা ও তার (হজরত মুসা রাযার মাযারে)নিকট ওসীলা তলব করতে দেখে আমরা খুব আশ্চর্য চকিত হলাম।

ইমাম ইবনে হাজার আস্কালানী, তাহাযিবুত তাহযিব, খন্ড-৭,পৃষ্ঠা-৩৩৯

ষষ্ট দলিলঃ

ইবনে হাজার আস্কালানী লেখেন:

قال الحاكم سمعت أبا علي النيسابوري يقول كنت في غم شديد فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم في المنام كأنه يقول لي صر إلى قبر يحيى بن يحيى واستغفر وسل تقض حاجتك فأصبحت ففعلت ذلك فقضيت حاجتي

ইমাম হাকিম বলেন, তিনি আবুল আলী নেশাবুরী হইতে বলতে শুনেছেন, তিনি বলেন আমি তীব্র শোকে পতিত হলাম অতঃপর আমি নবীএ করিম সাল্লালাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে স্বপ্নে দর্শন করলাম।তিনি (নবীএ করিম)বললেন যে ইহিয়া ইবনে ইহিয়ার

কবরে নিকট যাও এবং আস্তাগাফার করো এবং পেরেশানি দুরিকরনের জন্য হাজত তলব করো।(তিনি বলেন) আমি তেমনই করলাম অতঃপর সকালে আমার হাজত পুরোন হয়ে গেলো।

ইবনে হাজার আস্কালানী, তাহজিবুত তাহজিব,খন্ড-৪,পৃষ্ঠা-৩৯৮

সপ্তম দলিলঃ

ইমাম জাহবী লেখেন :

وقال أبو علي الغساني : أخبرنا أبو الفتح نصر بن الحسن السكتي السمرقندي : قدم علينا بلنسية عام أربعة وستين وأربعمائة . قال : قحط المطر عندنا بسمرقند في بعض الأعوام ، فاستسقى الناس مرارا ، فلم يسقوا . فأتى رجل صالح معروف بالصلاح إلى قاضي سمرقند ، فقال له : إني رأيت رأيا أعرضه عليك . قال : وما هو ؟ قال : أرى أن تخرج ويخرج الناس معك إلى قبر الإمام محمد بن إسماعيل البخاري ، وقبره بخرتنك ، ونستسقي عنده ، فعسى الله أن يسقينا . قال : فقال القاضي : نعم ما رأيت . فخرج القاضي والناس معه ، واستسقى القاضي بالناس ، وبكى الناس عند القبر ، وتشفعوا بصاحبه ، فأرسل الله -تعالى- السماء بماء عظيم غزير ، أقام الناس من أجله بخرتنك سبعة أيام أو نحوها ، لا يستطيع أحد الوصول إلى سمرقند من كثرة المطر وغزارته ، وبين خرتنك وسمرقند نحو ثلاثة أميال .

আবুল আলী আলগেসানী বলেন আবুল ফাতাহ নাসার বিন হাসান আল সিকতি সামারকান্দি জানান, আমরা ৪৬৪জন , আম জনতা উপস্থিত ছিলাম। সামারকান্দে খরা পড়ল, লোকজন তাদের সাধ্যমত

করার চেষ্টা করছিলো।কিছুজন বললেন স্বালাতুল ইস্তিস্কার কথা, কিন্তু তাও বৃষ্টি হলো না।একজন প্রসিদ্ধ আল্লাহর নেক বান্দা সালিহ নামে পরিচিত তিনি কাযির নিকট এলেন এবং বললেন আমার মতে আপনি আপনার জনসাধারনের সাথে ইমাম বুখারী রাহমাতুল্লাহ আলাইহির মাযার যিয়ারত করা উচিত। তানার মাযার হারতাঙ্ক(উজবেকিস্তান)এ অবস্থিত আমাদের উচিত সেখানে বৃষ্টি জন্য দোয়া চাওয়া। আল্লাহ তাআলা অবশ্যই আমাদের সাহায্য করবে অতঃপর কাযি বললেন অবশ্যই তার পরামর্শে, তারা লোকজনের সঙ্গে মাযারের দিকে গেলেন অতঃপর তিনি তার জনসাধারনের সহিত দোয়া করলেন। এবং লোকজন তার কবর মুবারকের নিকট কাঁদতে শুরু করে দিলো এবং আল্লাহর নিকট তার (ইমাম বুখারী) ওসীলা চাইতে শুরু করলো।আল্লাহ তাআলা মুহুর্তের মধ্যে মেঘ বৃষ্টি প্রেরন করলেন। সমস্ত লোকজন সেখানে ৭ দিন রয়ে গেল। কেও সামারকান্দে ফেরত যেতে ইচ্ছুক ছিলোনা যদিও সামারকান্দ ও হারতাঙ্কের দুরত্ব তিন মাইল মাত্র।

সিয়ারু আলামিন নুবালা, খন্ড-১২, খন্ড-৪৬৯

অষ্টম দলিলঃ

ইমাম হিব্বানের আমল ও অভিমতঃ

مات على بن موسى الرضا بطوس من شربة سقاه إياها المأمون فمات من ساعته وذلك في يوم السبت آخر يوم سنة ثلاث ومائتين وقبره بسناباذ خارج النوقان مشهوريزار بجنب قبر الرشيد، قد زرته مرارا كثيرة وما حلت بي شدة في وقت مقامى بطوس فزرت قبر على بن موسى الرضا صلوات الله على جده وعليه ودعوت الله إزالتها عنى إلا أستجيب لي وزالت عنى تلك الشدة وهذا شيء جربته مرارا فوجدته

كذلك أماتنا الله على محبة المصطفى وأهل بيته صلى الله عليه وعليهم أجمعين)

ইমাম ইবনে হিব্বান, তাউস শহরে আলী বিন মুসা রাযার মাযার জিয়াত ও তার মাধ্যমে ওসীলা চাওয়া সম্বন্ধে নিজের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা বর্ননা করেন এবং বলেন যে তাউসে থাকা কালীন কোন সময় পেরেশানি পতিত হতাম আমি আলী বিন মুসা রেযার মাযার জিয়ারত করতাম।এবং আল্লাহ তাআলার কাছে সেই পেরেশানি দূর করার জন্য দোয়া করতাম।তখন সেই দোয়া কবুল হয়ে যেতো এবং মুশকিল দূর হয়ে যেত এটা এমনই সত্য যা বহুবাবার সুফল পেয়েছি

ইবনে হিব্বান, কিতাবুসসিকাত, খন্ড-৭, পৃষ্ঠা -৪৫৬

নবম দলিলঃ

ইমাম ইবনে হাজার হাইতমির অভিমতঃ

سئل عما يقع من العامة من قولهم عند الشدائد: يا شيخ فلان، يا رسول الله ، ونحو ذلك من الاستغاثة بالأنبياء والمرسلين والأولياء والعلماء والصالحين فهل ذلك جائز أم لا؟ وهل للرسل والأنبياء والأولياء والصالحين والمشايخ إغاثة بعد موتهم ؟ وماذا يرجح ذلك؟ فأجاب: بأن الاستغاثة بالأنبياء والمرسلين والأولياء والعلماء والصالحين جائزة ، وللرسل والأنبياء والأولياء والصالحين إغاثة بعد موتهم، لأن معجزة الأنبياء وكرامات الأولياء لا تنقطع بموتهم،

(ইবনে হাজার আল হাইতমিকে) তাকে জিজ্ঞাসা করা হলো, সেই আম ব্যক্তিদের সম্বন্ধে কি হুকুম যে বিপদের সময় তাদের ডাকে

হে অমক শ্যাইখ, হে আল্লাহর রসুল এবং আরো অন্যান্যদের ? আম্বিয়াএ কেরাম ও মুরসালিন ও আওলীয়া ও উলমায়ে স্বলেহিনদের মাধ্যমে ইস্তেগাসা করা হয় বা আহব্বান করা হয়, ইহা জায়েয আছে কিনা?রসুল, এবং আম্বীয়াএ কেরাম , এবং আওলীয়া এবং স্বলেহিন ও মাশায়েখ তাদের মৃত্যুর পরে কি তা গ্রাহ্য. বা গ্রহন যোগ্য ? তখন তিনি উত্তর দিলেন যে, আম্বীয়াএ কেরাম , আওলীয়া এ ইযাম, উল্মা এ স্বলেহিনের মাধ্যমে ইস্তেগাসা করা জায়েজ। এবং রসুল এবং আম্বীয়াএ কেরাম এবং আওলীয়াএ ইযাম, এবং স্বলেহিন বান্দা তাদের ওয়াফাতের পর তা গ্রহনযোগ্য কারণ আম্বীয়াএ কেরামদের মওজেযা এবং আওলীয়াগনের কারামাত তাদের ওয়াফাতের পর থেমে থাকেনা।

ফাতাওয়া আল কুবরা,আল ফাকিহা, খন্ড-৪, পৃষ্ঠা-৩৮২

দশম দলিলঃ

রুহুল মায়ানি তে আছেঃ

وقد ذكره الغزالي ولذا قيل - وليس بحديث كما توهم - إذا تحيرتم في الأمور فاستعينوا من أصحاب القبور أي أصحاب النفوس الفاضلة المتوفين ولا شك في أنه يحصل لزائرهم مدد روحاني ببركتهم وكثيراً ما تنحل عقد الأمور بأنامل التوسل إلى الله تعالى بحرمتهم،

ইমাম গাযযালী (রহঃ) বায়ান করেন এবং এটি কোনো হাদীস নয়:..কারো যখন কোনো অসুবিধা (তথা পেরেশানি) হয়, তখন তার উচিত কবরস্থ আওলিয়া কেরামের কাছে সাহায্য প্রার্থনা করা; এঁরা হলেন সে সকল পুণ্যবান আত্মা যাঁরা দুনিয়া থেকে ওয়েসাল হয়েছেন...এই ব্যাপারে কোনো সন্দেহই নেই, যে ব্যক্তি তাঁদের কবর

যেয়ারত করেন, তিনি তাঁদের কাছ থেকে রূহানী সাহায্য লাভ করেন এবং বরকতের মাধ্যমে সাহায্যপ্রাপ্ত হন..যা বহুবার আল্লাহর দরবারে তাঁদের ওসীলা পেশ হবার দরুন মুসিবত দূর হয়েছে...

তাফসীরে রূহুল মাআনী, খণ্ড-৩০, পৃষ্ঠা-২৪

একাদশ তম দলিলঃ

ইমাম জাযরীর অভিমতঃ

يتوسل الى الله سبحانه بانبيائه و بالصالحين . وقال ايضا استجابه الدعاء عند قبور الانبياء وقال وجرب استجابه الدعاء عند قبور الصالحين

তিনি(ইমাম জাজরী) আল্লাহ সুবহানাহুর নিকট তার আম্বীয়াদের মাধ্যেমে ও স্বলেহিনদের মাধ্যমে ওসীলা গ্রহন করতেন। এবং তিনি আরো বলেন, আম্বিয়াএ কেরামদের কবরের নিকট তার দোয়া কুবল হয়। এবং তিনি বলেন স্বলেহিনদের কবরের নিকট তিনি দোয়া কবুল হওয়ার অভিজ্ঞতা অর্জন করেছেন..আল হিসনে হিসিন, পৃষ্ঠা - ২৯৬

যে সকল কেতাব দ্বারা দলিল দেওয়া হয়েছে

1. কোরান শরীফ
2. বুখারি শরীফ
3. সহী মুসলিম
4. সুনানে তিরমিযি
5. সুনানে ইবনে মাজাহ
6. সুনানে আবু দাউদ
7. হাকিম আল মুস্তাদরাক
8. মুজামুল আওসাত
9. মুসান্নাফে আব্দুররাযযাক
10. মুসনাদে ইবনে আহমদ
11. সুনানে দারমী
12. ম'জামুল কাবীর
13. মাজমাউজ যাওয়াইদ
14. মুসান্নাফে ইবনে আবি শাইবা
15. তাফসীর ইবনে কাসীর
16. তাফসীরে কুরতুবী
17. তাফসীরে বাগাওয়ী
18. তাফসীরে দুররে মান্সুর
19. তাফসীরে ইবনে হাতিম
20. তাফসীরে তাবরী
21. কাস্ফুল খাফা,
22. ম'জুমুস সাগির
23. কিতাবুল বায়ান ওয়াততারিফ
24. আলকামিল
25. ফাতহুল বারী শারহুল বুখারী

26. মুসনাদে ফিরদাউস
27. জামিউস সাগির
28. কাসফুল খাফায়ে,
29. ফাইজুল কাদীর,
30. হিলইয়াতুল আওলীয়া
31. ম'জেমু ইবনে মুকরি
32. সিয়ারু আলামিন নুবালায়ি
33. কাঞ্জুল উম্মাল
34. উসুদুল গাবা
35. তারিখে দামিস্ক
36. আল ইসাবা,
37. তারিখে তাবারী
38. আল বিদায়াহ ওয়াল নিহায়া
39. তারিখুল ইসলাম,
40. সুবুলুল হুদা ওয়া রাশিদা,
41. আলহাবি লিল ফাতাওয়া
42. তারিখে ইয়াকুবি,
43. ইহয়াউ উলুমিদ্দীন-
44. তাফসীরে নিসাবুরী
45. তাফসীরে কাবীর
46. কিতাবুর রুহ,
47. কিতাব-আল তুরকুল হাকমিয়াহ,
48. আত তাবকাত,
49. মুস্নাদে আবু হানিফা,
50. মুয়াত্তা ইমাম মালিক,
51. , সুনান আল কুবরা
52. তাফসীরে রুহুল মাআনি

53. তাফসসীরে বাইজাওয়ি
54. সহি ইবনে হিব্বান
55. শুয়েবুল ইমান,
56. মুসনাদে হুমাইদ,
57. , দালাইলুল নাবুয়াহ,
58. মাসানিদে সামানিয়া
59. ফাওয়াইদে তামাম রাযি
60. তাম্বিহুল গাফেলিন
61. ইবনে আবি শাইবাহ
62. ইবনে আবিদ দুনিয়া ., মান আশা বা'দাল মাউত
63. ফুনুন আল আজাইব
64. মাজালিশ মিন আমালি
65. খাতিব বাগদাদী,আল-জামে আখলাকির রাবী
66. আজ-জুহদ, ইমাম ওয়াকী ইবনে জাররাহ,
67. ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বল, কিতাব-
68. মাজালিস মিন আমালি ইবনে মান্দাহ, ইবনে মান্দাহ,
69. শরহুস সুদুর
70. মাতালেবুল আলিয়া,
71. তাহজিবুল কামাল
72. ইমাম যুরকানী শারহ মুহাইব
73. মুসনাদে আবু ইয়ালা,
74. মুসনাদে শিহাব,
75. ইমাম শাজরী,তারতীব আল আলমালী
76. ইমাম দায়নুরী, মাজালিসাহ ওয়া জাওয়াহির
77. মাশিখা আল কাজি
78. আল মুত্তাফিক ওয়াল মুতাফারিক
79. কাযাইল হাওয়াইজ

80. ফাওয়াইদে তামাম রাযি
81. কিতাবুস সিকাত
82. তাবকাতে হাম্বালিয়া
83. ইমাম তাবরানী, মুকাররামুল আখলাক,
84. মিস্কাত শরীফ
85. মুসনাদে বাজ্জার,
86. আলবানীর, সিলসিলাতুল যাইফা ওয়াল মওযুয়াত
87. শারাহ হিসনুল হাসিন
88. ইকতেদায়ে সিরাতুল মুস্তাকিম
89. সিফাতে আল সাফুয়া
90. ফুতহুস সাম
91. আল খায়রাতুল হিসান ফি মানাকিবে ইমামে আজাম
92. মারেফাতে সাহাবা
93. তাহাযিবুত তাহযিব
94. ফাতাওয়া আল কুবরা,আল ফাকিহা
95. হিসনে হিসিন